বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ০৫
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬
মে ২০১৯

মনযূর উল করীম স্মরণ সংখ্যা

বাংলাদেশ স্কাউটস

মনযূর উল করীম

জন্ম: ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

মৃত্যু: ৪ ডিসেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

■ বর্ষ ৬৩ ■ সংখ্যা ০৫
■ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬
■ মে ২০১৯

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মোঃ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মোঃ আরমান হোসেন
মোঃ এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোহাম্মদ মিরাজ হাওলাদার

স্মরণ সংখ্যা শুভেচ্ছা মূল্য
পঞ্চাশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
bsagrodoot@gmail.com
probangladeshscouts@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে ॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে ॥
(গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি প্রাণি মহাজাগতিক পরিভ্রমণে এক একজন মুসাফির। জন্ম হলে মৃত্যু অনিবার্য। এ এক স্নিগ্ধ সুন্দর অনুভূতি, কেননা দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলনের একমাত্র পন্থা। শোক-তাপ, জরা, ক্লেশ, ব্যাধিগ্রস্ত মানব জীবন ছেড়ে অপার্থিব আনন্দ লাভের জন্য পরম করুণাময়ের সান্নিধ্য লাভের একমাত্র উপজীব্যই হলো মৃত্যু। পৃথিবীতে কেউ অমর নয়। কিন্তু মানুষ তার সৎ কর্ম, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা, জীবপ্রেম, নিয়মানুবর্তিতা, দয়ালুতা, মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও তাঁর প্রদর্শিত পথে চলে নিজেকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেন স্বমহিমায়।

প্রয়াত স্কাউটার মনযূর উল করীম তেমনি একজন মানুষ। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন একজন মেধাবী শিক্ষার্থী, সুদক্ষ নেতা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন সফল সচিব। বাংলাদেশ স্কাউটসকে তিনি বিশ্ব মর্যাদার আসনে আসীন করেন। এখনও অনেকেই বাংলাদেশের স্কাউটিং বলতে মনযূর উল করীমকেই বোঝেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন বাংলাদেশ স্কাউটস পরিবার।

জনাব মনযূর উল করীমের সাহচর্যে থেকে যাঁরা বাংলাদেশ স্কাউটসকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষে নিরলস কাজ করে গেছেন তাদের স্মৃতিচারণমূলক লেখায় পূর্ণ হয়েছে এবারকার অগ্রদূতের বিশেষ সংখ্যা। আমরা বিশ্বাস করি অগ্রদূতের এই সংখ্যাটি বাংলাদেশ স্কাউটসের ইতিহাসকে বহন করছে, সেই সাথে বহন করছে একজন পুরোধা স্কাউটারের পূণ্যস্মৃতি। তাঁর বর্ণিল কর্মময় জীবনকে পাঠকদের মাঝে তুলে ধরবার এ এক ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

অগ্রদূতের এই বিশেষ সংখ্যাটি সংরক্ষণ করে রাখবার মতন একটি সংখ্যা বলে আমরা মনে করি। তথ্যগত বিভ্রান্তি যাতে তৈরি না হয় সেই দিকটায় আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। তারপরও যদি কোন ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে থাকে তাহলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পাঠকদের নিকট বিনীত অনুরোধ জানাই।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, লেখা ও চিন্তায় এই বিশেষ সংখ্যাটি আলোর মুখ দেখলো তাঁদের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ স্কাউটসের স্পেশাল ইভেন্টস ও ফাউন্ডেশন বিভাগের পরিচালক জনাব মুহাম্মদ আবু সালেক এবং স্কাউটার জনাব সমীর রঞ্জন রাহুতকে, যাঁদের সংগ্রহীত আলোকচিত্রসমূহের কারণে এই বিশেষ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। কালের সাক্ষী এই আলোকচিত্রগুলো সোনালী অতীতের স্মৃতিতে ভাস্বর। প্রচ্ছদের জন্য জনাব মনযূর উল করীমের প্রতিকৃতিটি এঁকে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ স্কাউটস-এর আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন বিভাগের সহকারী পরিচালক চিত্রশিল্পী জনাব মতুরাম চৌধুরীকে।

মহান এই ব্যক্তিত্বের প্রতি অগ্রদূত পরিবারের রইলো গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনযূর-উল-করীম : আমার অভিভাবক -মোঃ আবুল কালাম আজাদ	৩
মনযূর উল করীম: সফল ব্যক্তিত্ব -ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান	৫
A man of Honour -Habibul Alam, BP	৬
জনাব মনযূর উল করীম একজন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব -মুহঃ ফজলুর রহমান	৮
মনযূর উল করীম স্কাউটের সাথী-মোঃ আনোয়ারুল আলম	১১
কেউ ভোলে কেউ ভোলে না-আফজাল হোসেন	১৩
একজন ভালো মানুষের কথা বলছি -মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান	১৫
ফটো অ্যালবাম	১৭
দ্যা লং টাইম ক্যাপ্টেন -মু. তৌহিদুল ইসলাম	২৫
আমার চোখে মনযূর-উল-করীম-সুরাইয়া বেগম	৩২
স্মৃতির স্মরণরেখায় স্মরণীয়ঃ মনযূর উল করীম -মোঃ আবুল হোসেন শিকদার	৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনযূর উল করীম যাঁর মৃত্যু নেই -মরহুম এ.কে.এম ইশতিয়াক হুসাইন	৩৪
সিভিল সার্ভিসের অন্যতম কর্মকর্তা এবং একজন উচ্চমানের কবি মনযূর উল করীম -ড. জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ	৩৬
যাঁর বোধ ছিল কল্যাণময় স্বপ্নের চারণভূমি-মোঃ সেকান্দার আলী সরদার	৩৮
ভালো মানুষের স্মৃতি কথা -মোঃ নজরুল ইসলাম	৩৯
আমি তোমাদেরই লোক-মোঃ দেলোয়ার হোসাইন	৪০
স্বর্ণালী অতীত স্কাউটিংয়ে চির ভাস্কর মনযূর উল করীম- মোঃ তৌফিক আলী	৪১
শ্রদ্ধেয় মনযূর উল করীম স্যারকে যেমন দেখেছি -মুক্তিযোদ্ধা এস.আর রাহুত	৪৩
স্মৃতির অনুস্মরণ: মনযূর উল করীম -এডভোকেট মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম	৪৪

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাৎকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

মনযূর-উল-করীম : আমার অভিভাবক

-মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশ স্কাউটসের এক সময়ের প্রাণ পুরুষ জনাব মনযূর-উল-করীম। তাঁকে দেখেই মনে হয়েছিল সরকারি চাকুরি গর্ব করার মত কাজ। তাঁকে যখন প্রথম দেখি, তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব, অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। তারপরও যখনই স্কাউটিং এর কাজ নিয়ে গেছি অত্যন্ত আন্তরিক, হাসিমাখা মুখ, মৃদুভাষী মনযূর-উল-করীম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

১৯৭৫ থেকে ২০১৭ দীর্ঘ ৪২ বছর তাঁকে দেখেছি নানাভাবে, বিভিন্ন ভূমিকায় একজন আদর্শ মানুষ। সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র, যোগাযোগ, তথ্য, স্বাস্থ্য, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), প্রধান জাতীয় কমিশনার এবং সভাপতি হিসেবে দীর্ঘসময় দায়িত্ব পালন করেছেন। বিয়াল্লিশ বছরের স্মৃতি, প্রকাশের কলেবর ছোট, কোনটা রেখে কোনটা বলি। তাই তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে দু/একটি ঘটনা এখানে বললাম। এই পথ পরিক্রমায় তাঁকে আমি মাত্র একবার রাগতে দেখিছি। সে ঘটনাই প্রথমে বলি। আশির দশক। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। মৌচাকে জাম্বুরী অথবা ক্যাম্পুরী। বিশাল সমাবেশ। আমি ও আমার সহকর্মী রোভাররা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। খবর পেলাম মৌচাক বাজারে এক লোক স্কাউটসের ব্যাজ, অ্যাওয়ার্ড ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রয় করছে। স্কাউট ব্যাজ ও অন্যান্য সামগ্রী এখন পর্যন্ত সাধারণ দোকানে বিক্রি করা যায় না। তার কারণ নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করলে বা উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করলেই ব্যাজ ও অ্যাওয়ার্ড পাওয়া যায়। স্কাউট নেতা বা কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ছাড়া কোন স্কাউট বা স্কাউট নেতা সুনির্দিষ্ট ব্যাজ বা অ্যাওয়ার্ড পরতে পারেন না। লোকটির অপরাধ গুরুতর। আমরা কয়েকজন রোভার তাকে ধরে মনযূর-উল-করীম স্যারের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি লোকটিকে প্রচন্ড বকা দিলেন, কিছু শাস্তি দিলেন। আমরা মনে করলাম নিশ্চয়ই লোকটিকে তিনি থানায় দিতে বলবেন। কিন্তু না, বকা দিয়ে এবং ভবিষ্যতে আর এরূপ অপকর্ম করবেন না এমন প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়ে দিলেন। লোকটির চোখমুখ দেখে মনে হয়েছে আর কোনদিন এমনটি করবেন না।

জনাব মনযূর-উল-করীম তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর উপর বেশ নির্ভরশীল ছিলেন। তাইতো ২০০২ সনে ভাবী মারা যাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর শরীরে নানা প্রকার অসুস্থতা দেখা দিতে শুরু করে। ছেলে মুনাজ্জির শেহযাত করীম (মুন) এবং মেয়ে নওশীন ফারজানাকে ভালবাসতেন প্রচন্ড। আবার তাদের সাথে বন্ধুর মত আচরণ করতে দেখেছি। তাইতো স্যার অসুস্থ হওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত ঢাকা, দুবাই আবারো ঢাকায় স্যারকে সঙ্গ দিয়েছেন তাঁর ছেলে মুন।

১৯৭৯ অথবা ১৯৮০ সনে বাংলাদেশ সিনিয়র রোভার মেট কাউন্সিল থেকে গাজীপুরের বাহাদুরপুরে ৩৫ দিনব্যাপী ওয়ার্কক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। অল্প কিছুদিন হলো বাহাদুরপুর গ্রামে রোভার স্কাউটের জন্য অল্প একটু জমি কেনা হয়েছে। পাশে একটি সরকারি পুকুর, একটু দুরেই বনভূমি এ উভয়ই স্কাউটিং এর কাজে ব্যবহারের করা যাবে। কিন্তু এ গ্রামে রাস্তা বানানো, বৃক্ষ রোপণ, স্যানেটারি ল্যাট্রিন স্থাপন, স্বাস্থ্য সেবা, গরু-ছাগলের চিকিৎসা এমন অনেক কাজ ওয়ার্কক্যাম্পে করা যাবে। প্রতি ব্যাচে ২০০/২৫০ জন রোভার এবং সমসংখ্যক এ গ্রামের লোক ৭ দিন কাজ করবে। এমন করে ৫ দলের কাজ ৩৫ দিন; বিশাল ব্যাপার। আমার সমবয়সী সিনিয়র রোভারমেটরা উদ্যোগী হয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করবে এমনটা সিদ্ধান্ত। কিন্তু টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?

মনযূর উল করীম স্যার তখন সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কমিশনার, তাঁর দ্বারস্থ হলাম। তিনি পরামর্শ দিলেন এই ওয়ার্কক্যাম্প উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে সেখানে কিছু বিজ্ঞাপন ছাপা যাবে এবং সে অর্থ দিয়ে ক্যাম্প হবে। তখনকার দিনে বর্তমান সময়ের মত বিজ্ঞাপন দেয়ার উপযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান খুবই কম ছিল। আর আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানতো হাতেগোনা। তিনি ফোনে নানা জায়গায় বলে দিলেন, আর আমরা দৌড়ঝাপ করে বিজ্ঞাপণের আদেশ সংগ্রহ করলাম। আমাদের অন্য কোন উৎস থেকে অর্থ নিতে হয়নি।

পরের যে ঘটনাটি বলবো তা সম্ভবত ১৯৮১ সনের। তিনি তখন প্রধান জাতীয় কমিশনার। তখন বাংলাদেশ স্কাউটস সরকার থেকে বার্ষিক মাত্র ৬০ হাজার টাকা পেতো। সেই অল্প টাকা আর স্কাউটদের চাঁদায় স্কাউটিং চালানো খুবই কষ্টকর। মনযূর-উল-করীম স্যার উদ্যোগ নিলেন এই অনুদানের টাকা বাড়ানোর জন্য। মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠি দু'বার হারিয়ে গেছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক কমিশনার রফিক ও আমার দায়িত্ব হলো অনুদান বাড়ানোর নথির পিছনে দৌড়ানো। প্রায় দু'সপ্তাহ। আমাদের কাজ হচ্ছে চিঠি বা চিঠি সম্বলিত নথি যখন যে অফিসারের কাছে যায় তাঁর নাম ও ফোন নম্বর সংগ্রহ করে মনযূর-উল-করীম স্যারকে দেয়া। তিনি হয়তো দ্রুত সম্মতির জন্য সেই অফিসারকে ফোন করতেন। এভাবে পরবর্তী ধাপ আবার কখনো অন্য মন্ত্রণালয়ে দৌড়ানো। প্রায় দু'সপ্তাহে বিষয়টি নিষ্পত্তি হলো। এই যে দু'সপ্তাহ, প্রতিদিন একাধিকবার তাঁর অফিসে গেছি, শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের কথা শুনে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েছেন। অধৈর্য্য বা বিরক্তি কোনটাই চোখে পড়েনি। তবে কাজটি যেদিন শেষ হয়েছে রফিক এবং আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন যেন তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আমার রোভার জীবনে দেখা বাংলাদেশ স্কাউটসের দু'শীর্ষ নেতা জনাব নুরুলিসলাম সামস এবং মনযূর উল করীম দু'জনই প্রচন্ড ভালবাসতেন আমাকে। আজ মনযূর-উল-করীম স্যারের কথাই বলি। ভালবাসতেন সন্তানের মত যখন স্কাউটিং করেছি, সরকারি চাকুরি করেছি-সব সময়ই বিশ্বাস করেছি একটি ভরসার জায়গা আছে। প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করেছি তাঁর পিতৃস্নেহ, আগলে রেখেছেন মমতামাখা হৃদয় দিয়ে। স্কাউটিংকে এ দেশে প্রসারিত করেছেন জনাব মনযূর-উল-করীম। আমরা বিশেষতঃ আমি হারিয়েছি আমার একান্ত কাছের একজন অভিভাবককে।

লেখক: সভাপতি
বাংলাদেশ স্কাউটস।

মনযূর উল করীম: সফল ব্যক্তিত্ব

-ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রয়াত উপদেষ্টা, সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব মনযূর উল করীম ৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ৮১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

মরহুম মনযূর উল করীম ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ সালে পিতার কর্মস্থল কিশোরগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৫ ভাইয়ের মধ্যে বাবা মায়ের চতুর্থ সন্তান ছিলেন। আরমানিটোলা হাই স্কুল থেকে ১৯৫২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তানে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় সম্মান ডিগ্রী অর্জন করে ১৯৬২ সালে সিএসপি হিসেবে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। মরহুম মনযূর উল করীম বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, তথ্য, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মরহুম মনযূর উল করীম ১৯৭৭ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রধান জাতীয় কমিশনার এবং ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্কাউটস আজ বিশ্বের দরবারে পরিচিত নাম। মরহুম মনযূর উল করীম বিশ্ব স্কাউট সংস্থার এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্য হিসেবে ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ এবং সভাপতি হিসেবে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "ব্রোঞ্জ উলফ", এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের "ডিসটিংগুইসড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড" ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "সিলভার এলিফ্যান্ট" এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ব্যাঘ্র" লাভ করেন।

সাহিত্য চর্চায়ও তিনি প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। তিনি কবি ইমরান নূর হিসেবে পরিচিত।

তিনি ব্র্যাকের ন্যায়পাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সুপ্রিম জুট মিলস. ইউনিসেফ - বাংলাদেশ, প্রাইম লাইফ ইন্সুরেন্স- এ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন ও বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই কর্মবীর মানুষটি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ঈর্ষণীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি একজন সফল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি যেখানে হাত দিয়েছেন সেখানেই সফল হয়েছেন। তিনি সম্মান ও যোগ্যতা নিয়ে সকল ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অন্য অনেকের ক্ষেত্রে এমন সম্মান ও সফলতা আসে না। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র, এক কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মৃতিচারণের এই ক্ষণে আমি এই গুণী, প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের সরকারি চাকুরী ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গণে অসামান্য অবদানের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

লেখক: প্রধান জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস।

A man of Honour

-Habibul Alam, BP

The name Mr Manzoor Ul Karim was introduced to me by no less then the Sector Commander of Sector -2 Major Khaled Mosharoff, BU. It was during the liberation war of 1971. This was because the contact that was established with Mr Manzoor Ul Karim the then DC Noakhali. The contact was established between him and Major Khaled through a suborder (forgetting his name) and flow of information's was provided relating movement and presence of the occupation Pakistani Forces in the district which was adjacent to the border area of Tripura.

Mr Manzoor Ul Karim as District Commissioner Greater Noakhali District taking salute and Guard of Honour during 1970

After eight years I met him as the first National Commissioner (Community Development) of Bangladesh Scouts. It was in the 7th Asia-Pacific Regional Seminar on Community Development in BIRRI in Gazipur. There were foreign participants from Iran, Philippines, Nepal and India including Mr Abdulla Sar Director CD of World Scout Bureau in Geneva. Mr Manzoor Ul Karim was the Seminar Director. Mr Karim was then the Joint Secretary (Political) in the Ministry of Home Affairs.

Most probably due to my active participation in the Seminar, I started becoming close to him. I had the privilege to see this gentleman see him very closely. To me I am yet to see such a dedicated and powerful Joint Secretary (Political) like him till date.

Anyone who could reach Mr Manzoor Ul Karim with his or her problem would not come back empty handed. I had the opportunity to even get some of the political prisoners out of the central jail Dhaka within 12 hours during that period. He never kept pending any official files. A bureaucrat of the highest order dedicated towards his work. He was a man of honour and justice was never denied by him to anyone who seeks his help.

I gradually became close to him and his family. It was quite often I visited him in his office as well as in his residence. A wonderful atmosphere of a well knit family held together by him and his wife Mrs Masuda Karim.

This elegant lady, mother of two lovely children Farzana and Munazzir looked after the family very well. A compact happy family one seldom finds.

Mr Manzoor Ul Karim took over the responsibility of Chief National Commissioner of Bangladesh Scouts due to sudden demise of Mr Nurulislam Shams a colleague of Mr Manzoor Ul Karim in Home Ministry and batch mate in Physics department of Dhaka University. It was Mr P A Nazir under whom both Mr Shams and Mr Karim was probationer while joining erstwhile Civil Service job in East Pakistan in the District of Rajshahi. MR PA Nazir, Mr Afzal Hossain and myself persuade him to take over the leadership of Scouting and he did so.

It was during his period as CNC of Bangladesh Scouts major changes took place within the scout movement of Bangladesh. He did not restrict himself within Bangladesh; Bangladesh got its recognition as a major movement of change in this Asia-Pacific Region. Mr Manzoor Ul Karim was thus elected as the Chairman of Asia-Pacific Regional Scout Committee at Jakarta Scout Conference in 1981. He was also one of the first few of this region who was given the most prestigious award "The Most Distinguished Service" of Asia-Pacific Region. Mr. Karim was also the first person to receive the only award of the World Scout Movement "Bronze Wolf" in Bangladesh. He was also the member of the "World Honour's & Award Committee".

He became very popular within the global organization of scout movement and almost all the Chief Commissioners of all member countries gave him that respect.

Mr Manzoor Ul Karim left his mark as one of the leaders of this region in the scouting world. People still talk about him as one of the most respected gentleman that one can come across. It was due to his unconditional support that Mr Habibul Alam, BP was able to get his nomination to the World Scout Committee and become a member and the first Vice Chairman of WSC and also the only Vice Chairman ever elected in this top post within this SAARC Region for all these 107 years of world scouting.

One of the major support that he could provide was involving Cabinet Secretary Mr Mahabubuzzaman of the Government of Bangladesh with the scout movement as the President of Bangladesh Scouts. This opened the doors of getting other ministries involve with this movement in support to develop this organization. One of the most important involvements with Scouting Expansion Programme was the Ministry of Education. And they started providing the necessary financial support.

He pursued many of his colleagues, friends and junior associates to get involve with this youth organization. And thus we see number of people like Mr Anwarul Alam, Mr Faizur Razzak, Mr. Faizur Rahman Chowdhury, Group Capt Taufiq Khan, Mr RA Majumder, , Mr Saiful Islam Khan, Prof Dr AK Azad Khan, Prof Sultana Zaman, Mr Mahbub Kabir, Kazi Rakibuddin, Mr Badiur Rahman and many more.

Will be continued….

Writer: Vice-President
Bangladesh Scouts

জনাব মনযূর উল করীম একজন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব

-মুহঃ ফজলুর রহমান

জনাব মনযূর উল করীম ছিলেন একজন অসাধারণ মেধাবী পুরুষ। তার ছোট ভাই ড. মেসবাহ উল করীম, ১৯৬৭ সালে আণবিক শক্তি কমিশনের ঢাকা কেন্দ্রে সিনিয়র বৈজ্ঞানিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকালে তিনি কমিশনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ সদস্য হয়েছিলেন। আমি সিভিল সার্ভিস এ যোগ দেওয়ার আগে আণবিক শক্তি কমিশনে চাকুরীর সুবাদে ড. মেসবাহ উল করীমের সাথে পরিচিত হই। তাঁর নিকট থেকেই জানতে পেরেছিলাম যে, তাঁর বড় ভাই জনাব মনযূর উল করীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিদ্যার ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালে আরমানিটোলা হাই স্কুল থেকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখন একটিই বোর্ড ছিল EPSEB অর্থাৎ The East Pakistan Secondary Education Board।

জনাব মনযূর উল করীম এর সাথে আমার দেখা হল ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বগুড়াতে জেলা প্রশাসক। ১৯৭১ সালের মে মাসের ২০ তারিখে পাক আর্মির একটি দল আমার বড় ভাই শহীদ এডভোকেট আব্দুল জব্বারকে জয়পুরহাটে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আমাদের পরিবারের সেই দুর্যোগের সময় তিনি আমাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা দিয়েছেন। জনাব করীম ছিলেন একাধারে নির্ভীক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন এবং স্থিতধী আমলা। বিগত ১৯৯৬ সালে শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মারক ডাক টিকেটের পাঁচ নম্বর সিরিজে আমার ভাই এর ছবিসহ দুই টাকা মূল্যের ডাক টিকেট প্রকাশিত হয়। আমি সে কথা জনাব মনযূর উল করীমকে জানাই। তিনি আল্লাহর নিকট শুকরিয়া প্রকাশ করলেন এবং আমাকে আপন অনুজ ভেবে প্রয়োজনীয় সদুপদেশ দিলেন।

আমি যখন বৃহত্তর যশোর জেলায় জেলা প্রশাসক, তিনি আমাকে মূল্যবান সহযোগিতা দিলেন। জেলা পর্যায়ের যৌথ সীমান্ত মিটিং করার ক্ষেত্রে। তিনি তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব। আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যৌথ সীমান্ত মিটিংয়ের জন্য পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে আমরা যশোরে আমন্ত্রণ জানাব এবং অধিকতর সৌহার্দ্য প্রকাশের জন্য তাদেরকে Spouse সহ আমন্ত্রণ করব। তিনি প্রথমে টেলিফোনে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেনঃ এরকম মিটিং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে সম্যক বুঝ পরামর্শ দিলেন এবং আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা জানালেন। অবশেষে আমার উপর আস্থা স্থাপন করে যৌথ সীমান্ত মিটিং এর অনুমোদন দিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এবং ১৯৭১ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত কোন সময়ই যশোরে যৌথ সীমান্ত মিটিং হয় নাই। কোন রেকর্ড দেখি নাই। যৌথ সীমান্ত মিটিং সবসময় কলিকাতায় হয়েছে।

অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রথম বারের মত যশোরে যৌথ সীমান্ত মিটিং হলো। ক্ষতিগ্রস্থ সীমানা নির্দেশক পিলারসমূহ মেরামত, সীমান্তের উভয় পার্শ্বে চোরাচালান বিরোধী অভিযান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মিটিংয়ে শ্রী মনীষ গুপ্ত আই এএস তখন ২৪ পরগণা জেলা শাসক ছিলেন। বুমানের বারাসত জেলা তখন ২৪ পরগণা জেলার অধিভুক্ত ছিল।

যশোরে যৌথ সীমান্ত মিটিংয়ের কয়েক মাস পরে আমাদের জন্য ফিরতি সীমান্ত মিটিং এর আমন্ত্রণ আসল; যেতে হবে কলিকাতা; Spouse দেরও দাওয়াত হলো। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই প্রস্তাব জানালে আমরা শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাভ করি। নির্দিষ্ট দিনে আমরা (DC, SP, BDR প্রতিনিধি) বেনাপোল পার হতেই বিপুল অর্ভ্যথনাসহ পেট্রাপোলে আমাদের রিসিভ করা হল। অতঃপর আমাদের নেওয়া হল কলিকাতা মহানগরীর গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে। পুলিশের আউট রাইডার যখন বাঁশি বাজিয়ে কলিকাতা শহরের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল আমি তখন বিব্রত বোধ করেছি। এজন্য যে আমরা শ্রী মনীষ গুপ্ত ও তাঁর টিমের জন্য এতদূর করি নাই। ভারতে জেলা প্রশাসনে এখনও পূর্বের ন্যায় Steel Frame তা আমরা মাঝে মাঝেই অনুভব করেছি। একদিকে গঙ্গাঁয় নৌবিহার, জেলা শাসকের বাংলোতে কলিকাতার বিদগ্ধ জনের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এগুলো ছিল বাহারি সজ্জা। অন্যদিকে যৌথ মিটিং হল পুরোপুরি প্রফেশনাল। মিটিংয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুতি ছিল ভাল। শ্রী মনীষ গুপ্ত

তার সহকারীদের উপর মাঝে মাঝে উষ্মা প্রকাশ করেছেন তাদের প্রস্তুতিতে তথ্য ঘাটতির জন্য। আমাদের তা নজর এড়ায়নি।

চাকুরী জীবনের অন্যতম সেরা এই অভিজ্ঞতা হতোই না, যদি জনাব মনযূর উল করীমের পরিবর্তে আর কোন দোষদর্শী, কীট অনুসন্ধানী, সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত আমলা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অধিষ্ঠিত থাকতেন। জেলা প্রশাসকের প্রস্তাব প্রসেস করতে করতেই হয়তো প্রস্তাবক বদলী হয়ে যেতে পারতো। এটাই ছিল স্বাভাবিক। আমরা যারা উভয় সীমান্ত মিটিংয়ে অংশ নিয়ে ছিলাম তাদের পক্ষ থেকে আমি প্রয়াত মহাপ্রাণ আমলা জনাব মনযূর উল করীমের উজ্জ্বল স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

এটুকু হল প্রারম্ভিকা। আমি লেখাটি প্রস্তুত করতে অনুরুদ্ধ হয়ে জনাব মনযূর উল করীমের বহুমাত্রিক বর্ণাঢ্য জীবনের তিনটি অংশের উপরে ফোকাস করব। একটি হলো তাঁর কবিতা ও গান, মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান এবং দেশীয় ও আন্তজার্তিক পর্যায়ে স্কাউটিংয়ে তাঁর নেতৃত্ব।

আমলাদের সাহিত্য চর্চা নিয়ে একধরনের মিশ্র ভাবনা বাংলাদেশে জাগরুক আছে। এই মিশ্র ভাবের প্রধান অংশ উদাসীন। যাঁরা বাংলা সাহিত্যের নামজাদা সমালোচক-মোহিতলাল মজুমদার থেকে শুরু করে, সজনীকান্ত হয়ে আব্দুল মান্নান সৈয়দ পর্যন্ত তাঁরা আমলাদের লেখনী সম্পর্কে লিখেছেন কম, নীরবতা পালন করেছেন বেশি। বাকী সমালোচকদের থেকে লক্ষ্যণীয় প্রাপ্তি হচ্ছে উদাসীনতা। ভাবটা এরকম যে, লোকপ্রিয় ভাবনায়, তোমরা আমলারা গাছেরটা খেয়ে, তলারটা কুড়িয়ে আছো বেশ তরতাজা -আবার সাহিত্য অঙ্গণে কেন বাতি জ্বালাতে আসো? বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রছাত্রীরাও আমলা হবার পরে, তাদের লেখালেখি প্রকাশিত হলে প্রকাশনা বাজারে কোন ঢেউ ওঠে না, আলোচনা সমালোচনা কমই হয়। এরকম আবহাওয়ার মধ্যেও বিষয়ভিত্তিক সিরিয়াস রচনা, বিশেষ প্রবন্ধ-সাহিত্য, গল্প ও কবি ভাল মূল্যায়ন লাভ করেছে। যেমন আকবর আলী খানের অর্থনীতি বিষয়ক রচনাবলী, কামাল সিদ্দিকী এবং হাসনাত আব্দুল হাইয়ের স্থানীয় প্রশাসন বিষয়ক রচনা, হাসনাত আব্দুল হাইয়ের উপন্যাস ও গল্প, কাজী ফজলুর রহমানের গল্প, মোফাজ্জল করিমের গল্প ও কবিতা এবং আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ও মনজুরে মওলার কবিবলী বেশ আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছে।

আমরা এ পর্যায়ে স্মরণ করতে পারি সাহিত্যের খাস আঙিনায়-উপন্যাস, বড়গল্প, ছোটগল্প, নাটক, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা ও কবিতা, ছড়া, আত্মজৈবনিক রচনা ইত্যাদি বিবেচনা নিলে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগপুরুষ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পেশায় ছিলেন একজন আমলা। তার হাতেই বাংলা উপন্যাস পরিণত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাণীর বরপুত্র অলোকসামান্য প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্রের সমপর্যায়ের সফলতা লাভ করা অপর কোন আমলা সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটেনি। মোটের উপর একথা বলা যাবে যে, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে আমলাদের সাহিত্যচর্চা ব্যাপকতা পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জনাব মনযূর উল করীম এর কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য।

তিনি প্রধান লিখেছেন কবি, গান, ছড়া ও প্রবন্ধ। তাঁর কবির ধরণ, রূপকল্প ও অভিজ্ঞান ষাট দশকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। গর্জনশীল ষাট বা Roaring Sixties এর কবির প্রধান অনুষজ্ঞ ছিল অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষকে গভীরতা প্রদান, জাতীয় চেতনার বিপুল বিকাশ এবং জীবন ও সংস্কৃতির নানাক্ষেত্রে তার মজবুত প্রক্ষেপ।

জনাব মনযূর উল করীম এর কবি পুস্তকের তালিকায় ১২টি কাব্যগ্রন্থের পরিচয় পাচ্ছি। এই বইগুলি যথাক্রমে প্রেক্ষাপট ভিন্নতর, শীতল দুপুর, মেঘের অশ্রু, যে দেশে বৃষ্টি কথা বলে, ভেনেটি ব্যাগে ভালবাসা, আমাকে একটু সময় দিতে হবে, পৃথিবীতে দ্বীপান্তর, চিত্রিত নিঃসর্গ, আমি কিছু বলতে চাই, নির্বাচিত কবিতা, নেপথ্যে উচ্চারণ এবং ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত প্রার্থনায় মগ্ন হতে চাই। শেষ বইটির প্রকাশক কবি নুরুল্লাহ মাসুম জানাচ্ছেন যে, এইটি জনাব মনযূর উল করীম এর সর্বশেষ কবি পুস্তক। তাঁর কবিতা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন কবি জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ -তাঁর ডক্টরাল থিসিসে-যা ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত (দ্রঃ বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা ও সৃষ্টি-প্রথম খন্ড, আলপনা প্রকাশনী, ২০১২, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, ওঝইঘ ৯৮৪-৮২৭৮-৭৫-৩]

জনাব মনযূর করীমের গ্রন্থ সংখ্যা ২২টি বলে জানাচ্ছেন তাঁর পুত্র মোনাজজির শাহমাত মুন। আমি সম্পূর্ণ তালিকা কোথাও দেখি নাই। তিনি ছদ্মনামে কবিতা লিখেছেন, সে নামটি হল ইমরান নূর। জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ তাঁকে ''প্রতিশ্রুত নান্দনিকতার কবি'' বলে অভিহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কবি রচনায় ''নন্দনাত্ত্বিক দাবিসমূহ পুরণে যথেষ্ট সচেতনার'' কারণে ইমরান নূর ''খ্যাতিমান অগ্রজ কবিদের উচ্চারিত উপমা, অলংকারের পুনরাবৃত্তি'' এড়িয়ে যান এবং ''স্বকীয় এক জগত নির্মাণে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন''। স্কাউটিংয়ের প্রতিজ্ঞা ও সাতনীতি ধারণ করেছিলেন তিনি তাঁর প্রাণ, মন ও দেহে। কবিতায় তার প্রকাশ দেখি-সুন্দর পৃথিবীর সৃজন ও পোষণের জন্য লিখেছেন-

''জীবনকে সত্য জেনে জীবনকে
ভালবেসে নিও
মানুষকে কাছে এনে অন্তরের
ভালবাসা দিও

.....
.....
''পরবাসী হোক সে আপন
নিজ ক্রোড়ে তুলে নাও ঠাঁই যারা করে
অন্বেষণ;
জীবনের ব্রত হোক, 'অন্যকে ঢেলে
দেব প্রাণ'।''

কবি বিষ্ণু দে সম্পর্কে অন্নদাশংকর রায় লিখেছেনঃ

''কবি নেই, কবি আছে। কবিরা থাকে
না।
তাঁদের কবিতাই থেকে যায়।''

কবি মনযূর উল করীমের রচনা প্রসঙ্গে এই Observation স্মরণ করছি।

জনাব মনযূর উল করীমের গদ্য লেখা কম। আমি তবু বিবেচনা করি যে, তাঁর গদ্য লেখার উৎকর্ষ পদ্য লেখার চাইতে বেশি। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য বই শিলালিপি একাত্তর, তপু প্রকাশনী থেকে ১৯৯৫ এ প্রকাশিত [ISBN-৯৮৪-৮১৪৪-১৫-৩] এই বই পরে একাত্তরের শিলালিপি নামে প্রকাশিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নোয়াখালি ও বগুড়া জেলার জেলা প্রশাসক ছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধি ও কৌশলে তিনি দুটি জেলা সামলেছেন। বগুড়ায় বিহারী কবলিত শান্তি কমিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। এমন পর্যায়ে এই পরিবর্তন যে তা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে গিয়েছে। দুই জেলাতেই মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের ভূমিকায় অনবদ্য অবদান রেখেছেন। সম্মুখ

যুদ্ধকে যারা ব্যাপকভাবে জাগরুক করে রেখেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সুযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাদের নিরাপত্তা বিধান করে, রসদ সরবরাহ ও চিকিৎসা সেবার যোগান দিয়েছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের ন্যায্য মূল্যায়ন হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধের ক্রেডিট নেওয়ার জন্য কিছু মানুষ নানা রকম উদ্যোগ নিয়েছেন এবং পরিণামে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা বারংবার সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু রাজাকারের তালিকা প্রকাশিত হয় নাই। যাহোক একাত্তরের শিলালিপির বইটির উপর ভিত্তি করে কোনদিন যোগ্য কোন পরিচালক নোয়াখালি ও বগুড়ায় যুদ্ধকালীন সময়ের সত্যনিষ্ঠ বিবরণের চলচ্চিত্র নির্মাণের উপকরণ পেয়ে যাবেন। জনাব মনযূর উল করীম বেঁচে থাকলে আমি তাঁকেই চিত্রনাট্য লিখতে সবিনয় অনুরোধ জানাতাম। আমি এখন আমলা হিসেবে তাঁর অন্যান্য কাজের সামান্য ইংগিত মাত্র দিয়ে অসামান্য এই ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র এই আলেখ্য শেষ করব।

জনাব মনযূর উল করীমের লেখা গানের কোন সংকলন আমি দেখিনি, যদিও প্রায় প্রত্যেক স্কাউট ইভেন্টের জন্য তিনি গান লিখেছেন। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানগুলিতে যেসব স্মরণিকা ছাপা হয়েছিল সেগুলো থেকে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট মানের গান উদ্ধার করা সম্ভব। বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক পত্রিকা অগ্রদূতেও ছাপা হয়েছে তাঁর গান। গানের একটি সংকলন প্রকাশ করা সমীচীন বোধ করি। মাসিক অগ্রদূত পত্রিকাটি এই উদ্যোগ নিতে পারে।

একজন ব্যস্ত আমলার কাজের ফাঁক ফোঁকর থেকেই তিনি প্রচুর অবদান রেখেছেন বাংলাদেশে ফিল্ড হকির উন্নয়নে। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। প্রথম যৌবনে হকি খেলতেন। সিভিল সার্ভিস একাডেমীতে ভাল ঘোড়সওয়ার ছিলেন। তিনি সাঁতার ফেডারেশন এবং চ্যানেল ফেডারেশনেরও সভাপতি ছিলেন। বস্তুত শ্রীগীতায় বর্ণিত কর্মযোগ ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান। নিরন্তর ছুটে চলেছেন, ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে, এবং বহুধা কর্ম সম্পাদনে যেখানে তাঁর আনন্দ। তিনি ছিলেন সাত্ত্বিক কর্মবীর। গীতা বলেন. ''কর্মকর্তা ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্বক, রাগদ্বেষ বর্জিত হইয়া অনাসক্তভাবে অবশ্য কর্তব্যরূপে বিহীত যে কর্ম করেন তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।'' [শ্লোক নং-২৩, মোক্ষযোগ, পৃ-৪৪০, শ্রীগীতা-শ্রীজগদীশ চন্দ্রঘোষ অনুদিত-প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী-২০০৬, কলকাতা, ৩৩ তম সংস্করণ]

জাতিসংঘের একজন খ্যাতনাম সেক্রেটারী জেনারেল আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভেন্ট Dag HammarSkjold লিখেছেনঃ ''Life only demands from you the strength you possess. Only one feat is possible-not to have run away.'' জনাব মনযূর উল করীম তাঁর কর্মজীবনে এই দর্শন পালন করেছেন এবং সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

চাকুরীর ক্ষেত্রে আমি সরাসরি তাঁর অধীনে কাজ করিনি; তবুও স্কাউটিংয়ের সুবাদে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। স্কাউটিংয়ে তিনি আমাকে প্রথমেই আন্তর্জাতিক স্কাউটিংয়ে জাতীয় উপ-কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেন। ক্রমে আমি জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) হিসেবে পদোন্নতি পাই। আমি জাতীয় কমিশনার সমাজ উন্নয়ন ডেস্কে কাজ করার সময় এক পর্যায়ে বাংলাদেশ অষ্ট্রেলিয়ান শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্পের (BACH) দায়িত্ব লাভ করি। আমাকে এ দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করেন তখনকার আন্তর্জাতিক কমিশনার মরহুম মোঃ ফয়জুর রাজ্জাক। অষ্ট্রেলিয়ান রোভার ও রেঞ্জারদের একটি করে দল একাধিক্রমে দশ বছর যাবত বাংলাদেশের রোভার ও রেঞ্জারদের সাথে পঁচিশটি গ্রামে কাজ করেছে।

বাক প্রকল্পের এক পর্যায়ে আমরা মুন্সিগঞ্জ জেলার বাড়ইখালি ইউনিয়নে সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করলাম। প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসাবে তিনি এই কাজ মনিটরিং করতে বাড়ইখালিতে ছিলেন। এই গ্রামেই তাঁর পৈতৃক ভদ্রাসন। তিনি জয়পুরহাটে জেলা স্কাউট ভবনের শুভ উদ্বোধন করলেন। আমরা উন্মুক্ত আকাশ তলে সবুজ মাঠে গোল হয়ে বসে ব্যতিক্রমী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করলাম।

স্কাউটিংয়ে তিনি দীর্ঘতম সময় ধরে তাঁর সেরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসাবে ২২ বছর, সভাপতি হিসেবে চার বছর এবং উপদেষ্টা হিসেবে আমৃত্যু।

তাঁর নেতৃত্বে কয়েকটি আন্তর্জাতিক স্কাউট কনফারেন্সে আমি যোগ দিয়েছি [সিঙ্গাপুর, হংকং, মেলবোর্ন, ডারবান ও বেঙ্গালুরু] এবং অমূল্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সাপোর্ট স্টাফ হিসাবে আমাদের কাজের নির্মোহ মূল্যায়ন করতেন তিনি।

তিনি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ২৪টি দেশের আঞ্চলিক স্কাউট প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত চেয়ারম্যান হয়েছিলেন, বাংলাদেশ থেকে তিনিই প্রথম। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কোরিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশের স্কাউট নেতৃবৃন্দ তাঁকে ''মানযূর ভাই'' বলে অভ্যর্থনা করেছেন এবং তাঁকে প্রচুর ইজ্জত দিয়েছেন। বিশ্ব স্কাউটের প্রধান ব্যক্তিবর্গ জ্যাক মরিয়োঁ প্রমুখ জেনেভাতে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং বাংলাদেশে যখন আসতেন, জনাব মনযূর উল করীমকে বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম বিশ্ব স্কাউটিং এ সর্বোচ্চ সম্মান Bronze Wolf অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন।

কর্মজীবনে তাঁর বহুবিধ উজ্জ্বলতায় ভাস্বর অর্জনের পেছনে তাঁর মেধা, নিপুণ কর্মযোগ ছাড়াও সহায় হয়েছে আল্লাহ তায়ালার অসীম করুণা। তাঁর ব্যাচমেট কুমিল্লার জেলা প্রশাসককে যুদ্ধবাজ পাকিস্তানীরা হত্যা করেছে শহীদ সামসুল ইসলাম খান তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁকে হত্যার আয়োজন আল্লাহর অনুগ্রহে ভেস্তে যায়। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন পারিবারিক শান্তির দ্বারা আবৃত ছিলেন; তাই এজন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধ কালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী জেলা প্রশাসন অনবদ্য সাহস ও কৌশলের দ্বারা সামলেছেন।

সার্থক তাঁর পুরুষার্থ-''যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না, যিনি সকলের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন ও দয়াবান, যিনি সমত্ববুদ্ধি ও অহংকার বর্জিত, যিনি সুখে ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, সদাসন্তুষ্ট, সমাহিত চিত্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ় বিশ্বাসী....'' এমন ব্যক্তিত্বের সাথে স্কাউটিংয়ে দীর্ঘদিন কাজ করার সুযোগ লাভ করেছি এজন্য শ্রদ্ধা বোধ করি।

তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ স্কাউট সালাম।

লেখকঃ সাবেক প্রধান জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

মনযূর উল করীম স্কাউটের সাথী

–মোঃ আনোয়ারুল আলম

মনযূর উল করীম এবং আমি সমসাময়িক ও সমবয়সী। মনযূর উল করীমের জন্ম ১৯৩৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি আর আমার ১৯৩৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি।

দীর্ঘজীবনেও একে অপরকে চিনতাম না। মনযূর উল করীম লেখাপড়া শুরু করেন ঢাকা আরমানীটোলা স্কুলে। আমি প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে মালদা জেলায় পরবর্তীতে রাজশাহী জেলার কলিজিয়েট স্কুলে। এমনকি আমরা একে অপরের নামও জানতাম না। আমাদের উভয়ের নামের পরিচয় হলো ১৯৫২ সালে রেডিও পাকিস্তানে একটা ঘোষণার মাধ্যমে। ১৯৫২ সালে মার্চ/এপ্রিল মাসের দিকে। পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মনযূর উল করীম পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেন (1st) হন। সারা পূর্ব পাকিস্তানে যখন অধিকাংশ স্কুলে আনন্দিত, উৎফুল্ল, বিশেষ করে আরমানীটোলা স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক তখন আমার উৎসব ছিলনা। কারণ আমি মনযূর উল করীমকে চিনতাম না।

এরপর রেডিওতে আরেকটি ঘোষণা আসে যে আমি রাজশাহী কলিজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন B কোর্স এ (Matriculation B-Course) প্রথম হয়েছি (1st) আমার মন ভরে গেল। বাবা, মা মিষ্টি মুখ করালেন। রাজশাহী কলিজিয়েট স্কুলের ছাত্র শিক্ষক সবাই উৎফুল্ল।

Matriculation B-Course এর ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন মনে করি। পূর্ব পাকিস্তানে ১০/১২টি স্কুলে B-Cours চালু ছিল। যাদের ভবিষ্যৎ এ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা ছিল তারাই এই কোর্স নিয়ে পড়তো। সর্বমোট হয়ত সারা পূর্ব পাকিস্তানে হাজার খানেক ছাত্র লেখাপড়া করতো। সুতরাং এই ১০০০ ছাত্রের মধ্যে B-Cours এ প্রথম হয়েছিলাম। সুতরাং মনযূর উল করীম প্রথম হওয়া এবং আমার প্রথম হওয়ার তুলনা করা সঠিক হবেনা।

আমার স্কাউট জীবনের কথা-১৯৮০ সালে প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে মনযূর উল করীম দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পরেই তিনি আমাকে জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) নিয়োগ দেন। স্কাউট ভবনের জমি অধিগ্রহণ করা ছিল এবং সেখানে স্কাউট ভবনের বহুতলা ভবন নির্মাণ শুরু করার নির্দেশ দেন। আমি তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ শুরু করি এবং উভয়ের প্রচেষ্টায় স্কাউট ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

মরহুম মনযূর উল করীম এর প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

সাল বা তারিখ	কার্যক্রম/অবদান
১৯৭৭	জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) হিসেবে দায়িত্ব পালন
৫ম, ১৯৮০	পরবর্তী জাতীয় কাউন্সিল সভার আগ পর্যন্ত প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি দায়িত্ব প্রদান করেন।
১৯৮০-৮২	মেলবোর্ন নিউজিল্যান্ড ১২তম এপিআর স্কাউট কনফারেন্স এপিআর কমিটির সভাপতি নির্বাচিত।
১৯৮২-৮৪	তাইওয়ানে ১৩তম এপিআর স্কাউট কনফারেন্সে এপিআর স্কাউট কমিটির সভাপতি। নির্বাচিত ।
১৯৮০-১৯৮১	২য় ন্যাশনাল ও ৫ম এশিয়া-প্যাসিফিক জাম্বুরী বাস্তবায়ন
১৯৮১	এয়ার অঞ্চল গঠনের অনুমোদন, স্বনির্ভর গ্রাম প্রকল্প চালু
১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১	প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য ৯ম জাতীয় কাউন্সিল সভা । সুপারিশ করেন

সাল বা তারিখ	কার্যক্রম/অবদান
১৯৮২	প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভদের জন্য সার্ভিস রুল তৈরি
১৯৮৩	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র অর্জন
২৭-৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮৩	২য় জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী মৌচাকে বাস্তবায়ন করা হয়। কাব ক্যাম্পুরীর উদ্বোধন করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট।
১-১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪	এশিয়া-প্যাসিফিক পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক সেমিনার ওয়ার্কশপ আয়োজন।
২০-২৫ জানুয়ারি ১৯৮৫	৪র্থ জাতীয় রোভার মুট বাস্তবায়ন
১৯৮৫	সৌদি আরবে হাজীদের সেবাদানে রোভার স্কাউট প্রেরণ
১৯৮৬	৩য় জাতীয় জাম্বুরী বাস্তবায়ন
১৯৮৭-১৯৯০ মেয়াদে	বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন
ডি ২৯, ১৯৮৮- জা ২ ১৯৮৯	৫ম জাতীয় রোভার মুট বাস্তবায়ন
১৯৮৮	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ত্রাণ তহবিল গঠন
১৯৮৯-১৯৯০	৪র্থ জাতীয় জাম্বুরী বাস্তবায়ন
১৯৯০	বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ব্রোঞ্জ উলফ অর্জন
১৯৯১	৩য় বাংলাদেশ জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী বাস্তবায়ন
১৯৯১	দেশের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোশ্বাসে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা
১৯৯৫	বরগুনার তামাতু-তে ২য় এপিআর কমডেকা বাস্তবায়ন করেন
১৯৯৫	বরিশাল অঞ্চলিক স্কাউট গঠন
১৯৯৫	স্কাউটিং সম্প্রসারণে কাব স্কাউটিং প্রকল্প অনুমোদন/প্রমোশন অব স্কাউটিং প্রকল্প অনুমোদন
১৯৯৬	চট্টগ্রাম অঞ্চলিক স্কাউট ও সিলেট অঞ্চলিক স্কাউট গঠন
১৯৯৭	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন
১৯৯৭	সিলেটের লাক্কাতুরায় ৭ম বাংলাদেশ/৯ম এপিআর রোভার মুট বাস্তবায়ন
১৯৯৮	এপিআর ডিসটিংগুইসড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড অর্জন
১৯৯৮	এপিআর কর্তৃক পোয়েটস প্রকল্প অনুমোদন
১৯৯৮	বাংলাদেশ-জাপান যৌথ ওআরটি প্রকল্প গ্রহণ
১৯৯৮	দীর্ঘ স্থায়ী বন্যায় স্যালাইন তৈরিসহ ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা
১৯৯৯	৬ষ্ঠ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী বাস্তবায়ন
২০০০	৫ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী বাস্তবায়ন
২০০০	বাংলাদেশ স্কাউটের সভাপতি নির্বাচিত হন।

* ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড সিলভার এলিফ্যান্ট অর্জন

* তাঁর সময়ে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাকে ১০ একর জমি অধিগ্রহণ বর্তমান সেশন হল, ক্যাফেটেরিয়া, মহিলা ডরমেটরী, দোয়েল কটেজ ও ট্রেনিং কমপেক্স নির্মাণ করা হয়।

World Scout Conference:
প্রধান জাতীয় কমিশনার মনযুর উল করীমের নেতৃত্বে নিম্নলিখিত দেশে আমি Conference এ যোগ দেই।
(১) প্যারিস-ফ্রান্স
(২) Detroit-USA
(৩) মিউনিক-West Garmany
প্রত্যেকটি Conference এ আমরা অবদান রাখি।

লেখক: সাবেক জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

কেউ ভোলে কেউ ভোলে না

-আফজাল হোসেন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তন প্রধান জাতীয় কমিশনার, সভাপতি ও উপদেষ্টা মরহুম মনযূর উল করীম ঢাকার বিখ্যাত সরকারি আরমানিটোলা হাই স্কুলে লেখা পড়া করেন। স্কুলটি ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুল থেকে লেখা পড়া করে পাকিস্তান আমলে অনেক সিএসপি, বিচারপতি/প্রধান বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/ভাইস চ্যান্সেলর, মন্ত্রী, শিক্ষাবিদ, সামরিক কর্মকর্তা এবং বিখ্যাত খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

সিএসপিঃ জনাব মনযূর উল করীম, জনাব খালেদ শামস, জনাব মহিউদ্দিন খান আলমগীর, জনাব ইনামুল হক, জনাব এজাজুল হক, জনাব ফায়জুর রাজ্জাকসহ আরো অনেকে পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সামরিক কর্মকর্তাঃ লেঃ জেনারেল মীর শওকত আলী, বীর উত্তম, মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর, বীর উত্তম, এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ, বীর উত্তম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহসিন উদ্দিন আহমেদ, বীর উত্তম, মেজর মেহেদী আলী ইমাম, বীর বিক্রম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি একটা সরকারি স্কুল থেকে এ বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য ৪জন বীর উত্তম ও ১জন বীর বিক্রম এবং এত সিএসপি অফিসারও বিরল ব্যাপার। এখানে একটা কথা না বললেই নয়, মরহুম মনযূর উল করীমকে সিনিয়রগণও যথেষ্ট কদর ও সম্মান করতেন।

পাকিস্তান আমলে তখন পূর্ব বাংলায় একটিমাত্র শিক্ষা বোর্ড ছিল। এই বোর্ডের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের সকল ছাত্র/ছাত্রী মেট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতো। মরহুম মনযূর উল করীম স্যার ১৯৫২ সালে সারা পুর্ব পাকিস্তানের মেট্রিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি লেখা পড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১ম বিভাগে হকি ও ফুটবল খেলতেন। ঢাকার বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া ও ওয়ারী ক্লাবের খেলোয়াড় ছিলেন। তাছাড়া তিনি খেলাধুলার সংগঠক ছিলেন। দীর্ঘকাল হকি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন, সুইমিং ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ও চ্যানেল ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ব্যাডমিন্টনসহ আরো কিছু ফেডারেশনের চেয়ারস্যান হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর হাত দিয়ে অনেক খেলোয়াড় তৈরি হয়েছে এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক খেলোয়াড় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমিও এই স্কুলের নগন্য ছাত্র ছিলাম। আমাদের অহংকার ছিল কৃতি ছাত্র ড. মাহফুজুল হক ১৯৪৬ সালে এবং জনাব মনযূর উল করীম ১৯৫২ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন।

মরহুম মনযূর উল করীম স্যার ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সিএসএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পিএসপি অফিসার হিসেবে সারদা পুলিশ একাডেমীতে দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করেন। সারদায় প্রশিক্ষণ চলাকালীন পুনরায় তিনি কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৯৬২ সালে সিএসপি হন। লাহোরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সহকারী কমিশনার পদে পদায়ন এর মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলায় চাকুরী শুরু করেন। ময়মনসিংহ জেলার তখনকার জেলা প্রশাসক ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রথম জাতীয় কমিশনার আমাদের প্রথম নেতা জনাব পিএ নাজির। ময়মনসিংহ জেলা থেকে মহাকুমা প্রশাসক হিসেবে বাগেরহাট-এ যোগদান করেন। পরে দিনাজপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এবং পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপ সচিব হিসেবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুথান শুরু হয়। ১৯৭০ সালে মরহুম মনযূর উল করীম স্যার নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পান।

এরই মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন দানা বাধতে থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহায়তা করেন। সরকার ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে মনযূর উল করীম স্যারকে নোয়াখালী থেকে বগুড়া জেলা প্রশাসক হিসেবে বদলী করেন। এই সময়ে স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের আন্দোলন চরমে। মরহুম মনযূর উল করীম স্যার নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামীলীগ নেতা আবদুল মালেক উকিল মরহুম মনযূর উল করীম স্যারকে পুনরায় নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক হিসেবে বদলী করিয়ে নেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকার পৌর প্রশাসক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত

হন। প্রথমে যুগ্মসচিব হিসেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে, খুলনা বিভাগের কমিশনার এবং পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক) এর দায়িত্ব পালনকালে দেশে সামরিক শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। মরহুম মনযূর উল করীম স্যার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক) হিসেবে অনেক রাজনৈতিক নেতা, সাধারণ মানুষ, সরকারি কর্মকর্তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেককে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাদের মধ্যে এখনো অনেকে বেঁচে আছেন তারা মরহুম মনযূর উল করীম স্যার এর সে সময়কার উপকারের কথা স্মরণ করেন। পরবর্তীতে সরকার বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। এরই মধ্যে আমাদের প্রধান জাতীয় কমিশনার শামস ভাইয়ের অনুরোধে বাংলাদেশ স্কাউটসের সাথে যুক্ত হন। তিনি প্রথম জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নযন) হিসেবে দায়িত্ব পান। ওই সময়ে ইন্দোনেশিয়া স্কাউট সমাজ উন্নয়নে সারা বিশ্বে বেশ সুনামের সাথে কাজ করছিল। তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মরহুম মনযূর উল করীম স্যারকে জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) হিসেবে ইন্দোনেশিয়ায় একটি সমাজ উন্নয়ন প্রোগ্রামে প্রেরণ করেন। মরহুম মনযূর উল করীম স্যারের নেতৃত্বে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সমাজ উন্নয়ন সেমিনার বাংলাদেশের গাজীপুরের BRRI-তে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ বিমান বহরে তাঁর আমলে ডিসি-১০ যুক্ত হয় এবং বাংলাদেশ বিমান লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং নির্বাচন কমিশনে ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়। এরপর সিভিল এভিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব দায়িত্ব পালনকালে সচিব হিসেবে পদোন্নতি পান এবং প্রায় ৩ বছর ৬ মাস অত্যন্ত সুনামের সাথে স্বাস্থ্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পর রেল সচিব, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সর্বশেষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর থেকে মরহুম মনযূর উল করীম স্যার আরও সময় দিয়ে স্কাউটের কাজ আন্তরিকতা ও দক্ষতায় করতে থাকেন। তাঁর সুনাম এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল ও বিশ্ব স্কাউট সংস্থায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। মরহুম মনযূর উল করীম বিশ্ব স্কাউট সংস্থার এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সভাপতি হিসেবে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "ব্রোঞ্জ উলফ", ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "সিলভার এলিফ্যান্ট" এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ব্যাঘ্র" লাভ করেন। এছাড়াও আরো অনেক দেশের সম্মাননায় তিনি ভূষিত হন।

তাঁর কারণে বাংলাদেশ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল ও বিশ্ব স্কাউট সংস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুনাম অর্জন করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি মানুষের উপকারের দ্বার খুলে রাখতেন। মানুষের উপকার করে তিনি আনন্দ পেতেন। বিশেষ করে সারা দেশের স্কাউটদের উপকার করতে সর্বদা চেষ্টা করতেন। চাকুরী, স্কুল কলেজে ভর্তি সর্বক্ষেত্রে তিনি সহায়তা করতেন। তাঁর সাথে দেখা করার জন্য টেলিফোন করে চলে গেলেই দেখা করতে পারতেন।

মরহুম মনযূর উল করীম স্যার সার্বজনীন এক স্কাউট নেতা ছিলেন। তাঁর কাছে সবাই সরাসরি যেতে পারতেন, কথা বলতে পারতেন। তিনি সকলের কথার গুরুত্ব দিতেন এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন। মেট্রিক পরীক্ষায় বোর্ডে প্রথম হওয়ায় ভাল ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি শিক্ষক, প্রকৌশলী, শিল্পী, খেলোয়াড় ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে তাঁর সখ্যতা ছিল। যে কোন কাজে তিনি মানুষকে সাহায্য করতেন। বিশেষ করে স্কাউট মহলে তাঁর সান্নিধ্য সবাই পেতেন। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সবার কাজ করে দিতেন। তিনি কখনো বিরক্ত হতেন না। ল্যান্ড টেলিফোনে কথা বললে সাথে সাথেই উত্তর দিতেন ও সাহায্য করতেন। তিনি একজন কবি ছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম কবি ইমরান নূর। তাঁর অনেক কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে।

আফজাল, আলম বা মাসুদের কথা বলার যেমন এখতিয়ার ছিল তেমনি আজাদ, রফিক ও মুরাদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। রংপুরের পেয়ারা ভাই, চুয়াডাঙ্গার স্কাউট নেতা রেফায়েতউল্লাহ্, পিরোজপুরের শাহ আলম গাজী ভাই, চট্রগ্রামের জাহাঙ্গীর চৌধুরী বা যশোরের এস আর রাহুত, ঢাকার মনির হোসেন ও ননীদা, কিশোরগঞ্জের স্কাউট নেতা রমজান আলী, রাজশাহীর অ্যাডভোকেট মহসিন ভাই ও রোভার অঞ্চলের মাহবুব আলমসহ অনেকে সরাসরি কথা বলতে পারতেন। প্রফেশনাল স্টাফদের যেমন আজিজ ভাই, ওহাব ভাই, সামিউল ভাই, শিকদার সাহেব, আমিনূর রহমান খান, কানাই দা, মমতাজ ভাই এমনকি পিয়ন নিজাম উদ্দীন কথা বলতে পারতেন। তাই প্রতিরোধ সম্পাদক ও প্রশাসক আরেফিন বাদল এবং জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ সহকারী সম্পাদকদ্বয়কে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তাদের প্রতিভার কদর করতেন। তাদের প্রথম জন লেখক ও সম্পাদক এবং দ্বিতীয় জন কবি। তিনি নিজে কবি হওয়ায় তাদের প্রতি তার ছিল গভীর আন্তরিকতা। তারাও স্যারকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন সার্বজনীন নেতা। তিনি ছিলেন কারও মনযূর উল করীম, কারও কাছে খোকা বা আমাদের ছিলেন (CHIEF)।

শামস ভাই মারা যাওয়ার পর ২৮ এপ্রিল ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ২০ বছর আর কেউ মনযূর উল করীম স্যার এর মত দীর্ঘ সময় প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নাই বা ভবিষ্যতে কেউ করতে পারবেন না। বাংলাদেশ স্কাউটসের ১৯৭২ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৬জন প্রধান নেতা হয়েছেন। প্রথম নেতা মরহুম পিয়ার আলী নাজির, আমরা সবাই নাজির ভাই বলে ডাকতাম। দ্বিতীয় নেতা মরহুম নূরুলিসলাম শামস ছিলেন আমাদের শামস ভাই। তৃতীয় নেতা মরহুম মনযূর উল করীম ছিলেন আমাদের (CHIEF)।

চীফ আপনি যেখানে আছেন বা থাকেন আপনি ভাল থাকবেন, আপনি পৃথিবীতে যতদিন বেচে ছিলেন, আপনি হাজার হাজার মানুষকে উপকার করে ছিলেন। আপনি মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

আপনার রুহের মাগফিরাত কামনা করি। আমিন।

লেখক: **প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার**
বাংলাদেশ স্কাউটস।

একজন ভালো মানুষের কথা বলছি

-মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান

মনযূর উল করীম, স্কাউটিং জগতে সাম্প্রতিক সময়ের এক অনন্য নাম। যিনি সত্তুর দশকের শেষের দিক থেকে স্কাউটিং এর নেতৃত্ব দিয়ে দেশ ও বিদেশে স্কাউটিংকে ছড়িয়ে দিয়ে সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে তৎকালিন প্রধান জাতীয় কমিশনার মরহুম নুরুলিসলাম শামসের অনুপ্রেরণায় জনাব করীম জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) পদে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে তাঁর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে গাজীপুরের বিরি'তে সমাজ উন্নয়নের উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ ওয়ার্কশপে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন) জনাব আবদুল্লাহ স্যার এপিআর এর আঞ্চলিক পরিচালক জনাব সিলভেসটারসহ বেশ কয়েকজন বিদেশী স্কাউট লিডার অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিদেশী মেহমানগণ "বাহাদুরপুর গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প" ও মানিকগঞ্জের "দশচিড়া গ্রাম উন্নয় প্রকল্প" এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। জনাব করিম সেই সেমিনারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে জনাব শামসের আকস্মিক মৃত্যুর পর জনাব মনযূর উল করীম প্রধান জাতীয় কমিশনার এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বে বিশ্ব স্কাউটিং এ বাংলাদেশ স্কাউটস সমাজ উন্নয়নে পরিচিতি লাভ করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশে Bangladesh Astralia Child Health Project (BACH) শুরু হয়। ফলে সারা দেশের স্কাউটিং শিশু স্বাস্থ্যসহ, স্যানিটেশন, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব লাভ করে এবং কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস বিশ্ব স্কাউটিং এর সমাজ উন্নয়নের একটি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

একজন মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে মানুষের যে বিশেষ গুনাবলী থাকা প্রয়োজন জনাব করীমের জীবনে, আচরণে, ব্যবহারে ও মেলা-মেশায় সে গুনাবলী দেখা গেছে। তিনি একদিকে যেমন মেধাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন এবং সকল শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে মেট্রিকুলেশন পরিক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন ঠিক তেমনি তিনি ছিলেন একজন দক্ষ খেলোয়ার। স্কুল জীবনে ফুটবল খেলায় তাঁর বেশ সুনাম ছিল। সরকারি চাকুরীর একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি ছিলেন সৎ, একনিষ্ঠ, কর্তব্য পরায়ন বিচক্ষণ কর্মকর্তা। যে কোন বিষয়ে তিনি তড়িৎ ও তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নিতেন। কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই সুপরিচিত। কবি হিসেবে তাঁর নাম ছিল 'কবি ইমরান নূর'। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকায় ১৯৮৭ সনে আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের তৎকালীন সেক্রেটারী জনাব আফজাল হোসেন এর নেতৃত্বে রোভার স্কাউটরা সেই উৎসব আয়োজন ও কার্যক্রম পরিচালনায় সক্রিয় সহায়তা প্রদান করেন। তিনি ছিলেন একজন মিষ্টভাষী ব্যক্তি ও সদয়। তাঁর সদয়ের মহানুভূবতা দেখে আমি প্রায়শই বলতাম, "এত বড় মাপের মানুষ, এত হৃদয়বান আমি কমই দেখেছি"। স্কাউটের যে কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে কোন কাজ বা অনুরোধ নিয়ে গেছেন, আমার জানামতে সবাইকে তিনি সাহায্য ও সহায়তা প্রদানের চেস্টা করেছেন। আমার নিজের দু'একটি ঘটনা এখানে উপস্থাপন করার চেষ্ঠা করছি।

আমার আব্বা অসুস্থ। তাঁর পিজি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রয়োজন। তখন ঢাকায় আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব চলছে। আমি ঢাকা জেলা রোভারের সম্পাদক হিসেবে রোভারদের নিয়ে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে দায়িত্ব পালন করছিলাম। মনযূর-উল-করীম স্যার তখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিদের অর্ভ্যথনা জানানোর জন্য মূল ফটকে অপেক্ষা করছিলেন। সেই সুযোগে আমি স্যারকে আমার আব্বার অসুস্থতা ও পিজি হাসপাতালে ভর্তির কথা বললাম। সেই সময় তিনি স্বাস্থ্য সচিবের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর পাশে দাড়াতে বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যে পিজির পরিচালক প্রফেসর নুরুল ইসলাম অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হলেই স্যার তাঁর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার বাবার ভর্তির বিষয়টি দেখার জন্য বললেন। বিষয়টি ২/১ মিনিটেই সম্পন্ন হল। পরবর্তীতে হাসপাতালে যোগাযোগ করে বাবাকে ভর্তি করা হ'ল। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ নয়। যে শল্য চিকিৎসকের

অধীনে আব্বা ভর্তি হয়েছিলেন তাঁকে কর্তৃপক্ষ অন্যত্র বদলী করায় আব্বাকে যে ডাক্তারের অধীনে ট্রান্সফার করা হয়েছিল, আব্বা তাঁর অধীনে ভর্তি হবেন না বলে আমাকে জানালেন এবং অন্য এক ডাক্তারের অধীনে ভর্তি হবেন আর না হয় অপারেশন করাবেন না বললেন। আমি সে সময় খুবই সমস্যায় পড়ে গেলাম। অনন্যোপায় হয়ে আমি আবারও মনযূর উল করীম স্যারের মিন্টু রোডের বাসায় গেলাম। বিষয়টি তাঁর নিকট বলাতে তিনি একটু চিন্তিত হলেন এবং আমাকে বললেন তোমার আব্বা যে ডাক্তারের অধীনে ভর্তি হতে চাচ্ছেন তিনি আমার বন্ধু বটে কিন্তু অত্যন্ত নীতিবান ঠিক আছে আমি চেষ্টা করে দেখব। পরবর্তীতে স্যার বিষয়টি সমাধান করে দিয়েছিলেন কিন্তু এ জন্য ঐ ডাক্তারেরও একটি পেন্ডিং বিষয়েও স্যারকে সমাধান করতে হয়েছে। স্যারের এই মহানুভবতা আজও স্যারের প্রতি আমাকে ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছে।

আরেকটি ঘটনা স্মরণ করছি, যা শুনলে আপনার হৃদয়কে সত্যিই স্পর্শ করবে। আমি তখন ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করছি এবং একই সাথে ঢাকা জেলা রোভার স্কাউটস এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। ১৯৮৫ সালে সরকারি তিতুমীর কলেজ থেকে বদলী হয়ে মাত্র ঢাকা কলেজে যোগ দিয়েছি, তার কিছুদিন পর হঠাৎ করে আমাকে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে বদলীর আদেশ দেয়া হ'ল। হঠাৎ করে এই বদলীর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। স্কাউটস কর্তৃপক্ষ ঢাকা জেলা রোভারের সম্পাদকের দায়িত্ব পালনটাকে জরুরী মনে করে শ্রদ্ধেয় আফজাল ভাই আমাকে মনযূর উল করীম স্যার এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি সব শুনে তৎকালীন শিক্ষা সচিবের নিকট বদলীর আদেশ বাতিলের জন্য একটি ডি.ও লেটার লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন This unusual request only to cause of Scouting তাঁর প্রেরিত এ চিঠিকে শিক্ষা সচিব সম্মান জানিয়েছিলেন। আমার বদলীর আদেশও স্থগিত করা হয়েছিল। স্কাউটিং এর প্রতি তাঁর এ অনুগত্য সত্যিই আমাকে সেদিন মুগ্ধ করেছিল।

ঢাকা জেলা রোভার স্কাউটস এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন (১৯৮৪-১৯৮৭) সময়ে জেলা রোভারের নিজস্ব কোন অফিস না থাকায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আমার বাসায় সাময়িক অফিস পরিচালনা করেছিলাম। পরবর্তীতে অফিস স্থানান্তরিত হলেও জনাব মনযূর উল করীমের একটি ছবি আমার বাসায় ফ্রেমে বাধানো ছিল। একদিন আমার শাশুড়ি ঐ ছবি দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "তুমি খোকার এ ছবি কোথায় পেলে?" আমি উত্তরে বললাম, উনি খোকা নন মনযূর উল করীম আমাদের প্রধান জাতীয় কমিশনার। তিনি আবারও দৃঢ়ভাবে বললেন, না উনি খোকা। পরবর্তীতে স্যার এর সাথে আলাপ করে জানলাম যে, স্যারের ডাক নামই 'খোকা' এবং আমার শাশুড়ির বাবার বাড়িই হচ্ছে ওনার নানার বাড়ি। স্যার ছোট বেলায় ওখানে থেকেই লেখা-পড়া করেছেন। এছাড়াও স্যারের স্ত্রী যখন ধানমন্ডি সানফ্লাওয়ার স্কুলের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তখনই স্যারের পরিবারের সাথে আমাদের একটি পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আমরা স্যারকে ও স্যারের পরিবারকে পরম আত্মীয় মনে করতাম। কারণ তাঁর সহানুভূতি, সদয় আচরণ, সহায়তা প্রদান ও মমত্ববোধ আমাদের সমমনা স্কাউট লিডারদের হৃদয়ে একটি অন্যমাত্রা যোগ করেছিল। আমার পরিবারের সদস্য বিশেষ করে আমার মা-বাবার কাছে তিনি ছিলেন অন্যরকম একজন মানুষ। সকলেই মনযূর উল করীমকে শ্রদ্ধা করতেন, দোয়া করতেন।

নিয়ামানুবর্তিতাকে জনাব করীম স্যার অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। মনযূর উল করীম স্যার এর নেতৃত্বে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম। সকাল ৯ টার সেশনে একদিন কনফারেন্স সেন্টারে পৌঁছাতে আমাদের কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। এতে করে তিনি কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এবং পরদিন থেকে সকালের সেশন শুরুর দশ মিনিট পূর্বে সকলকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ প্রদান করলেন। অবশ্য পরবর্তী সময় থেকে আমরা সবাই নির্ধারিত সময়েই সেশনে উপস্থিত ছিলাম। জনাব করীম স্যার নিজ জীবনে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ছিলেন এবং শৃঙ্খলাকে তিনি তেমনিই প্রাধান্য দিতেন।

জনাব করীম মনের দিক থেকে যেমন নির্মল ছিলেন, তেমনি পোশাক-পরিচ্ছদেও ছিলেন অত্যন্ত সৌখিন। রুচিসম্মত কাপড়- চোপড় পরিধান করতে তিনি পছন্দ করতেন। একটি ছোট্ট ঘটনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে আন্তর্জাতিক রাত্রি প্রোগ্রামে আমরা সাধারণত পাঞ্জাবি-পায়জামা পড়ে থাকি কিন্তু জনাব করীম সেদিন যে পাঞ্জাবি পরিয়েছিলেন তা এতই সুন্দর ও মানানসই ছিল যে অন্যরা এর প্রশংসা করেছিলেন। তিনি সব সময়ই রুচিসম্মত ও মানানসই কাপড়-চোপড় পড়তে পছন্দ করতেন যা অন্যের কাছেও ভীষণ গ্রহণযোগ্য ছিল।

সার্বিকভাবে মনযূর উল করীম স্যার একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। একজন ভাল স্কাউটের যে সকল গুনাবলী থাকা প্রয়োজন, সে সব গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি সকলের কাছে ছিলেন, বিশ্বাসী ও সকলের বন্ধু। তাঁর আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত বিনয়ী। তাঁর সদয় আচরণ ও অন্যের প্রতি সহানুভূতি সকলকে মুগ্ধ করেছে। তিনি ছিলেন হাসি-খুশি ও নির্মল মনের মানুষ। দেশের প্রতি ছিল অগাধ ভালবাসা। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ছিল তাঁর আনুগত্য। সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, কর্মঠ, জ্ঞানী ও দক্ষ মানুষ।

মনযূর উল করীম স্যার জাতীয় কমিশনার, প্রধান জাতীয় কমিশনার, এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক স্কাউটস এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন সেবা প্রদান করেছেন। তাঁর সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলনে এক নব দিগন্তের সূচনা হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বের সময় যারা তাঁর সহযোগী ছিলেন, তাঁরাই বিগত একযুগেরও অধিক সময় ধরে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সফল নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের যে আদর্শ দেখিয়েছেন এবং যে গুনের সমন্বয়ে তিনি নেতৃত্বে দিয়েছেন তার সঠিক অনুসরণ যদি আমরা করতে পারি, তাহলে এ দেশের স্কাউটিং আরো সমৃদ্ধ হবে, হবে আরো প্রসারিত।

আজকের দিনে তাঁকে ভীষণ মনে পড়ছে। পরম করুনাময় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। আমি তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

লেখক: জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক)
বাংলাদেশ স্কাউটস ও
সদস্য এপিআর স্কাউট কমিটি

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে মরহুম মনযূর উল করীম

জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে মরহুম মনযূর উল করীম

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও বিশ্ব স্কাউট নেতৃবৃন্দের সাথে মরহুম মনযূর উল করীম

বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল এর সাথে মরহুম মনযূর উল করীম

বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে চিফ ডেলিগেট হিসেবে যোগদান

জনাব মোহাম্মদ আবু হেনার বিদায় অনুষ্ঠানে মরহুম মনযূর উল করীম

জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মরহুম মনযূর উল করীম

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মনযূর উল করীম অডিটরিয়াম এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মনযূর উল করীম অডিটরিয়াম এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মনযূর উল করীম অডিটরিয়াম এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ইন্দোনেশিয়ায় এপিআর পরিচালক জে পি সিলভেষ্টার এর সাথে এপিআর স্কাউট কমিটির সভাপতি মরহুম মনযূর উল করীম

২০০২ সালে পঞ্চম স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্সের গ্রুপ ফটোতে মরহুম মনযূর উল করীম

১৯৯৭ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল টপ লিডারর্স সামিট কনফারেন্সের নেতৃবৃন্দ

মরহুম মনযূর উল করীম এর কবরে স্কাউট নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মরহুম মনযূর উল করীম এর কবরে স্কাউটদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

২০০৪ সালে গাজীপুর মৌচাকে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এপিআর ইউনিট লিডারস রাউন্ড টেবিলে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মরহুম মনযূর উল করীম

মরহুম এম মহবুব উজ্জামান, মরহুম মনযূর উল করীম ও মরহুম জেড এ শামছুল হক

মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে মরহুম মনযূর উল করীম

মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

৭ম বাংলাদেশ ও ৪র্থ সার্ক জাম্বুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মরহুম মনযূর উল করীম

জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়ায় স্কাউট কার্যক্রমে এপিআর সভাপতি মরহুম মনযূর উল করীম

এয়ার স্কাউটস অনুষ্ঠানে মরহুম মনযূর উল করীম

আন্তর্জাতিক স্কাউট নেতৃবৃন্দের সাথে মরহুম মনযূর উল করীম

মরহুম মনযূর উল করীমের নিজ হাতে লেখা কবিতা/ ছড়া

১

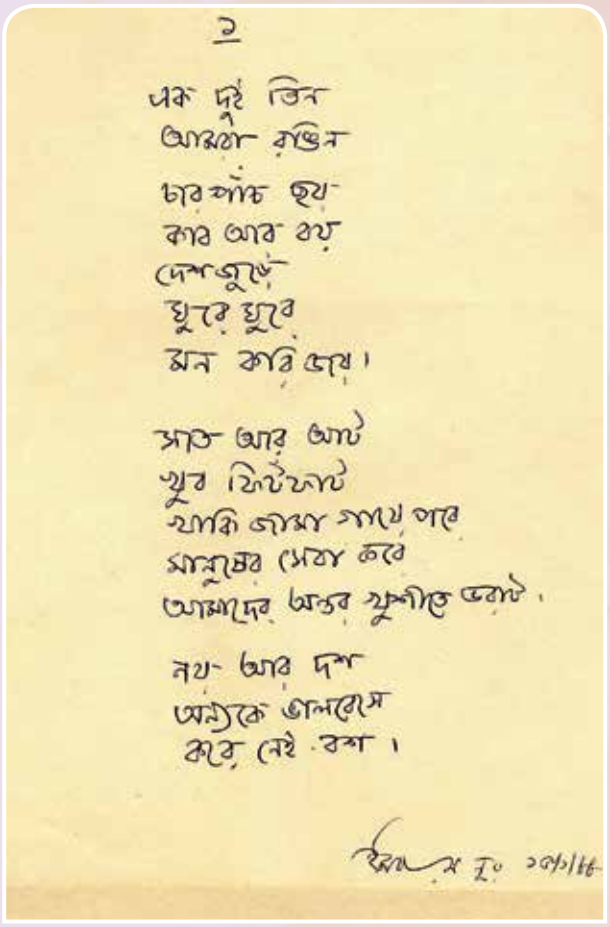

এক দুই তিন
আমরা রঙিন
চার পাঁচ ছয়
কার আর ভয়
দেশজুড়ে
ঘুরে ঘুরে
মন করি জয়।

সাত আর আট
খুব ফিটফাট
খাকি জামা গায়ে পরে
মানুষের সেবা করে
আমাদের অন্তর খুশীতে ভরাট।

নয় আর দশ
অন্যকে ভালবেসে
করে নেই বশ।

তারিখ

কাব

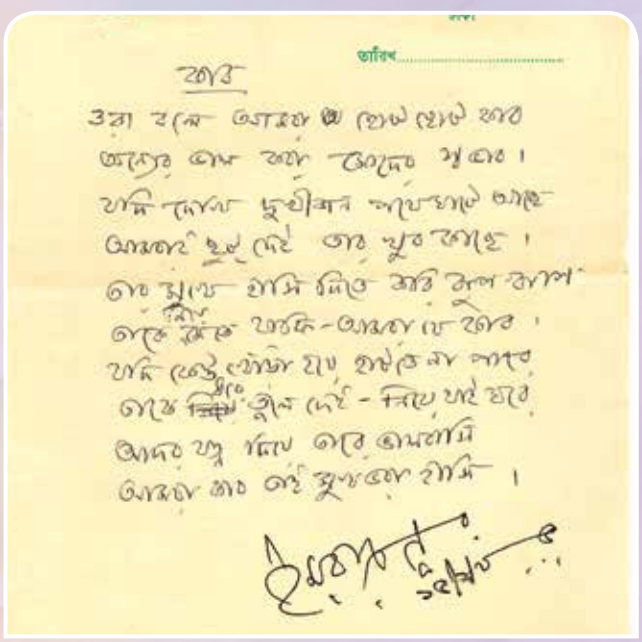

ওরা বলে আমরা ছোট ছোট কাব
অন্যের ভাল করা [illegible] স্বভাব।
যদি দেখ দুঃখীজন আশেপাশে আছে
আমরা [illegible] নেই তার খুব কাছে।
তার মুখে হাসি দিতে করি [illegible]
তাকে [illegible] থাকি - আমরা যে [illegible]।
যদি কেউ [illegible] হয় [illegible] না পারে
তাকে [illegible] নেই - নিয়ে যাই ঘরে
আদর যত্ন দিয়ে তারে ভালবাসি
আমরা তাও নেই সুখে [illegible] হাসি।

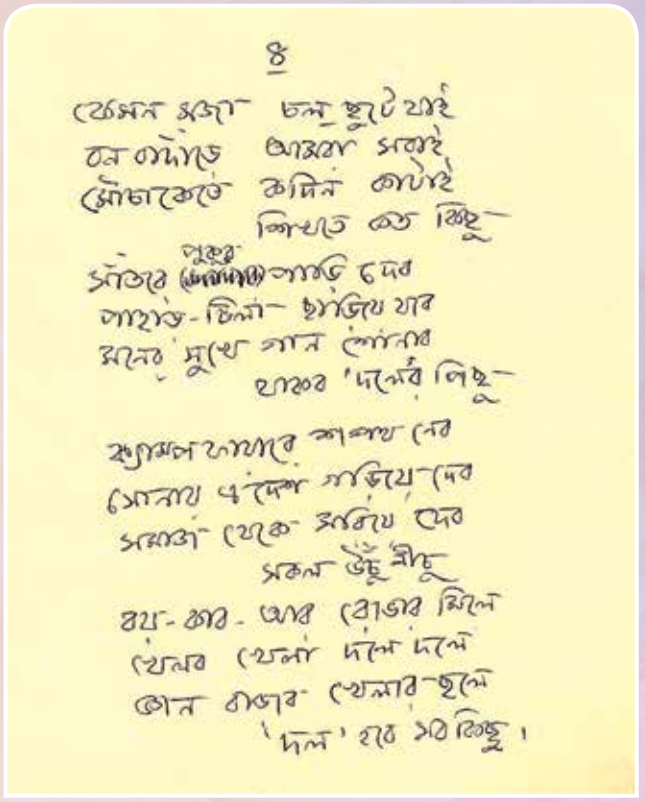

[illegible] তারিখ

উনি আছেন আল্লাহতালা
তিনি দেখান পথ
বাবা-মা আছেন [illegible]
আমরা নেই শপথ
তাদের কথা আদেশ মেনে
[illegible] আমরা [illegible]
দুঃখীজন দেখলে
আমরা এ দেশ গড়ব।
আমরা সবাই [illegible]
আমরা [illegible]
জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে
নিজেকে করব [illegible]।

৪

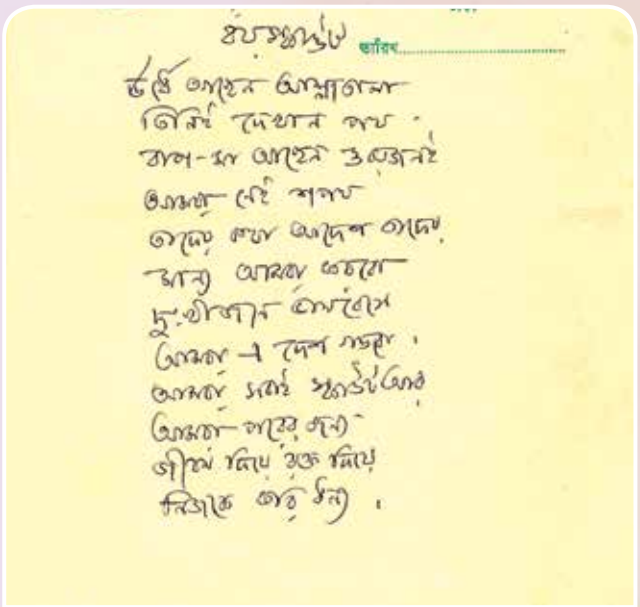

কেমন মজা চল ছুটে যাই
বন বাদাড়ে আমরা সবাই
মৌচাকেতে কদিন কাটাই
শিখতে যে কিছু—
সাঁতরে পুকুর পাড়ি দেব
পাহাড়-টিলা ছাড়িয়ে যাব
মনের সুখে গান শোনাব
হাজার 'দলের' পিছু—

শ্যামল মায়াতে শপথ নেব
সোনার এ দেশ গড়িয়ে দেব
সমতা থেকে উঠিয়ে দেব
সকল উঁচু নীচু
বয়-কাব-আর রোভার মিলে
খেলব খেলা দলে দলে
জ্ঞান বাড়াব খেলার ছলে
'দল' হবে সব কিছু।

৪র্থ জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী উপলক্ষে
মরহুম মনযূর উল করীমের রচিত ক্যাম্পুরী সংগীত

ক্যাম্পুরী সংগীত
কথা : মনযূর উল করীম
সুর: সাদী মোহাম্মদ

জগতটাকে দু'হাত দিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরতে চাই,
সমাজটাকে সবুজ ঘাসের মানুষ দিয়ে মুড়তে চাই,
বিভেদ কারো থাকবে না
হিংসা মনে রাখবে না
বন্ধু হবো আমরা সবাই, আনন্দে দেশ ভরতে চাই,
গড়তে চাই, গড়তে চাই, সোনার এদেশ গড়তে চাই।

দৈন্যদশায় ভুগছে মানুষ, তাদের সেবা করতে চাই,
সাহস দিয়ে জীবন যুদ্ধে তাদের নিয়ে লড়তে চাই,
দুঃখ বেদনা রাখবো না
মিথ্যে নিয়ে থাকবো না
ভালবাসা ছড়িয়ে দিয়ে সুখের জগত গড়তে চাই
গড়তে চাই, গড়তে চাই, সোনার মানুষ গড়তে চাই।

মরহুম মনযূর উল করীমের রচিত কবিতা

বৈশাখ এলো চলো
ইমরান নুর

বৈশাখ এলো তার নিয়ে সম্ভার–
পাকা আম, পাকা জাম, পাকা রম্ভার
সৌরভে গৌরবে বাতাস বিভোর
খুলে দাও, খুলে দাও, সব ঘরদোর।।

আসুক বৈশাখ তার কালো ঝড় নিয়ে
সেই সাথে সাধ করে কাঁধ ভরে দিয়ে
চলে যাক, দিয়ে যাক, তার উপহার–
এমন বৈশাখ আসে আসুক আবার।।

বৈশাখ এলো তার কালো ডানা মেলে
নৌকায় পাল তুলে কোথা গেলো জেলে ?
সাগরে পাগল নাচ হলো বুঝি শুরু গুরু।
এইবার ঘরপানে ছুটে চলে আয়,
মাছধরা সাধ ছেড়ে ভরা-সন্ধ্যায়।
কাজল দীঘীর জলে ফোটে শতদল
মৌ মৌ চৌদিকে, ফুলেরা পাগল।

দিনভর যদি নামে বাদলের ঢল–
ঝলসানো গাছগুলো সবুজ আদল
ফিরে পাবে, ফিরে পাবে, ক্ষণিকে আবার।
এসো এসো বৈশাখ, এসো বার বার।।

দ্যা লং টাইম ক্যাপ্টেন

-মু. তৌহিদুল ইসলাম

স্কাউট আন্দোলনে আমার পথচলা শুরু ১৯৭৩ সালে নিজ বিদ্যালয় শেরে বাংলা নগর গভঃ বয়েজ হাই স্কুলে স্কাউট দল সংগঠনের মাধ্যমে। একই বছর আমাদের স্কাউট দলটি তৎকালীন ঢাকা-২ স্থানীয় স্কাউট সমিতির (বর্তমানে যা বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন জেলা হিসেবে পরিচিত) ২৪ তম ঢাকা-২ স্কাউট দল হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। আমাদের স্কাউট মাষ্টার (সে সময় স্কাউট লিডারকে স্কাউট মাষ্টার হিসেবে অবহিত করা হত) ছিলেন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক জনাব আবদুল হাই। পরবর্তীতে তিনি ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের পাতিয়ালা অবস্থিত কমনওয়েলথ স্পোর্টস ইন্সটিটিউটে সাঁতারে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহনের জন্য চলে যান এবং প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনে জাতীয় প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় যবনিকা টানেন।

হাই স্যারের অবর্তমানে আমরা স্কাউট মাষ্টারের সংকটে পতিত হই। নবগঠিত আমাদের স্কাউট দলটির হাল ধরার জন্য বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক আগ্রহ প্রকাশ না করায় আমি ও ট্রুপ লিডার (সিনিয়র প্যাট্রোল লিডারকে সে সময় ট্রুপ লিডার হিসেবে অবহিত করা হতো), বন্ধুবর ও সহপাঠী আবদুস সালাম সে সময় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের স্কাউট দলে ঘুরে ঘুরে স্কাউটিং এর নানান বিষয় শিখে এসে দলের স্কাউটদের তালিম দিতাম। বিশেষ করে মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কাউট গ্রুপের প্রাক্তন স্কাউট এম এস আই মল্লিক, ট্রুপ লিডার এস এম নিজাম উদ্দিন, প্যাট্রোল লিডার আজিজুর রহমান ও এসিস্ট্যান্ট প্যাট্রোল লিডার আলী আহাদ দীপু ও পরবর্তীতে মোঃ মিজানুর রহমান খাঁন সেসয় আমাদেরকে নানান রকম পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে, এমনকি প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, আমাদের স্কাউট দলকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

এই ক্রান্তিকালে আমি ও বন্ধুবর সালাম প্রায়শই স্কাউট অফিসে যাওয়া আসা করতাম। নানান রকম খবরাখবর সংগ্রহ ও তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনে। এ কাজটি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই আমাদের উপর বর্তে গিয়েছিল দলে স্কাউট মাষ্টার না থাকার কারণে। ফলে তৎকালীন ঢাকা-২ স্থানীয় স্কাউট সমিতি (বর্তমান বংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন জেলা)'র নেতৃবৃন্দসহ ঢাকা অঞ্চল ও জাতীয় সদর দফতরের নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সকলের স্নেহ, সহযোগিতা ও আশির্বাদের বদৌলতে এবং স্কাউটিং এর প্রতি আমাদের আগ্রহ ও সদিচ্ছার কারণে দলে স্কাউট মাষ্টার না থাকার পরেও আমরা ও আমাদের স্কাউট দল প্রথা বহির্ভূত হলেও ইউনিটের বাইরে বিভিন্ন স্কাউট ইভেন্টে যোগদানের সুযোগ পেতাম।

আরও দু'একটি কারণে আমরা স্কাউট অফিসে যেতে আগ্রহ অনুভব করতাম। স্কাউট অফিস বলতে তৎকালীন জাতীয় স্কাউট সদর দফতরকেই বুঝাতে চাইছি। ৬৭/ক পুরানা পল্টন, ঢাকা। বর্তমান বায়তুল মোকররম মসজিদের উত্তর দিকের সিড়িটি যেখানে অবস্থিত, মোটামুটিভাবে সেখানেই ছিল এর অবস্থান। সামনের দিকে কয়েকটি দোকান, তারই পূর্বপ্রান্ত লাগোয়া একটি মাঝারী মাপের গেইট। গেইট পেরুলেই থারিয়ানী নকশায় নির্মিত হলুদ রং এর দোতলা ভবন। ভিতরের দিকে ঘন সবুজ ঘাসের কার্পেটে মোড়া এক টুকরো আঙ্গিণা, অদ্ভূত এক মমতায় জড়ানো। নীচ তলাটি স্কাউট অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দোতলাটি জাতীয় সাহিত্য কেন্দ্র ভাড়ায় ব্যবহার করতো।

ভবনটি ছিল সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বয় স্কাউট সমিতির সদর দফতর যা উত্তরাধিকার সূত্রে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতির মালিকানায় বর্তায় এবং দেশের স্কাউট আন্দোলনের জাগরণ ও ক্রমবিকাশের পাদপীঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ছিমছাম অফিস, কয়েকজন মাত্র সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলে পরমযত্ন আর আন্তরিকতায় অফিসটি পরিচালনা করতেন। অফিসের সার্বিক পরিবেশ ছিল স্কাউট বান্ধব। সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবী স্কাউট নেতাগণের আচার, আচরণ, কথাবার্তা ও চালচলনে তেমন কোন তফাৎ চোখে পড়ত না। স্কাউটিং এর যেকোন কাজে সকলের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয় এবং একই সাথে শিক্ষণীয় বিষয়। ঐ কিশোর বয়সে এমন সব ভাল ভাল বিষয় দেখে দেখে স্কাউটিং এর প্রতি আগ্রহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে নটরডেম কলেজে ভর্তি হই কেবল মাত্র কলেজে যাওয়া আসার পথে সপ্তাহে অন্ততঃ দু'একবার স্কাউট অফিস ঘুরে যেত পারবো বলে।

আরও একটি বিষয় সেসময় স্কাউট অফিসে যেতে আমাদের অনুপ্রাণিত করত। আর তা হচ্ছে - অগ্রদূত, স্কাউটের মাসিক মুখপত্র। সম্ভবতঃ এটি দেশের প্রাচীণতম মাসিক পত্রিকাগুলোর অন্যতম। বরেণ্য স্কাউট ব্যক্তিত্ব মরহুম এম ওয়াজিদ আলী'র

সম্পাদনায় ১৯৫০ সালে 'দি ইষ্ট ব্যাঙ্গল স্কাউট' নামে স্কাউটদের জন্য অনন্য এই পত্রিকাটির শুভ সূচনা হয়। ১৯৫৬ সালে পত্রিকাটির নামকরণ করা হয় 'অগ্রদূত'। শুরুর দিকে পত্রিকাটি প্রকাশনার দায়িত্বে কোন দক্ষ বা অভিজ্ঞ সম্পাদক ছিলেন না। ১৯৬৩ সালে দেশের সাংবাদিকতা জগতের বিশাল দিকপাল, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাবেক কৃতী প্রধান সম্পাদক মরহুম সৈয়দ মাহমুদ পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তিনি অসামান্য মেধা, অক্লান্ত শ্রম আর পরম যত্নে পত্রিকাটিকে স্কাউটসহ সর্বমহলের কাছে গ্রহণযোগ্য মানে গড়ে তোলেন।

স্কাউট আন্দোলনের মুখপত্র এই পত্রিকাটির কলেবর তেমন বড় ছিলনা, ছিলনা কোন বাহারি প্রচ্ছদ বা অঙ্গসজ্জা, তবে ঠাসা থাকত স্কাউটিং সম্পর্কিত বিষয়াবলী আর দেশ-বিদেশের স্কাউটিং বিষয়ক সংবাদে। এইসব তথ্যবহুল বিষয় ও সংবাদ আমাদের নানানভাবে আকৃষ্ট, অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করত। সকল পর্যায়ের স্কাউট ও স্কাউট নেতাগণ সেসময় নিয়মিতভাবে অগ্রদূতে লিখতেন। বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ের প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ তাদের স্কাউটিং বিষয়ক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় অগ্রদূতে বর্ণনা করতেন, যা আমাদের মনোজগতে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করত। ফলে নিয়মিতভাবে অগ্রদূত সংগ্রহ করতে, পড়তে ও সংরক্ষণ করতে এক ধরণের মানসিক তাগিদ অনুভব করতাম। নিয়ম মাফিক চাঁদা প্রদান করে অগ্রদূত পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম বিধায় স্কাউট অফিসে গেলে সদ্য প্রকাশিত অগ্রদূত সংগ্রহ করতাম, পড়তাম এবং সংরক্ষণ করতাম। সেই অভ্যাসটি আজও রয়ে গেছে। সম্ভবত অগ্রদূত পত্রিকার প্রতি সৃষ্ট একধরনের মোহ, ভালবাসা ও আকর্ষণ এই দীর্ঘ সময় ধরে স্কাউট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার একটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

স্কাউটিং বিষয়ক নানাবিধ তথ্য ও সংবাদ ঐ কিশোর বয়সে আমাকে এবং আমার মত অনেককেই আন্দোলিত করত। কোন বিধি নিষেধের কড়াকড়ি তেমন না থাকায় স্কাউট অফিসে গেলে অনেকের সাথে দেখা হতো। স্কাউট, রোভার স্কাউট অথবা নবীন কি প্রবীণ স্কাউট নেতা। তাঁদের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠার কারণে নানান রকম খবরাখবর জানতে পারতাম। যা কিছু নতুন, জানতে পারতাম-তাই যেন নিজেদের জানার পরিধিকে সমৃদ্ধ করত। সেসময়কার অনেক তথ্য আজও মনে দাগ কেটে আছে। সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত স্কাউট কনফারেন্সে বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতির বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সদস্যপদ লাভ, জাতীয় কমিশনার পদ থেকে জনাব পি এ নাজির এর অব্যাহতি, নতুন জাতীয় কমিশনার হিসেবে জনাব নুরুলিসলাম শামস্ এর দায়িত্বভার গ্রহণ, বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতির নাম থেকে বয় শব্দটি বাদ দিয়ে বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি হিসেবে পুণঃনামকরণ, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিচালক মিঃ জে পি সিলভেষ্টারকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কাউট পদক 'রৌপ্য ইলিশ' প্রদান আরও কত কি!

সময়টা সঠিক মনে নেই। সম্ভবত ১৯৭৬ বা ১৯৭৭ সাল হবে। অগ্রদূত পত্রিকায় একটি সংবাদ দেখলাম। বাংলাদেশ স্কাউট সমিতির জাতীয় সমাজ উন্নয়ন কমিশনার, সেসময় জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) পদটিকে এ নামেই অবহিত করা হত, জনাব মনযূর উল করীম ইন্দোনেশিয়া গেছেন সমাজ উন্নয়ন সেমিনারে যোগদানের জন্য। সেই প্রথম এই নামটির সাথে পরিচয়। মানুষটিকে তখনো দেখা হয়নি। স্কাউট অফিসে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম তিনি সরকারের একজন জাঁদরেল কর্মকর্তা, বরাবরই ছিলেন মেধাবী ছাত্র, পুরানো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আরমানিটোলা গভঃ স্কুল থেকে তৎকালীন বেঙ্গল এডুকেশন বোর্ডের অধীনে ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ভাল হকি খেলতেন, খেলতেন ফুটবলও, প্রথম বিভাগে খেলেছেন দেশের ঐতিহ্যবাহী ওয়ারী ক্লাব ও ভিক্টোরিয়া ক্লাবে। তুখোড় এই খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে তাঁর পরিচিতি সর্বজনস্বীকৃত ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের আজান্তেই অদেখা এই মানুষটির প্রতি একটা শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমীহ জন্মে যায়।

পরবর্তীতে জানতে পারি তিনি ও জাতীয় কমিশনার (পরবর্তীতে প্রধান জাতীয় কমিশনার) জনাব নুরুলিসলাম শামস্, দু'জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে সহপাঠী ছিলেন। আরও পরে ঐ একই বিভাগের লেখাপড়া করতে পারার সুবাদে তাঁদের সমসাময়িক সতীর্থ শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনেছিলাম উভয়ই ছিলেন তাঁদের সময়ের সেরা ছাত্রদের অন্যতম একং প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার ধারক ও বাহক। দুজনই কবিতা লিখতেন - সেই অর্থে ছিলেন কবি। জনাব নুরুলিসলাম শামস্ লিখতেন স্বনামে আর জনাব মনযূর উল করীম লিখতেন ছদ্মনাম' ইমরান নূর'পরিচয়ে। কবিতা ছাড়াও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁদের ছিল স্বাচ্ছন্দময় পদচারণা।

১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে জয়দেবপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত হয় ৭ম এশিয়া প্যসিফিক সমাজ উন্নয়ন সেমিনার। বাংলাদেশসহ ছয়টি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের কৃতি স্কাউট লিডারগণ এই সেমিনারে যোগদান করেন। জনাব মনযূর উল করীম সেমিনার পরচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সে সময়কার সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক পরিচালক জনাব আবদুল্লাই স্যার (সেনেগাল), এশিয়া প্যসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক মিঃ জে পি সিলভেষ্টার (ফিলিপাইন), পরিচালক মিঃ ভি পি ধাওয়ান (ভারত), পরিচালক জনাব ফারুক আজিজ আফেন্দী (পাকিস্থানসহ) দেশ বিদেশের প্রথিতযশা স্কাউট নেতৃবৃন্দ এই সেমিনারের স্টাফ ও কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সেমিনারে আমি রোভার স্কাউট স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার সুযোগ লাভ করি।

এই প্রথম জনাব মনযূর উল করীমকে সামনা সামনি এবং কাছাকাছি থেকে দেখার সুযোগ পাই। দারুন স্মার্ট, প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, অদ্ভুত সুন্দর তাঁর কণ্ঠস্বর আর বাচনভঙ্গী, নম্রভাষী ও সদা হাসিখুশি, প্রাণখোলা আর অমায়িক এই মানুষটিকে প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেল। পুরো সেমিনারে তাঁর ও জাতীয় কমিশনার জনাব নুরুলিসলাম শামস্ এর মধ্যে যে বোঝাপড়া লক্ষ্য করেছি - তা অসাধারণ। সেসময়ই বুঝতে শিখেছিলাম- সামষ্টিক কোন বড় কাজের জন্য এই পারস্পরিক বোঝাপড়াটি খুবই জরুরী।

এরপর থেকে দীর্ঘ একটা সময় এই মহান স্কাউট ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসার ও তাঁর নেতৃত্বে স্কাউটিং এর নানামুখী কাজ করার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছি। কখনো রোভার স্কাউট হিসেবে, কখনোবা

স্কাউট লিডার বা জাতীয় উপ কমিশনার হিসেবে জনাব মনযূর উল করীম এর সাহচর্য লাভ করেছি। তাঁর দিকনির্দেশনায় নানান রকম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছি, যা আমার স্কাউট জীবনের অসামান্য ও মূল্যবান স্মৃতি হয়ে আছে।

১৯৭৮ সালের ৭ম এশিয়া প্যসিফিক সমাজ উন্নয়ন সেমিনার পরবর্তী কালে জনাব মনযূর উল করীম এর নেতৃত্বে দেশের স্কাউট অঙ্গনে সমাজ উন্নয়নের ব্যপক জাগরণ ঘটে। বাহাদুরপুর রোভার পল্লী (গাজীপুর), দশচিড়া আদর্শ গ্রাম প্রকল্প (মানিকগঞ্জ), পূর্বগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (ডেমরা), বড়বাড়ী আদর্শ গ্রাম প্রকল্প (কুষ্টিয়া), টিচ এ ম্যান টু ফিশ, নওদাপাড়া দর্জি বিজ্ঞান প্রকল্প, ইত্যাদি। এমনি আরও অসংখ্য সফল উদ্যেগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা কিনা স্কাউট ও সমাজের অতি সাধারণ মানুষের মেলবন্ধনে পরিচালিত হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে।

অসাধারণ মেধাবী এই মানুষটি সমাজ উন্নয়নের কাজে স্কাউটদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেনঃ (০১) নির্দিষ্ট কোন এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে স্কাউটদের পাশাপশি ঐ এলাকার মানুষের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, (০২) গৃহীত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, (০৩) সমাজ উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করতে যেয়ে স্কাউটদের মূল কাজ অর্থাৎ লেখাপড়ার যেন কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ না হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, স্কাউটিং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে দেশের স্কাউট আন্দোলন পরিচালিত হলে এবং স্কাউটদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা গেলে এই সুশৃংখল জনশক্তি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তিনি স্কাউট আন্দোলনকে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যপারে গুরুত্ব দিতেন। তিনি প্রায়শঃই উল্লেখ করতেন - স্কাউট আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে, যাতে করে তারা স্কাউট আন্দোলনকে আপন করে নিতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সামাজিক সম্পৃক্ততাই স্কাউট আন্দেলনের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশে সুদুরপ্রসারী অবদান রাখতে পারে।

১৯৮০ সালে দেশের স্কাউট আন্দোলনের মহান স্থপতি ও তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব নুরুলিসলাম শামস হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আকস্মিক ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে দেশের স্কাউট আন্দোলনের কান্ডারী হিসেবে এর হাল ধরেন জনাব মনযূর উল করীম। দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন সাধনা - সবই ছিল দেশের স্কাউট আন্দোলনের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দুরদর্শী চিন্তা ভাবনা এবং বহুমাত্রিক কার্যক্রম দেশের স্কাউট আন্দোলনকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে এবং দেশের গন্ডী পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্কাউট অঙ্গণে দেশের স্কাউট পরিচিতি তুলে ধরতে অনন্য ভুমিকা পালন করে।

দেশের স্কাউট আন্দোলনের গুনগত উত্তোরণের লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মধ্য থেকে তাঁর সময়ের সেরা, কৃর্তী ও খ্যাতিমান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তিনি স্কাউট আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেছিলেন। প্রফেসার এ কে আজাদ খাঁন, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) তৌফিক খাঁন, প্রকৌশলী জনাব আনোয়ারুল আলম, শিক্ষাবিদ প্রফেসর শামসুল ইসলাম, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব আলী ইমাম, সাংবাদিক জনাব আরেফিন বাদল, সরকারি কর্মকর্তা জনাব ফয়জুর রহমান চৌধূরী, জনাব ফায়জুর রাজ্জাক, জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান, জনাব বদিউর রহমান, জনাব মাহবুব কবির, মনোবিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ সুলতানা এস জামান, এনবিআর কর্মকর্তা জনাব সাইফুল ইসলাম খাঁন (কবি হায়াৎ সাইফ), কর্পোরেট জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব রুহুল আমিন মজুমদার, বিচারপতি মোস্তফা কামাল, শিক্ষাবিদ এ এফ এম আবদুল হক ফরিদী, এমনি আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, যারা প্রত্যেকেই তাঁদের অসাধারণ মেধা, মূল্যবান শ্রম, সময় ও অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশের স্কাউট আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছেন, করেছেন বেগবান।

একজনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি জনাব এম মহবুব উজ্জামান, সরকারের সেসময়কার মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের জাঁদরেল সচিব। জনাব মনযূর উল করীম এর অনুরোধে তিনি সম্ভবত ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ২০০০ সাল পর্যন্ত এই পদে থেকে দেশের স্কাউট আন্দোলনের মানোন্নয়ন ও ক্রমবিকাশে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। আজকে জাতীয় সদর দফতরসহ স্কাউট সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে যে আর্থিক স্বচ্ছলতা লক্ষ্য করা যায়, তার ভিত্তি রচনা করে দিয়েছেন জনাব এম মহবুব উজ্জামান। স্কাউট আন্দোলনে জনাব এম মহবুব উজ্জামান এর অনন্য অবদান কোন বৃহৎ পরিসরে আলোচনার দাবী রাখে। তবে এতটুকু উল্লেখ করা অত্যুক্তি হবেনা যে, দেশের স্কাউট আন্দোলন এই মহান পথিকৃৎকে তাঁর কীর্তির জন্য সর্বদাই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে।

জনাব মনযূর উল করীম দেশের স্কাউট আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নেতৃত্বের দ্বিতীয় ধাপ সৃষ্টির চিন্তাভাবনা থেকে একঝাক তরুণ ও মেধাবী স্কাউট লীডারকে জাতীয় উপ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। এরা সকলেই তাদের জ্ঞান, মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে স্কাউট আন্দোলনকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন,

নিজেদেরকেও তেমনি ভবিষ্যতে স্কাউট আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রস্তুত করেছেন। আজকে তারাই দেশের স্কাউট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর বর্তমান সদর দফতরটির গোড়াপত্তন ও নির্মাণে জনাব মনযূর উল করীম এর বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অনন্য অবদান। এদেশে স্কাউট আন্দোলন যতদিন থাকবে, ততোদিন তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বায়তুল মোকাররম মসজিদের সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের প্রয়োজনে মসজিদ লাগোয়া ৬৭/ক পুরানা পল্টনস্থিত পূর্বতন স্কাউট সদর দফতরটি ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক অধিকৃত হলে সরকার বর্তমান সদর দফতর অর্থাৎ ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইলস্থিত জায়গাটি বাংলাদেশ স্কাউটস এর বরাবরে বরাদ্দ প্রদান করে। ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত পূর্বতন স্কাউট সদর দফতরের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায় ও সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে নতুন জাতীয় সদর দফতর নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে পারা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তৎকালীন সভাপতি জনাব এম মহবুব উজ্জামান ও জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) প্রকৌশলী জনাব আনোয়ারুল আলমকে সাথে নিয়ে অতি অল্প সময়ে জনাব মনযূর উল করীম বাংলাদেশ স্কাউটস এর জন্য বহুতল বিশিষ্ট জাতীয় সদর দফতর নির্মাণ করতে সক্ষম হন। দুনিয়ার ১৭০টি স্কাউট সদস্য দেশের অতি অল্প সংখ্যক দেশেই বাংলাদেশ স্কাউটস এর মত এমন সুদৃশ্য ও বহুতল বিশিষ্ট সদর দফতর রয়েছে।

১৯৭২ সালের ৮ ও ৯ই এপ্রিল ৬৭/ক পুরানা পল্টন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১১১তম অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি গঠিত হলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তান বয় স্কাউট সমিতির ইয়ুথ প্রোগ্রামকে অবলম্বন করে দেশে স্কাউট আন্দোলনের পথচলা শুরু হয়। পুরানো ধ্যাণ-ধারণা পরিহার করে স্কাউট আন্দোলনে গতি সঞ্চার এবং দেশের শিশু, কিশোর ও যুব বয়সী ছেলে মেয়েদের জন্য আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী ইয়ুথ প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে জনাব নুরুলিসলাম শামস্ ১৯৭৮ সালে এই চ্যালেঞ্জিং কাজটির সূচনা করেন। বিশেষ করে সে সময়কার প্রবীণ স্কাউট নেতাগণকে তাঁদের দীর্ঘদিনের স্কাউট কার্যক্রম সম্পর্কিত চিন্তাচেতনা ও ধ্যাণ-ধারণা পরিহার করে সময়োপযোগী নতুন ধারণা গ্রহণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা ও অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে পুরো স্কাউট পরিবারকে একক লক্ষ্যে পরিচালনা করার কাজটি ছিল দূরুহ। এই কাজে জনাব শামস এর অন্যতম সহযোগী ছিলেন জনাব মনযূর উল করীম। ১৯৮০ সালে জনাব শামস এর আকস্মিক মৃত্যু ইয়ুথ প্রোগ্রামের আধুনিকীকরণের পথে একটি বড় ধাক্কা লাগে। প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে জনাব মনযূর উল করীম এর দায়িত্বভার গ্রহণের পরেও একটা লম্বা সময় ইয়ুথ প্রোগ্রাম আধুনিকায়ণে আশানুরূপ গতি সঞ্চারিত হয়নি। এই পর্যায়ে তিনি জনাব হাবিবুল আলম, বীর প্রতীককে প্রথমে জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) থেকে পরিবর্তন করে জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) ও পরবর্তী পর্যয়ে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলে ইয়ুথ প্রোগ্রাম আধুনিকায়ণের পালে হাওয়া লাগে। জনাব হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক এর প্রতি জনাব মনযূর উল করীম এর সর্বাত্মক আস্থা, সহযোগিতা ও সমর্থনকে অবলম্বন করে এবং কয়েকজন তরুণ ও মেধাবী স্কাউট লিডারকে জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) হিসেবে সঙ্গী করে অতি দ্রুততম সময়ে দেশের স্কাউটদের জন্য একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী ইয়ুথ প্রোগ্রাম উপহার দেন। জনাব হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক দীর্ঘ সময় ধরে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ইয়ুথ প্রোগ্রামের আধুনিকীকরণ, প্রোগ্রাম সম্পর্কিত বইপত্র ও উপকরণাদি প্রস্তুত করে স্কাউটদের কাছে সহজলভ্য করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে স্কাউট জনসংখ্যা বর্তমানে আঠার লক্ষ অতিক্রম করেছে এবং সমাজে স্কাউট আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) হিসেবে এবং পরবর্তীতে প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে জনাব মনযূর উল করীম বাংলাদেশ স্কাউটস এর সমাজ উন্নয়ন বিভাগের কার্যক্রমে একটু ভিন্নতর গুরুত্ব দিতেন। মরহুম নুরুলিসলাম শামস ও তিনি, উভয়ই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ছাড়া স্কাউট আন্দোলনের বিকাশ সহজ সাধ্য নয়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এবং দেশের সামাজিক আচার আচরণ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিবেচনায় এনে মরহুম নুরুলিসলাম শামস স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক কিছু নিয়মাচারে পরিবর্তন আনেন। এই পরিবর্তনগুলো নিঃসন্দেহে দেশের স্কাউট আন্দোলনের ক্রমবিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। জনাব মনযূর উল করীম পরবর্তী পর্যায়ে সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের বহুমাত্রিক কাজে স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের অধিকতর অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এর কারণ সামাজিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণের জন্য স্কাউট আন্দোলনের ইমেজ ও ভিজিবিলিটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপস্থাপন করা যায়। তাঁর প্রেরণাতেই প্রথম এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দুই সদস্য দেশের অংশগ্রহণে সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের (Twin CD Project) সূচনা করেন।

সম্ভবত ১৯৮৪ সালের কথা। জনাব মনযূর উল করীম এর সুযোগ্য উত্তরসূরী মরহুম এম ফয়জুর রাজ্জাক তখন জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) এবং একই সাথে তিনি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জনাব মনযূর উল করীম এর অনুপ্রেরণায় ও জনাব এম ফয়জুর রাজ্জাক এর সুদুর প্রসারী চিন্তা থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এবং স্কাউটস অষ্ট্রেলিয়া ও গার্ল গাইডস অষ্ট্রেলিয়া'র মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রথম যৌথ সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প আত্মপ্রকাশ করে। 'বাংলাদেশ অষ্ট্রেলিয়া চাইল্ড হেলথ (BACH) প্রজেক্ট' শিরোনামে পাঁচ বছর মেয়াদী এবং পরবর্তী মেয়াদের জন্য নবায়নকৃত এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে অষ্ট্রেলিয়া থেকে একদল রোভার ও রেঞ্জার বাংলাদেশে এসে স্থানীয় রোভার ও রেঞ্জারদের সাথে যৌথ ভাবে পূর্ব নির্ধারিত কোন গ্রামে নির্ধারিত সময়ের জন্য শিশু স্বাস্থ্যের উপর কাজ করে। শিশুস্বাস্থ্য, শিশু পরিচর্যা ও শিশু বিকাশসহ নানা বিষয়ে দুই দেশের রোভার ও রেঞ্জার সদস্যরা প্রকল্প নির্ধারিত গ্রামের সাধারণ জনগণ ও মায়েদের প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সেবা দানের মাধ্যমে সমাজে স্কাউটিং এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে। প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গ্রামে রোভার দল সংগঠন ও ঐ রোভার দলের মাধ্যমে নিয়মিত ফলোআপের বিষয়টি চালু রাখার ফলে গ্রামে শিশু ও প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পরবর্তীকালে প্রকল্প এলাকায় আই সি ডি ডি আর বি পরিচালিত নিরপেক্ষ জরিপে'বাংলাদেশ অষ্ট্রেলিয়া চাইল্ড হেলথ (BACH) প্রজেক্টে' এর সাফল্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্কাউট সংস্থা, দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এনজিও এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটস এর গৃহীত যৌথ সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সাফল্যের সাথে দেশে এবং বিদেশে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে দেশের স্কাউট আন্দোলনের ইমেজ ও ভিজিবিলিটি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সমাজে স্কাউট আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। 'বাংলাদেশ অষ্ট্রেলিয়া চাইল্ড হেলথ (BACH) প্রজেক্ট' এর সাফল্য পরবর্তী পর্যায়ে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্কাউট সংস্থার মধ্যে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবয়নে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

দেশে ও বিদেশে ব্যাপক পরিচিত বেসরকারি সাহায্য সংস্থা 'ব্র্যাক' এর প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার স্যার ফজলে হাসান আবেদ ছিলেন জনাব মনযূর উল করীম এর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ট বন্ধু। সেই বন্ধুত্বের সুবাদে জনাব মনযূর উল করীম ব্র্যাকের সার্বিক সহযোগিতায় নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে স্কাউটদের মেধা ও মননের বিকাশে তিনটি অনন্য স্থাপনা গড়ে তোলেন। (০১) জাতীয় সদর দফতরে স্থাপিত ব্র্যাক - বাংলাদেশ স্কাউটস তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র, যার লক্ষ্য ছিল স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের স্বাধীনভাবে তথ্যপ্রযুক্তি শিখতে, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে, এমনকি ডেস্কটপ পাবলিশিং বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। এই কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণভাবে স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'দ্যা স্কাউট' নামের ম্যগাজিনটি সেসময় দেশ বিদেশের স্কাউট মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। কোন এক দুঃখজনক কারণে পরবর্তীতে কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। (০২) জাতীয় সদর দফতরে স্থাপিত ব্র্যাক -বাংলাদেশ স্কাউটস লাইব্রেরী। স্বল্প পরিসরে হলেও এটি বর্তমানে টিকে আছে। সঠিকভাবে এই লাইব্রেরিটি পরিচালনা করা গেলে এটা স্কাউটদের জন্য একটি মূল্যবান তথ্য ভান্ডার ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

(০৩) জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাকে স্থাপিত স্কাউট মিউজিয়াম। এটি তেমনভাবে দৃশ্যমান নয় এবং স্কাউটদের কাছে দৃশ্যমান বা পরিচিতও নয়। সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে এবং স্কাউট বিষয়ক আরও উপকরণাদি, তথ্য, স্থিরচিত্র, ইত্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও যথাযথভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে স্কাউটদের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত করে তোলা গেলে এটি দেশের স্কাউট আন্দোলনের জন্য অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

জনাব মনযূর উল করীম এর চিন্তা ভাবনা থেকে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের অংশগ্রহণের লক্ষে গার্ল ইন স্কাউটিং এর প্রবর্তন দেশের স্কাউট আন্দোলনে একটি যুগান্তকারী সংযোজন। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশের স্কাউট আন্দোলনের ক্রমবিকাশে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের স্কাউট আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বাংলাদেশের গুটিকয়েক মেট্রোপলিটন ও জেলা শহর বাদ দিলে দেশের সর্বত্রই ছেলে মেয়েরা একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক সাথে এবং নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করে। দেশের স্কাউট আন্দোলন ইতোমধ্যে শহরের গন্ডী পেরিয়ে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে বাদ রেখে কেবলমাত্র ছেলেদের স্কাউট আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার প্রচলিত বিধিবিধানটি রক্ষিত হলে বস্তুতঃ এই মহতী আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আংশিক অর্জিত হবে মাত্র। তিনি জোড়ালোভাবে উল্লেখ করেন যে, দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের যেমন যুগপৎভাবে গড়ে তুলতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে স্কাউট আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও সম্প্রসারণে ছেলেদের সাথে মেয়েদেরকেও এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে সমান তালে এগিয়ে যেতে হবে। তাঁর এই ধারণা স্কাউট আন্দোলনের ভিতরে ও বাইরে দারুণভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়। বিশেষ করে একদম গোড়ার দিকে দেশের বয়োজেষ্ঠ্য স্কাউট নেতাগণের অধিকাংশই তাঁর এই চিন্তা ভাবনার সাথে একমত পোষণ করেননি এই ভেবে যে, স্কাউটিং কার্যক্রমে ছেলেমেয়েদের একত্রিতভাবে অংশগ্রহণ করতে হলে নানান রকমের অবাঞ্ছিত ঘটনা ও দুর্ঘটনার জন্ম দেবে যা পক্ষান্তরে আন্দোলনের জন্য খারাপ বার্তা বয়ে আনবে।

কিন্তু জনাব মনযূর উল করীম তাঁর চিন্তা ভাবনায় ছিলেন অবিচল। তিনি ক্রমাগত যৌক্তিকভাবে তাঁর ভাবনার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলে সকল পর্যায়ের স্কাউট নেতৃবৃন্দের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন। তাঁর এই মহতী প্রয়াসে আধুনিক চিন্তা চেতনার অধিকারী অতি নগণ্য সংখ্যক স্কাউট নেতা সেসময় সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রশস্থ করেছিলেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর তৎকালীন সভাপতি জনাব এম মহবুব উজ্জামান, জনাব মনযূর উল করীম এর ধারণা ও চিন্তা ভাবনার প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে লৌহবর্মের মত পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেশের স্কাউট আন্দোলনের এই দুই প্রতিথযশা স্কাউট ব্যক্তিত্বের অসামান্য প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের স্কাউট আন্দোলনে প্রবর্তিত হয় গার্ল ইন স্কাউটিং। দেশের বরেণ্য মনোবিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ সুলতানা এস জামান আনন্দের সাথে গার্ল ইন স্কাউটিং এর প্রথম জাতীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। স্কাউট আন্দোলনের ভিতরে ও বাইরের বিদ্যমান সকল প্রকার বাধাবিপত্তি ও প্রতিকুলতা অতিক্রম করে সম্মান ও মর্যাদার সাথে ছেলেমেয়েদের একত্রে পথ চলার পঁচিশটি সোনালী বর্ষ পেরিয়ে বর্তমানে গুনগত মানসম্পন্ন গার্ল ইন স্কাউটিং এর সদস্য সংখ্যা দুই লক্ষ অতিক্রম করেছে। এইটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জন্য একটি বড় অর্জন।

১৯৭৪ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কনফারেন্সে বাংলাদেশ বিশ্ব স্কাউট সংস্থার ১০৫তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই সময় থেকেই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্কাউট অঙ্গণে পদচারণা শুরু করে। কমান্ড্যান্ট এম এ রশীদ, জনাব নুরুলিসলাম শামস, জনাব এম এ বারী, জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, প্রমূখ দেশবরেণ্য স্কাউট নেতাগণ সেসময় এশিয়া প্যাসিফিক স্কাউট অঞ্চলের বিভিন্ন

কমিটিতে সদস্য হিসেবে সংযুক্তি লাভ করে স্কাউট আন্দোলনের সম্প্রসারণে অবদান রেখেছেন। জনাব মনযূর উল করীম ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্য ও ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মনযূর উল করীমের পর তৎকালীন আন্তর্জাতিক কমিশনার জনাব মোঃ আবু হেনা ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তীতে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত, প্রাক্তন প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত, প্রাক্তন প্রধান জাতীয় কমিশনার ও বর্তমান সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক কমিশনার জনাব মুহঃ রফিকুল ইসলাম খাঁন ২০১৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করার গৌরব অর্জন করেন ও করছেন।

এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউটস এর বিভিন্ন সাব কমিটিতে দেশের বরেণ্য স্কাউট নেতাগণ নিযুক্তি লাভ ও দায়িত্ব পালনে দেশের স্কাউট আন্দোলনের পরিচিতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব স্কাউট পরিমন্ডলে বাংলাদেশ স্কাউটস এর এই ধারাবাহিক সাফল্যের মহান কারিগর ছিলেন জনাব মনযূর উল করীম। ১৯৯৯ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত 'বিশ্ব স্কাউট কমিটি'র সদস্য ও ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত 'প্রথম সহ সভাপতি' হিসেবে জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক এবং ২০০২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কাউটস এর সদস্য ও ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত 'প্রথম সহ সভাপতি' হিসেবে জনাব সাইফুল ইসলাম খাঁন স্কাউট আন্দেলনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন। জনাব মনযূর উল করীম নিজেও দুই দফায় 'বিশ্ব স্কাউট সংস্থার অ্যাওয়ার্ড ও ডেকোরেশন কমিটি'র সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশ ও আন্তর্জাতিক স্কাউট অঙ্গণে স্কাউট আন্দোলনের মানোন্নয়ন ও ক্রমবিকাশের অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জনাব মনযূর উল করীম ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ পদক "রৌপ্য ব্যাঘ্র" অ্যাওয়ার্ড, ১৯৯০ সালে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ পদক "ব্রোঞ্জ উল্‌ফ" অ্যাওয়ার্ড, ১৯৯৮ সালে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সর্বোচ্চ পদক "ডিষ্টিংগুইসড সার্ভিস প্রাক্তন অ্যাওয়ার্ড" এ ভূষিত হন। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক কমিশনার জনাব আবু হেনা ১৯৯৪ সালে, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও প্রকাশনা) জনাব সাইফুল ইসলাম খাঁন ২০০৫ সালে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ সভাপতি জনাব হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ পদক "ব্রোঞ্জ উল্‌ফ" অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। জনাব হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক ২০০৬ সালে এবং জনাব আবু হেনা ২০০৭ সালে স্কাউট আন্দোলনে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সর্বোচ্চ পদক "ডিষ্টিংগুইসড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড" লাভ করেন।

ব্যক্তি মনযূর উল করীম সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করা আমার মত একজন নগন্য স্কাউট লিডারের জন্য ধৃষ্টতারই নামান্তর মাত্র। তবে দু'একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। এমন প্রাণখোলা, অমায়িক, সহযোগিতার মনোভাবাপন্ন নিপাট ভদ্রলোক খুব কমই দেখা যায়। কোন সমাবেশ, জাম্বুরী কি রোভার মুটে তাঁকে দেখেছি বয়স কিংবা পদবীর ব্যবধান ভুলে ছেলেমেয়েদের সাথে আনন্দে মেতে উঠতে। পরিচিত বা অপরিচিত যে কোন পর্যায়ের স্কাউট লিডার যখনই তাঁর কাছে কোন সহযোগিতা কামনা করেছেন, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমন কি উপযাচকভাবেও তাঁকে সহযোগিতা করতে দেখেছি বহুবার। তাঁর অনুপস্থিতিতে জাতীয় সদর দফতরে প্রধান জাতীয় কমিশনারের জন্য সংরক্ষিত রুমটি তৎকালিন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) তো বটেই, অনেক জাতীয় কমিশনারকে স্কাউটিং এর প্রয়োজনে সভা করার কাজে ব্যবহার করতে দেখেছি।

দেশের একজন বরেণ্য কবি হিসেবে জনাব মনযূর উল করীম এর খ্যাতি সর্বজন স্বীকৃত। কবিতার অঙ্গণে তিনি কবি 'ইমরান নূর' নামে পরিচিত। একজন মননশীল কবি, কবি সংগঠক ও দেশের কবিতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত হিসেবে জনাব মনযূর উল করীম অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। দেশের প্রথিতযশা, অগ্রজ বা অনুজ, প্রায় সকল প্রধান কবিই ছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয় এবং সহকর্মী। দেশের অন্যতম কবি সংগঠন 'কবিতা কেন্দ্র' এর তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। কবিতায় তাঁর সহযাত্রীগণ নিশ্চয় তাঁর কবি পরিচিতি ও কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করবেন।

জনাব মনযূর উল করীম ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে এবং ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি হিসেবে একটা দীর্ঘ সময় এদেশের স্কাউট আন্দোলনের দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তারও আগে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব নুরুলিসলাম শামস্ তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে জনাব মনযূর উল করীম এর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন সময় আলাপচারিতায় মন্তব্য করতেন - "মনযূর উল করীম এর পিআর এতো বলিষ্ঠ যে ও আমার চেয়েও ভাল নেতৃত্ব দিয়ে দেশের স্কাউট আন্দোলনকে অনেকটা পথ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে"। জনাব নুরুলিসলাম শামস এর অকাল প্রয়াণে নির্ধারিত সময়ের ক্ষাণিকটা পূর্বেই জনাব মনযূর উল করীমকে হয়তো প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহন করতে হয়েছে। তবে জনাব মনযূর উল করীম যথার্থই জনাব নুরুলিসলাম শামস এর মন্তব্য সঠিক প্রমান করেছেন। বিশেষ করে জনাব এম মহবুব উজ্জামান সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্কাউটসের সার্বিক কর্মকাণ্ডে যে গতি সঞ্চারিত হয়েছে, তার কোন তুলনা চলে না। আজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের স্কাউটিং এর যে সাফল্য তা জনাব এম মহবুব উজ্জামান ও জনাব মনযূর উল করীম এর গতিশীল নেতৃত্বের কারণেই সূচিত হয়েছে। এ কারণেই ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রতিটি ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভায় কাউন্সিলারগণ বাংলাদেশ স্কাউটস এর

সভাপতি পদে জনাব এম মহবুব উজ্জামান এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার পদে জনাব মনযূর উল করীম এর নাম সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব ও সমর্থন করেছেন। দেশের স্কাউট আন্দোলনের সাথে সক্রিয় সকল শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

এই টিমের আরেক জনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি হচ্ছেন আন্তর্জাতিক কমিশনার জনাব মোঃ আবু হেনা। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যাপক পরিচিতি ও অবস্থান সুদৃঢ় করতে তিনি যে অবদান রেখেছেন, তা এদেশের স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৯৭৯ সালে বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ যাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় তিনশত মার্কিন ডলার বা তারও কম, সেইসব স্কাউট সদস্য দেশসমূহের জন্য বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বরাবরে দেয় বার্ষিক চাঁদার হার পৃথকভাবে ও হ্রাসকৃত হারে নির্ধারণ এবং পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য তা সম্পূর্ণরূপে মওকুফ করার জন্য বংলাদেশ স্কাউটস থেকে জোড়ালো প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও যুক্তিসংগতভাবে বিষয়টি কনফারেন্সের বিবেচনার জন্য উপস্থাপনে জনাব মোঃ আবু হেনা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এনএসও (NSO – National Scout Organization) হিসেবে উন্নত ও মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে অগ্রগামী দেশসমূহ এগিয়ে থাকলেও সদস্য সংখ্যা (Membership Census)'র দিক থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ ছিল অগ্রগামী।

এই সকল দেশসমূহের স্কাউটিং খাতে বার্ষিক আয় তুলনামূলকভাবে কম থাকার ফলে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার চাঁদা পরিশোধের পর স্কাউট কার্যক্রমের জন্য স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহ করা ছিল অত্যন্ত দূরুহ। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে স্কাউট কার্যক্রম বেগবান ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার চাঁদা পরিশোধের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় বার্মিংহাম কনফারেন্সে উত্থাপিত বাংলাদেশের প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। উন্নত ও মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে অগ্রগামী দেশসমূহের প্রবল আপত্তি স্বত্ত্বেও ঐ কনফারেন্সে প্রস্তাবটি ভোটে গৃহীত হয়। এই যুগান্তকারী সাফল্য তৃতীয় বিশ্ব তথা স্বল্প আয়ের দেশসমূহে স্কাউট আন্দোলনে গতি সঞ্চার করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের দৃশ্যতঃ তিনটি লক্ষ্য অর্জিত হয়। (০১) আন্তর্জাতিক স্কাউট পরিমন্ডলে বাংলাদেশ স্কাউটস এর আরো সম্মানজনক অবস্থানে উত্তোরণ, (০২) স্কাউট আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতা হিসেবে জনাব মোঃ আবু হেনাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পূর্ণাঙ্গ আত্মপ্রকাশ ও (০৩) দেশের স্কাউট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার। এই কীর্তিমান স্কাউট নেতা সম্পর্কে অন্য কোন পরিসরে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হলে দেশের বর্তমান স্কাউট প্রজন্ম ও নেতৃবৃন্দ দেশের স্কাউট আন্দোলনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

১৯৯২ সালে জনাব মনযূর উল করীম সরকারি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সততা, সম্মান ও দক্ষতার সাথে একটি দীর্ঘ কর্মময় জীবন অতিবাহিত করার পর আকস্মিক এই ছন্দপতনে তাঁর জীবনে ক্ষণিকটা ধাক্কা লাগলেও অতি অল্প সময়েই তিনি তা কটিয়ে উঠেন। দেশে বিদেশের বেশ কিছু সংখ্যক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন - জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন, বেসরকারি সাহায্য সংস্থা, বৃহৎ কর্পোরেট হাউস, প্রাইভেট ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীসহ বেশ কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রচন্ড কর্ম উদ্দমী এই মানুষটির মেধা, মনন ও দক্ষতাকে কাজে লাগাতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তিনিও তাঁর সাধ্যমত ক্ষমতা দিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের পাশাপাশি নিজের ইমেজকে আরো অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরতে সক্ষম হন। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বেসরকারি সাহায্য সংস্থা ব্র্যাক এর প্রথম ন্যয়পাল (Ombudsman) হিসেবে তাঁর নিযুক্তি, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ও দেশের স্কাউট আন্দোলনের ইমেজ - দুটোই বৃদ্ধি করেছে।

১৯৭২ সালে জনাব পি এ নাজিরের নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলনের শুভসূচনা হয়। সেই অর্থে জনাব পি এ নাজির এ দেশের স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বা জনক। দেশের স্কাউট আন্দোলনের এই মহান পথিকৃত ১৯৭৫ সালে এই মহতী আন্দোলনের পতাকাটি বয়ে নেয়ার দায়িত্বভার জনাব নুরুলিসলাম শামস এর হাতে অর্পন করেন। জনাব নুরুলিসলাম শামস দেশের স্কাউট আন্দোলনের ক্রমবিকাশে স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন, যার ফলে দেশের স্কাউট আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগে এবং এর গতি ক্রমবর্ধমান হারে সঞ্চারিত হতে থাকে। জনাব নুরুলিসলাম শামস এর অকাল প্রয়াণে ১৯৮০ সালে এই আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন জনাব মনযূর উল করীম।

জনাব মনযূর উল করীম একটা লম্বা সময়ব্যাপী এ দেশের স্কাউট আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। সেই অর্থে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর দীর্ঘ সময়ের কান্ডারী - 'দ্যা লং টাইম ক্যাপ্টেন'। কখনও জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) হিসেবে, কখনও প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে, কখনও বা সভাপতি হিসেবে। তিনি তাঁর অসামান্য মেধা, শ্রম ও মূল্যবান সময় দিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটসকে ক্রমাগতভাবে উন্নত থেকে উন্নততর অবস্থানে নিয়ে গেছেন। জনাব নুরুলিসলাম শামসকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্থপতি বিবেচনা করা হলে জনাব মনযূর উল করীম এর মহান ও অনুপম কারিগর। একজন নিমগ্ন কারিগর যেমন কর্ণিক হাতে নিবিষ্ট চিত্তে ইটের পর ইট সাজিয়ে গড়ে তোলেন সুরম্য প্রাসাদ, পরম যত্নের পরশে তার গায়ে পলেস্তরা লাগান, ঠিক তেমনি করে এই মহান কারিগর দেশের স্কাউট আন্দোলনকে নির্মাণ করেছেন পরম যত্ন, ভালবাসা আর মমতায়। দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের স্কাউটিং এর যা কিছু সাফল্য, যা কিছু অর্জন, তার ভিত রচনা করেছেন জনাব মনযূর উল করীম। তাইতো দেশের স্কাউটিং এর অগ্রগতি আর সাফল্যে তিনি যেমন উচ্ছসিত হতেন, তেমনি হতেন বেদনার্ত ও শ্রীয়মান, এর যে কোন দুর্যোগ দুর্বিপাকে।

মহান সৃষ্টিকর্তার ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে জনাব মনযূর উল করীম স্রষ্টার অপার ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। আজকে তিনি আমাদের মাঝে নেই, আছে তাঁর কীর্তি। তিনি আছেন দেশের স্কাউটিং এর প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি আয়োজনে, প্রতিটি প্রেরণায়, প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। দেশের স্কাউটিং এ এই কীর্তিমান মহাপুরুষ বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

লেখক: জাতীয় কমিশনার (ষ্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

আমার চোখে মনযূর-উল-করীম

-সুরাইয়া বেগম, এনডিসি

মনযূর-উল-করীম নামটির মধ্যে এক অনন্য ব্যক্তিত্বের ভাব ফুটে উঠে। সিএসপি কর্মকর্তা মনযূর-উল-করীম বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র, যোগাযোগ, তথ্য, স্বাস্থ্য, সিভিল এ্যাভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২৬ বছর ধরে স্কাউট আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি, দায়িত্ব পালন করেন চীফ ন্যাশনাল কমিশনার এবং সভাপতি হিসেবেও। ১৯৯০ সালে "World Scout Organization" এর সর্বোচ্চ এ্যাওয়ার্ড "Bronze Wolf" অর্জন করেন স্কাউটিং নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারি সচিবের দায়িত্ব পালনকালে তাঁর মতো মহান একজন ব্যক্তিত্বের সাথে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল চাকরির প্রায় শুরুর দিকেই। Health Education এবং Hospital Administration- নামে বিশাল একটি শাখার দায়িত্ব সবচেয়ে কমবয়সী এবং এক্ষেত্রে কোন ধরণের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও দেয়া হয়েছিল আমাকে। সে সময় শাখাটিতে সারাদেশের স্বাস্থ্য-শিক্ষা অর্থাৎ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলে ভর্তির নীতিমালা এফসিপিএস, এমডিএস, এমবিবিএস, নার্সিং বা ডিপ্লোমা লেভেলে প্রশিক্ষণ নিয়মকানুন প্রক্রিয়াকরণের সকল কাজই হতো। এই সাথে হাসপাতাল প্রশাসন অর্থাৎ পিজি হতে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সেন্টারের বিষয়াদিও এর আওতায় ছিল। শাখার গুরুত্বের বিবেচনায় প্রায়শ: সচিব মহোদয় নীল রং চার ডিজিটের টেলিফোনে নির্দেশনা দিতেন ও কাজের কথা বলতেন। ঐ সময় মন্ত্রিসভার সার-সংক্ষেপ/সার্কুলার পাঠাতে হলে ষ্টেনসিল পেপারে কালি ছাড়া শক্ত পিনের কলমে সচিবের স্বাক্ষর আনতে হতো। তখনকার সময়ে খুবই স্পর্শকাতর হাসপাতালে প্রথম টিকেট-ফি নির্ধারণের অতিগোপনীয় চিঠি অর্থ সচিবের কাছে পৌঁছানোর জন্য তিনি আমাকেই নিশ্চিন্তে দায়িত্ব দিতেন।

আশির দশকে মনযূর-উল-করীম কতটা আধুনিক চিন্তা-চেতনার মানুষ ছিলেন তা বোঝা যায় আজকের যে ইব্রাহিম ডায়বেটিক হাসপাতাল সেটি প্রাইভেট সেক্টরে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ প্রত্যক্ষ করে। ইব্রাহিম স্যারও সচিব মহোদয়ের কক্ষ থেকে আমাকে বারংবার ফোন করে তাগিদ দিতেন তাঁর কাজটি যেন দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হয়। 'ডায়বেটিক' নামটি তখনো ছিল অপরিচিত। ইব্রাহিম সাহেব তখনকার সময়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আমাকে ধারণা দেয়ার জন্য কিংবা সন্ধ্যার পর কী ধরণের বক্তৃতা বা আলোচনা হয় তা শোনাবার জন্য প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন। কিন্তু ব্যস্ততা বা অন্য যে কোন কারণেই হোক তিনি বেঁচে থাকা অবস্থায় তাঁর প্রতিষ্ঠানটি আমার দেখা হয়ে উঠেনি। এখন আফসোস হয় এই ভেবে যে, মনযূর-উল-করীম স্যার আমাকে কত বড় মাপের একজন মানুষের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন! হয়তো তাঁর সান্নিধ্য পেলে বা সরাসরি তাঁর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হলে এ বিষয়ে আমার জ্ঞানের পরিধি আরও বাড়াতে পারতাম। বর্তমানে যে ক্লিনিকটি সচিবালয়ের হাজার হাজার কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বাস্থ্য সেবা মেটাচ্ছে মনযূর-উল-করীম স্যারের সময়েই সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই তো সেদিন, তথ্য সচিব নাসির উদ্দিন জানালেন, আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কাজ করার সময়ে তাঁর ভাগ্নে-জিয়াউল হাসান সোহেল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় অপারেশন করতে হয়েছিল, যেটি ছিল বাংলাদেশের দ্বিতীয় হার্ট অপারেশন। আর এটি সম্ভব হয় তৎকালীন সামরিক সরকার থেকে ৪০,০০০/- টাকা অনুদান প্রাপ্তিতে। যদিও তখন আমি শাখার দায়িত্বে ছিলাম কিন্তু মনযূর-উল-করীমের মতো একজন মানুষ সচিব ছিলেন বলেই এ ধরণের বিরল কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সেই ভাগ্নে এখন পিরোজপুর জেলা বারে ওকালতি করেন এবং তিনি একটি পুত্র সন্তানের পিতাও।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কাজ করার সময় আমি ব্রিটিশ কাউন্সিলে স্কলারশীপ লাভ করি যুক্তরাজ্যের লীডস ইউনিভার্সিটি'তে মাস্টার্স করার মুখ্যপ্রার্থী হিসেবে। মনোনয়ন পেয়ে গর্বিত হলেও পারিবারিক দিকটি ভেবে শংকায় ছিলাম। কারণ, তখন আমার ছেলের বয়স মাত্র নয় মাস এমনকি বিয়ের বয়সও মাত্র দুই বছর। এমতাবস্থায়, ব্রিটিশ কাউন্সিলে নিয়মিত যোগোযোগ রাখতে পারিনি। এই সুযোগে সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে স্কলারশীপপ্রাপ্ত মুখ্যজনকে বাদ দিয়ে একজন বিকল্প প্রার্থী তার যাওয়া ঠিক করে ফেলে। খবরটি সচিব জনাব মনযূর-উল-করীমের কাছে পৌঁছায়। মনে

স্মৃতির স্মরণরেখায় স্মরণীয়ঃ মনযূর উল করীম

-মোঃ আবুল হোসেন শিকদার

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সদস্য সংখ্যা ৮০ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে পাঁচ লক্ষ করার এক যুগান্তকারী পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব নূরুলিসলাম শামস যে কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা শেষ করার আগেই তিনি আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেন। জনাব মনযূর উল করীম, যিনি জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন, তিনি জনাব নূরুলিসলাম শামস এর মৃত্যুর পরে প্রধান জাতীয় কমিশনার এর গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন।

গাজীপুরের বাহাদুরপুর গ্রামে এবং মানিকগঞ্জের দশচিড়ায় তখন রোভার অঞ্চল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের ২টি সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প চলছিল। তিনি এ প্রকল্প দুটির সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটসকে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা ও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তুলে ধরে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। দেশে রোভারিং এর মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ও সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সদস্য দেশগুলির সাথে স্কাউটিং সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তিনি বয় স্কাউটস অব জাপান (নিপ্পন স্কাউটস), ও বয় স্কাউটস অব কোরিয়ার সাথে যৌথ সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেন।

"দেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি স্কাউট লিডারদের বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাককে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ করেন। সেখানে যাতে করে বছরব্যাপী পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক পর্যায়ে স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্প্রসারণ করে স্কাউটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সারা দেশে ছড়িয়ে দেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সৎ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সকলের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সরকারি কর্মকর্তাদের স্কাউটিং অঙ্গণে আনতে সক্ষম হন এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজ অবদি বাংলাদেশ স্কাউটসের সার্বিক পরিচালনায় বিশিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাগণ স্কাউটিং সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করে চলেছেন।

দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্কাউটিং সম্প্রসারণের ফলে সংগঠনটি গণমানুষ ও যুব সম্প্রদায়ের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণের তাঁর চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের মধ্যে তিনি চিরভাস্মর হয়ে থাকবেন।

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

লেখক: সাবেক নির্বাহী সচিব
বাংলাদেশ স্কাউটস

পড়ে এতে তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি খুবই রাগন্বিত হন। এমনকি ইআরডি'তে ফোনও করেন নিজ দায়িত্বে। তাঁরই নির্দেশনায় ব্রিটিশ কাউন্সিল পরের বছরের জন্য আমার স্কলারশীপ নিশ্চিত করে। আজ এই কথা মনে করে বিস্মিত হই যে, যে সময়ে মেয়েদের চাকুরি করাটা অনেকেই সুনজরে দেখতেন না এমনই অবস্থায় একজন জুনিয়র মহিলা কর্মকর্তার জন্য এতখানি সহায়তা কেবল মহানুভব ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। বলতে দ্বিধা নেই বিলেতে যাওয়ার সেই সুযোগ আজকের 'আমি' কে প্রথম সোপানে পা রাখার জায়গাটি তৈরি করে দেয়। আমি প্রত্যক্ষ করেছি কোন একটি উপলক্ষ পেলেই গর্বের সাথে তাঁর স্কুল শিক্ষক স্ত্রীর প্রশংসা করতেন। একদিন গল্পের ছলে তিনি বলেন "খাবারের টেবিলে কখনো প্রশ্ন করি না, চুপচাপ খেয়ে নেই, কারণ বেতন যা পাই তাতে অনেক পদের খাবারে টেবিল সাজানো সম্ভব নয়"। স্ত্রী চাকুরি করতেন বলে সংসারের ভার নিশ্চিন্তে তাঁরই উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্যারের একমাত্র মেয়ে নওশীন পরবর্তী সময়ে আমার স্বামী গোলাম হাফিজের সাথে ইন্দোসুয়েজ ব্যাংকে কাজ শুরু করে। তাঁর মেয়ের জামাইও পররাষ্ট্র ক্যাডারে যোগদান করলে যোগাযোগের নতুন সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু তা বেশীদিন স্থায়ী ছিল না। কারণ তাঁর জামাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরি ছেড়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যাওয়ায় আমাদের যোগাযোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়।

মনযূর-উল-করীম স্যারকে আমার চোখে সবচেয়ে সুন্দর দেখেছি স্কাউটের হাফহাতা শার্টের পোশাকে। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের নায়কোচিত সুপুরুষ চেহারাটি আমার মানস-চক্ষে আজও ভেসে উঠে। তাঁর প্রিয় স্কাউটিংয়ের জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং) হিসেবে আজ আমাকে দেখলে নিশ্চয়ই তিনি যার পর নাই খুশি হতেন বলে আমার বিশ্বাস, কিন্তু তা আর কখনো সম্ভব হবে না। সান্তনা এই ভেবে যে, পারকিনসনে আক্রান্ত মনযূর-উল-করীম'কে না দেখে হয়তো ভালই হয়েছে। সেই সৌম্য-সুন্দর, নির্মল-সিগ্ধ থুতনির তিলসহ "স্কাউট ড্রেস" পরিধান করা মহৎ এই মানুষটি আমার মানসপটে চির অম্লান থাকুক।

লেখক: এনডিসি,
জাতীয় কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

মনযূর উল করীম যাঁর মৃত্যু নেই

-মরহুম এ.কে.এম ইশতিয়াক হুসাইন

মনযূর উল করীম একাধারে দক্ষ Civil Servant, অভিভাবক এবং ব্যতিক্রমী স্কাউট ব্যক্তিত্ব। এ সবার বাইরে তার আরেকটি বড় পরিচয় হলো তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির মানুষ। চড়াই-উত্রাই পেরিয়ে জীবনের বাঁকে তিনি সৃষ্টি করেছেন অনবধ্য ধারা। উদারতা, ভালবাসা এবং জনসেবায় উদ্বুদ্ধ মনযূর -উল করীমের সান্নিধ্যে যিনি একবার এসেছেন তিনি তার সাহচার্য থেকে বঞ্চিত হননি। জীবনের শেষ বেলায় শিশুর সারল্যে বেঁচে থাকা মানুষটি আমাদের মনের গভীরে একজন গ্রন্থিত অভিভাবক এবং পথ প্রদর্শক ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মনযূর -উল করীমের শৈশব ও কিশোর বেলা যতদুর জানা যায় ঢাকা শহর কেন্দ্রিক ছিল। ঐতিহ্যবাহী ঢাকার তখনকার সবুজ ভূ-প্রকৃতি, ইট, কাদা-মাটি, সংগ্রামী মানুষের জীবন চারিতা দেখে তিনি তার সঠিক ঠিকানা ঠিক করে নিয়েছিলেন। স্কুলে শান্ত শিষ্ট, সদা হাস্য এবং কল্পনা জগতের মানুষ ছিলেন তিনি। বই পড়া, কবিতা লেখা, ঘুরে বেড়ানো ছিল তার শখ। ছেলে বেলায় ঠাকুরমার ঝুলির গল্প, কিশোর উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পড়তে ভালবাসতেন।

১৯৩৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। চারিত্রিক মাধূর্য এবং সৃজনশীল মেধার দুর্লভ সমন্বয়ের অধিকারী ছিলেন মনযূর -উল-করীম। জীবনের প্রথম পরীক্ষায় তার স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৫২ সালে ঢাকাস্থ আরমানীটোলা উচ্চ বিদ্যালয় হতে এস.এস.সি পরীক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানে তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে ঢাকা কলেজ হতে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সাহিত্য সভায় অংশ নিতেন। তার বিভিন্ন লেখায় মানুষের দূর্ভোগ, কুসংস্কার, মানবসেবা, প্রেম ভালবাসার বিষয় ফুটে উঠেছে। তিনি ইমরান নুর ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর সাহিত্য খ্যাতি এবং একজন সরকারি দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে সর্বমহলে ছিল প্রসংশিত। দেশকে ভালবাসতে হবে, দেশের মঙ্গলের জন্য সুশৃংখলভাবে নিরলস শ্রম ও মেধা দিয়ে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। তার বিভিন্ন সাহিত্য রচনা, কবিতায় এ মর্মবাণী আমরা দেখেছি। এ অভিধা এবং চর্চার পেছনে যে উৎস ছিল তা হলো বাংলার সংগ্রামী, শোষিত জনগণ এবং স্বদেশ প্রেম। সংবেদনশীল মনে কাজ করেছে বৈষ্ণব পদাবলী, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু, কাজী নজরুল ইসলাম। কারণ তিনি জানতেন আধুনিক বাঙালি সমাজ বিনির্মাণে প্রায় শতাব্দী উদ্ধ স্বদেশপ্রীতি, কল্পনা প্রবণতা, সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ, প্রেম, প্রকৃতি অনুভূতি এ সকল বৈশিষ্ট্য অন্যতম ভূমিকা রেখেছে। এ কারণে মনযূর উল করীম মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, মানবসেবা, আনন্দবাদী, সুক্ষ্ম সৌন্দর্য আন্তরিকতায় রূপায়িত।

আমি বলব মনযূর উল করীম একাধারে একজন বাঙালি। ধর্মীয় বিচারে মুসলমান, প্রগতিশীল চেতনায় মুক্ত বুদ্ধির মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিবদ্যালয় হতে পদার্থবিদ্যায় সম্মান ডিগ্রী অর্জন করেও তিনি জীবনকে উপলব্ধি করেছেন নানা বাকে। তার এ উপলব্ধি বিভিন্ন লেখনীতে স্থান পেয়েছে পরিমার্জিত

পাঠরূপে। গতানুগতিক জোয়ারে জীবনকে ছেড়ে দেয়ার মানুষ তিনি নন, সুন্দর করে কথা বলতেন। কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার ছবি এঁকে দিতেন অকপটে। এটাই ছিল বিচিত্র সরলীকরণকে অবকাশ দেয়া। তাঁর মেধা, যোগ্যতা এবং জনগণের সেবক হবার প্রচন্ড বাসনা তাকে নিয়ে গেছে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে। ১৯৬২ সালে এ সার্ভিসে যোগদান করেন এবং চাকুরীর শেষদিন পর্যন্ত যথেষ্ট প্রশংসা এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯২ সালে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর তিনি দীর্ঘ ১৬ বৎসর বিভিন্ন বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় (ইউনিসেফ এবং ব্র্যাকসহ) চাকুরী করে এদেশের সেবা করে গেছেন। তিনি সুপ্রীম জুট মিলস, প্রাইম লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং হকি ফেডারেশন ও ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সরকারের ৮টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণে তাঁর অবদান স্বরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৭৭ সাল হতে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) এবং ১৯৮০ হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনারের পদ অলংকৃত করেন। স্কাউটিংকে ভালবাসতেন অন্তরের অন্তস্থল থেকে। গতানুগতিক গ্রোতধারায় বাইরে এনে স্কাউটিংকে নতুন রঙে, ঢংয়ে সাজানো ছিল তার অন্যতম অবদান। তিনি ছরোট ছরোট কাজ দিয়ে স্কাউটিংয়ের বাগান সাজানোর পরিকল্পনা করতেন যা ছিল চমকপ্রদ। তিনি বলতেন 'Small is bee' বৃটিশ আমল হতে প্রবাহমাণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্কাউটিং প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষণ, সমাজ উন্নয়ন, সংগঠন ও অন্যান্য কার্যক্রমকে নতুনত্ব দিতে নানাবিধ কর্মকৌশল চিন্তার বিন্যাস ঘটিয়েছেন। তিনি ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তারই সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্কাউটস বিশ্বের দরবারে অন্যরকম উচ্চতায় পৌছে গেছে। স্কাউট আন্দোলনে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে তার স্কাউট প্রতিভা এখনো অসমাপ্ত গানের মতই কানে বাজে। এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক স্কাউট সংস্থায় ১৯৮২-১৯৮৪ পর্যন্ত তিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। যুব-কিশোর শিশুরা তাদের বয়সভেদে কিভাবে চিন্তা চেতনায় নিজস্ব বোধ আর সৃজনশীলতায় স্কাউটিং আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে মানব প্রেমিক এবং সত্যিকার মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করবে এটাই ছিল তার স্কাউটিং বাণী সবার জন্য। স্কাউটিং হবে সমকালীন সমাজের ফ্রেম। স্কাউটিং এর ব্যববহারিক কাজকে গুরুত্ব দিতে হবে বেশী। ৫-১২ জানুয়ারি, ২০০৪ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাকে ৭ম বাংলাদেশ ও ৪র্থ সার্ক স্কাউট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়। এ জাম্বুরী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকার শুভেচ্ছা বাণীতে তিনি জাম্বুরীর গুরুত্ব তুলে ধরেন এভাবে "জাম্বুরী স্কাউটদের কাছে খুবই আনন্দদায়ক ও শিক্ষণীয় কর্মসূচী। স্কাউটদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সৌভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সমাজ সেবামূলক মনোভাব গড়ে তোলার উত্তম অনুশীলন ক্ষেত্র। নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন উন্নত ও দক্ষ মানব সম্পদ। বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত এই জাম্বুরী সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি"।

৭ম বাংলাদেশ এবং ৪র্থ সার্ক স্কাউট জাম্বুরী সংগীতও তিনি রচনা করেন। উক্ত সংগীতের কয়েকটি চরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

"ধন্য এ দেশ পূণ্য এ দেশ আমার
সোনার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার
বাংলাদেশ।"

সবুজ পাতার ভিড়ে ভিড়ে বন বাদাড়ের
এই গভীরে শব্দ ওরো পাখ পাখালির অপূর্ব
এই দেশ। বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার
বাংলাদেশ।

তিনি নিরহংকার জীবনযাপন করতেন। একজন সাধারণ মানুষের মত ছোট বড় সবার সাথে মিশতেন। তাকে জাগতিক কোনো জটিলতা কখনো স্পর্শ করেনি। স্কাউটিং এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে শিশু-কিশোরদের লেখা-পড়া, স্কাউটিংসহ সার্বিক বিষয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতেন। স্কাউটদের সাথে আলোর বর্ণিল ছটা ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র পদকে ভূষিত হন। দেশ-বিদেশ স্কাউটিং কার্যক্রমে অসামান্য অবদান রাখার জন্য তার স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "Bronze Wolf" লাভ করেন। তিনি কবি ইমরান নূর হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

মনযূর উল করীম আমাদের মাঝে কখনো ফিরে আসবেন না। কিন্তু তাঁর আদর্শ, স্কাউটিং কর্মকাণ্ড , প্রগতি মনস্কতা সমাজকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। তিনি প্রশাসনের কাজকে পেশা হিসেবে বিবেচনা করলেও যুব কিশোরদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সিভিল সারভেন্ট হিসেবে প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেছেন। সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও রেখেছেন যোগ্যতার স্বাক্ষর। মনযূর উল করীম সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। আর এজন্যই আজ তিনি ছাত্র, স্কাউট, সংগঠক, অভিভাবক, বন্ধু-সকল পরিচয়েই সবার কাছে আদর্শের প্রতীক।

লেখক: সাবেক লিডার ট্রেনার এবং সহযোজিত সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি , বাংলাদেশ স্কাউটস।

সিভিল সার্ভিসের অন্যতম কর্মকর্তা এবং একজন উচ্চমানের কবি মনযূর উল করীম

-ড. জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম সচিব জনাব মনযূর উল করীম অবসরে যাবার পর তিনি ব্র্যাকের ন্যায়পাল পদে দায়িত্ব পালন করেন। বাহ্যিক দিক থেকে তিনি একজন কেতাদুরস্থ লোক। পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলনে এক কথায় অতুলনীয়। অত্যন্ত গুছিয়ে তাল-লয় ঠিক রেখে তিনি বক্তব্য রাখতেন। মানুষকে সহজেই মুগ্ধ করে ফেলতেন। হাঁসি মূখে সবাইকে সম্বোধন করতেন। আমার চাকুরী জীবনে জনাব মনযূর উল করীম এর সাথে ৭ আগষ্ট, ১৯৮০ সালে প্রথম পরিচয় ঘটে। মনে হলো অতি আপন যেন অনন্য এক লোকের সাথে আমার পরিচয় ঘটল। তার সান্নিধ্য পেয়ে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি।

এখানে উল্লেখ্য, তার সাথে কালে কালে আমার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি চাকুরীতে থেকে আমার নানারকম উপকার করেছেন। আসলে তিনি একজন উপকার অনুরাগী মানুষ। কারো সমস্যা দেখলেই স্বপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসতেন।

কাব্য, সাহিত্য নিয়ে মাঝে মধ্যে তার সাথে আলোচনা হত, আমি তার দুটি গ্রন্থ 'নালিশ নিয়ে ইলিশ এল' 'তোরঙ্গের আলীঙ্গন প্রকাশ করেছি। তিনি যথার্থই একজন উচ্চমানের কবি। তিনি ইমরান নূর নামে সাহিত্য চর্চা করতেন। তাই সেই নামে নিম্নের অংশটির শিরোনাম দিয়েছি। তার সাহিত্য কর্ম পাঠ করে তার সম্পর্কে আরও বেশী করে অবহিত হওয়ার পর আমি একটি পত্রিকায় তার সাহিত্যের মূল্যায়নধর্মী ওই নিবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করি। সেই লেখাটি নিম্নে তুলে ধরলামঃ

প্রতিশ্রুত নান্দনিকতার কবি

কবি ইমরান নূর (মনযূর উল করীম) নন্দনাত্ত্বিক দাবিসমূহ পূরণের যথেষ্ট সচেতনতায় কবিতা ও ছড়া রচনা করেন। আর সে কারণে তাঁর কবিতা ও ছড়ায় খ্যাতিমান অগ্রজ কবিদের উচ্চারিত উপমা, অলঙ্করণের পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। তিনি সতর্কতার সাথে অন্যের প্রভাব বলয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনতে সক্ষম হয়েছেন, নির্দ্বিধায় তা বলা যায়। বরং তিনি স্বকীয় এক জগত নির্মাণে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। যার ফলে নতুন এক পরিমন্ডলে তাঁর কবিতায় তিনি নতুন এক আবহের আভাস প্রদান করেন।

কবির কবিতায় অত্যন্ত সাবলীলভাবে উঠে আসে প্রেমধর্ম, সামাজিক অবস্থা ও রাজনীতি। আমাদের নৈরাজ্যিক অবস্থার চিত্র, যা এখন সমগ্র বিশ্ব জগৎ জুড়ে বিরাজমান। বিশ্বের সর্বত্র তাই ঘৃণা বিদ্বেষ, জিগীষা-জিঘাংসা ও হিংসা প্রতিহিংসার জয়-জয়কারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'Luigi Lucatel 'র যেমন বলেন, *Farewell, good sirs, I am learning for the future. I will wait for humanity, at the crossroads, three hundred years hence.' 'unifan অহিংসার কথা বলতে চাই, আমি প্রেমের কথা বলতে চাই। কবি ইমরান নূরও তাই বলেন-

'জীবনকে সত্য জেনে জীবনকে
ভালোবেসে নিও
মানুষকে কাছে এনে অন্তরের
ভালোবাসা দিও
যিনি দেন সৃষ্টি করে সত্য ও সুন্দর সব
শ্রদ্ধাভরে তার প্রতি অন্তরের সব
অনুভব
মুক্ত কর মেলে দাও : পরবাসী হোক
সে আপন
নিজ ক্রোড়ে তুলে নাও ঠাঁই যারা করে
অন্বেষণ:
জীবনের ব্রত হোক অন্যকে ঢেলে
দেবে প্রাণ'
[সুন্দর পৃথিবীর জন্য/আমাকে একটু
সময় দিতে হবে]

প্রেমধর্ম ও অহিংসার দীক্ষা ছাড়া কস্মিনকালেও মানবকূলের নির্মিত এ সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। সমাজ পরিবর্তনে তাই হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে অহিংসার আবহ নির্মাণ করতে হবে। তার ভেতর দিয়ে প্রেম ধর্মকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সুন্দর পৃথিবীর প্রত্যাশা করলে তার বিকল্প আর অন্য কিছু নাই। উপরোক্ত কবিতার চরণের ভেতর কবি ইমরান নূরের সেই মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আন্তর্জগৎ বহির্জগতের দ্বন্দ্ব কবিকে অবিরাম বিচলিত করেছে। ডব্লিউবি ইয়েটস-এর কাব্য ভাবনার প্রসঙ্গে স্টুয়ার্ট হলরয়েডও অনুরূপ বলেছেন

"A record of struggles creative and stimulating in themselves, of a scrupulously honesty human mind engaged in an heroic endeavour to known reality, and of those other struggles suffered by a representative modern man who would establish "Unity of being without in himself in despite of the world."

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই দ্বন্দ্ব ছিলো, তবে অধ্যাত্মবাদের তীব্র উপস্থিতি তাঁকে একটি স্থিতধী মন্ত্রমুগ্ধ এক জগতে টেনে নিয়ে যায়। কবি জীবনানন্দ এই জাগতিক ধূসরতাকে আপন সত্তার গভীরে অবলোকন করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন- 'কাশের রোগীর মতো পৃথিবীর শ্বাস/যক্ষ্মার রোগীর মতো ধুঁকে মরে মানুষের মন। তবুও তার উপলব্ধিতে এসেছে 'এখনো নদী মানে স্নিগ্ধ শুশ্রুষার জল, সূর্য মানে আলো/এখনো নারী মানে তুমি, কতো রাধিকা ফুরালো।

ইয়েটস এবং জীবনানন্দ যেখানে রূঢ় বাস্তবতার মধ্যেও একটি স্বপ্নলোক গড়ছেন, হতে পারে তা প্রতীকী, হতে পারে অর্থের ভেতর অর্থময়, ধীন্দ্রনাথ যেখানে নিরবচ্ছিন্ন বস্তুমুখী। এই দুইয়ের মাঝখানে একটি নিজস্ব জগত নির্মাণ করলেন কবি ইমরান নূর। বলা যায়, এক নিঃসঙ্গ পদাতিক আপন বলয়ের সন্ধান করলেন যুগের নৈরাজ্যিক গ্লানি, নৈরাজ্য আর রোরুদ্যমানের ভেতর। তাই তার কবিতায় পেলামঃ

ক) 'অর্থহীন শব্দে কথা বলে
অরণ্যের ভয়ংকর ঠোকাঠুকি
সারাক্ষণ চলে।
ভাটিয়ালী গানে যেন
অভাগার কান্নার সুর
জীবনের যন্ত্রণায় মৃত্যু থেকে
বেঁচে থাকা আর কতো দূর।
[বারুদের বজ্রপাত/ইমরান নূরের
নির্বাচিত কবিতা]

খ) 'এই যদি হয় আমার দেনা পাওনা
তবে আমার মুক্তিযুদ্ধ
আমাকে তুমি ফিরিয়ে দাও।
আমি ভালোবাসতে জানি
এদেশের যন্ত্রণাবিদ্ধ অঢেল মানুষকে
তাদের জীবনকে চাই সোনায় গড়িয়ে
দিতে
আত্মা আমার তৃপ্ত হতো তবে।
[যন্ত্রণার কণ্ঠস্বর/ইমরান নূরের
নির্বাচিত কবিতা]

হ্যাঁ, কবি যন্ত্রণার কণ্ঠস্বরে সে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। কবিতার নান্দনিকতা দিয়ে তা সত্যিকার একজন মানব দরদী ও দেশপ্রেমিকের কথা। অতৃপ্ত আত্মা তখনই তৃপ্ত হয়, দেশবাসীর বাসনা যখন পূরণ করা সম্ভব। একথা তার লোক দেখানো কথা নয়- এ তার অন্তর প্রেরণার তাগিদ। কবির ব্যক্তি জীবনও এই তাগিদে সেই চেতনার অনুষঙ্গে আবর্তিত।

কবি পরিমন্ডলের উত্তরাধিকারের পথ বেয়ে অনেকেই এসেছেন শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, আবদুল গণি হাজারী, শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। কিন্তু কাব্য জগতের এতো সঙ্গী সহোদরের মধ্যেও ইমরান নূর যেন নিঃসঙ্গ এক জগত নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় অকুতোভয়। উচ্চকিত উচ্চারণে কখনো অন্তজলী দেদীপ্যমানায় তিনি সেই আকাঙ্ক্ষার নগ্ন সত্যকে ধরতে চেয়েছেন। সম্ভবত: এই মানবিক পৃথিবী নির্মাণের জন্য তিনি একটু সময়ের প্রত্যাশা করে ছুটে বেড়াচ্ছেন;

'আমাকে আরো একটু সময় দিতে
হবে
যেন গাঁদা ফুলের চারাটায় একটু যত্ন
দিতে পারি
প্রজাপতির মনে একটু আনন্দ দিতে
পারি।
ওর ডানার গায়ে আমার গানের স্পর্শ
দিয়ে।
ওর মাঝে আলোড়ন তুলতে পারি
সময় কি তবে ফুরিয়ে গেলো?
তবু মিনতি আমার
আমাকে আরো একটু সময় দিতে
হবে।
[নাম কবিতা/আমাকে আরো একটু
সময় দিতে হবে]

কবি ইমরান নূরের এই বোধের ভূমিকে খুঁজে পেতে হলে তাঁর জীবন প্রতীতি এবং পারিপার্শ্বিকতাকে বুঝতে হবে। এ ব্যাপারে নীটশের দু'টি উল্লেখযোগ্য চরণের কথা তুলে ধরা যায়- "One must have chaos, to give birth to a dancing star.' অর্থাৎ জ্বলন্ত নিহারিকা থেকে জন্মে দেদীপ্যমান তারা। সূত্রটিও একটি বিশৃঙ্খল বাষ্পপুঞ্জের মধ্যে অন্তর্লীন। তিনি যে সময় কাব্যাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন সে সময় একটি জাতির ছিল দুর্দিন বা সংকটকাল। দীর্ঘকাল বিরতির পর কবি যখন কবিতার নির্মাণকলাকে পুনরায় হাতে তুলে বিজয় কেতন উড়িয়ে দেন, তখন প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা অনেক রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে ঘরে এসে উঠেছে। কিন্তু আমাদের প্রার্থিত শান্তি আর বৈভব, আমাদের নান্দনিক জীবন নৌকায় ফিরে আসেনি বরং এক দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমগ্র দেশ ও জাতি। মানবিক পৃথিবী যেন অস্তাচলগামী। তাই পৃথিবীকে কবির জিজ্ঞাসা-

'আগামী দিনের মানুষের জন্যই প্রশ্ন
করি
দূরাচার লুট হত্যা নির্যাতন
ওদের থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই
প্রশ্ন করি
দুর্মূখ মানবাত্মার স্বস্তির জন্যই প্রশ্ন
করি:
পৃথিবী তুমি কার?
(প্রশ্ন যদি থেকে যায়/ইমরান নূরের
নির্বাচিত কবিতা)
কিংবা
'দেশের মানুষ শুনছি সবাই
শ্লোগান তোলে শ্লোগান তোলে
গদীর লড়াই নদীর লড়াই
কেউবা বলে যদি হারাই।
কোথা থেকে গড়াই।
[মৃদঙ্গে তাল রেখে/ আমাকে একটু
সময় দিতে হবে]

অনুরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে কবি ইমরান নূরকে করেছে অধীর চিত্ত। তাই তিনি উচ্চ স্বরে বলে ওঠেন-

'আজ আমি দীর্ঘদিন পর
খুঁজে ফিরি সেই পারাবত
মানুষের জন্য আসুক নিশ্চিত জগৎ।
[শান্তির অন্বেষায়/আমাকে একটু সময়
দিতে হবে]

প্রেমধর্মে উদ্বুদ্ধ এই প্রেম পিয়াসী কবি তৃষ্ণার তৃপ্তি খুঁজতে খুঁজতে বলেন-

'এই চাওয়া আর কতো দিন? ভেজা
গায়ে নদী হবো পার,
গা ভাসানো জীবের মতো ? জলে
ভেসে কতোদিন আর
মিলনের আশা নিয়ে বেঁচে রবো।
[আমি চাই সেতু/ আমি কিছু বলতে
চাই]

সংশয়ী বাঙালি আত্মার একটি রক্তাক্ত পরিচয় ইমরান নূরের কবিতায় এক অনন্য অভিধায় প্রস্ফুটিত। ইয়েটস বলেছিলেন- 'Man can embody truth but he

cannot know it. এই সত্য ইমরান নূরের কবিতায়ও প্রকট। আয়াসলভ্য একটি সত্যের জন্য তাঁর অভিযাত্রা। কিন্তু এখনো যেন সে সত্যকে তার নাগালে পাওয়া হয়নি। তবুও তিনি যন্ত্রণাকাতর হলেও নান্দনিক চেতনার পরিমন্ডল থেকে কখনোই নিজেকে বিচ্যুত করেননি। আর তাই তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই-

'রৌদ্রঝরা উষ্ণ পৃথিবীতে আর কতোকাল
তাপিত অচল দেহ এমনি চলবো টেনে বেসামাল
আকাঙ্ক্ষাকে বারবার কাছে ডেকে বলি
এই কারাগার থেকে মুক্ত করে দাও
যেন অন্তর লোকের সাধ আহলাদে
হৃদয়ের তন্ত্রীতে তুলতে পারি ব্রহ্ম সংগীত।
[প্রেক্ষাপট ভিন্নতর/প্রেক্ষাপট ভিন্নতর]

অমিল নয়, তাই বড় বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর নান্দনিক চিন্তা চেতনাতে, ব্যক্তি জীবনাচরণ ও লেখার মধ্যে। এ ত্রিধারা যেন তার মধ্যে এসে একাকার হয়ে গেছে। তবুও তিনি প্রেমধর্মে উদ্বুদ্ধ নিরহংকার ও ঋজুতায় নিষ্ঠ। যার ফলে তাঁর রচনায় নান্দনিকতা উদ্ভাসিত। প্রতিশ্রুত এই নান্দনিক কবিকে দীর্ঘকাল অবধি তাঁর স্বনির্মিত কাব্য ভুবনের নিঃসঙ্গ পদযাত্রায় দেখার বাসনা হৃদয় কন্দরে পোষণ করেছি।

[কবি ইমরান নূর (ইমরান নূর মনযূর-উল করীম) ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ সালে তার পিতার কর্মস্থল কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলাস্থ বাড়ৈখালিতে। তাঁর পিতার নাম মাযহার-উল করীম। কবি আরমানিটোলা গভঃ হাইস্কুল, ঢাকা থেকে ১৯৫২ সালে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান, ১৯৫৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে, স্নাতক সম্মান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে স্নাতকোত্তর করেন। পরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডি.ডিএ অর্জন। এরপর সরকারি চাকরি। সচিব পদ থেকে তিনি অবসর নেন।]

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা
কবি-সাহিত্যিক, প্রতিরোধ সম্পাদক ও প্রশাসক
(সাবেক) সাবেক, জাতীয় কমিশনার (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ স্কাউটস
ও সাবেক সম্পাদক, অগ্রদূত

যাঁর বোধ ছিল কল্যাণময় স্বপ্নের চারণভূমি

-মোঃ সেকান্দার আলী সরদার

আজো শোনা যায়
ভোরের পাখির ডাক
আজো আসে ঘুরে ঘুরে
বসন্তের সুবাতাস
আজো আসে আহবান সামনে চলার
অনুপ্রেরণায় কাছে নেই
প্রাণের মনযূর উল করীম।

নিয়তির অলক্ষণীয় এক সত্যের নাম- 'মৃত্যু'। জন্মিলে মরিতে হবে সকলকে। মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে সকল মানুষের। তার পর কিছু কিছু মৃত্যু মানুষকে হতবাক করে দেয়, স্মৃতিতে অমলিন থেকে যায় তাদের কথা। বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে মন। মনযূর উল করীম আমাদের মাঝে নেই ভাবাই যায়না। যার সাহচর্যে দীর্ঘ দিন চাকুরী করেছি। যাঁর চেতনায় ছিল সুরভিমাখা, যাঁর বোধ ছিল কল্যাণময় স্বপ্নের চারণভূমি। বহুমুখী প্রতিভাবান মানুষটি একদিকে ছিলেন দক্ষ প্রশাসক ও স্কাউটের নিবেদিত প্রাণ। অন্যদিকে ছিলেন একজন কবি। স্কাউট সমাবেশে তার রচিত গান আজও স্কাউটদের চেতনাকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। বাস্তব পৃথিবীতে তিনি আমাদের মাঝে নেই। স্কাউট ও স্কাউটারদের মাঝে আজো বেঁচে আছেন। কিন্তু কোন কোন মানুষ চলে যাবার পরই ফিরে আসে আরো বেশি করে। ফিরে আসে অন্তর লোককে পরিত্যক্ত করে। মনযূর উল করীমের ব্যাপারে এ কথাটি প্রবলভাবে সত্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-
সকল আলাপ গেছে থেমে
শান্ত বীণায় আসে নেমে
সন্ধ্যা মেসন দিনের শেষে
বাজে গভীর স্বনে।

মনযূর উল করীম স্বপ্ন দেখতেন স্কাউটের স্বপ্ন। বাংলাদেশের স্কাউটস সংগঠনকে নিয়ে গেছেন বিশ্ব স্কাউটসের দরবারে। বিশ্ব স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "ব্রোঞ্জ উলফ" পেয়ে তিনি শুধু সম্মানিত হন নাই। স্কাউটসের এই সম্মান বাংলাদেশের সকল স্কাউট ও স্কাউটারদের বিশ্বের দরবারে একটি আসন এনে দিয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের সকল স্কাউট জনগোষ্ঠী তাঁর স্বপ্নের সুফল ভোগ করে স্কাউটিংকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাফফিরাত কামনা করছি।

লেখক: সাবেক ট্রেনিং এক্সিকিউটিভ
বাংলাদেশ স্কাউটস

ভালো মানুষের স্মৃতি কথা

-মোঃ নজরুল ইসলাম

মানুষ মানুষকে ভুলে যায়, বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যায়, ভাই ভাইকে ভুলে যায়, ছেলে বাবাকে ভুলে যায় কিন্তু বাবা ছেলেকে কোন দিন ভুলে যায়না। তদ্রুপ আমি বলতে চাই আমরা যারা স্কাউটিং করি বা করে এসেছি বা যাঁরা করে গিয়েছেন তাঁরা কেউ কাউকে ভুলতে পারেন। তাই প্রবীণ স্কাউটারদের কথা সর্বক্ষণ স্মৃতিতে প্রদীপের মত আলোকিত হয়ে আছে।

বাংলাদেশ স্কাউটসের দীর্ঘ দিনের পথিক, পথ সৃষ্টিকারী, পথ সংরক্ষক ও পথ প্রদর্শক মরহুম মনযূর উল করীম যিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে জাতীয় কমিশনার, প্রধান জাতীয় কমিশনার, সভাপতি ও উপদেষ্টা হিসেবে দীর্ঘদিন বাংলাদেশ স্কাউটসের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। সেই মহৎ ব্যক্তির জীবনের শেষ প্রান্তে অচল দেহ নিয়ে স্কাউটিং এর ভালবাসার টানে বিদেশে অবস্থানরত ছেলের হাত ধরে মৌচাকে অনুষ্ঠেয় একটি স্কাউট অনুষ্ঠানে তাঁর সদয় উপস্থিতি দেখে আমার মনে হচ্ছিল বাংলাদেশ স্কাউটসকে তিনি ভুলে যেতে পারেননি। যেরূপ বাবা ছেলেকে ভুলে যেতে পারেন না।

তাই আমার জীবনের উন্নয়নের পথে যাঁর অবদান, সহযোগিতা ও স্বীকৃতির মাধ্যমে চাকুরী জীবনের শুরু থেকে সর্বোচ্চ গুরুদায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য আল্লাহ্ তায়ালা দান করেছিলেন তাঁর জীবনের স্মৃতি কথা না বলে পারছিনা। মৌচাক স্কাউট স্কুলে আমার শিক্ষকতার শুরুতেই স্কাউটিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ দেখে মনযূর-উল করীম স্যার তৎকালীন নির্বাহী সচিব মরহুম আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্কাউটসের সহকারি ফিল্ড কমিশনার হিসেবে আমাকে নিয়োগ দান করেন। যা আমার জীবনের সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমার অল্পদিনের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৬ সালে ঢাকায় আঞ্চলিক ফিল্ড কমিশনারের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ডেকে এনে মৌচাক স্কাউট ট্রেনিং সেন্টারে "চিফ ট্রেনারের পদ" সৃষ্টি করে আমাকে প্রথম চিফ ট্রেনার পদে নিয়োজিত করেন এবং ১৯৯৯ সালে আমাকে বদলী করা হয়, বদলীর পর চিফ ট্রেনারের পদবীও পরবর্তিতে বিলুপ্ত করা হয়। যা আমার জীবনের গর্ব এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের অবিস্মরণীয় ঘটনা।

চিফ ট্রেনারের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ১৯৯৭ সালে মৌচাকে উন্নয়নের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়নে সেশন হল, ডাইনিং হল, আবাসিক হল এবং স্টাফ কোয়াটার তৈরির কাজ শুরু করা হয়। কোন বিল্ডিং কোথায় হবে কিভাবে ও কোন মডেলে হবে তার প্ল্যান নিয়ে আর্কিটেকচার প্রফেসর ড. নিজাম উদ্দিন (প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার) মৌচাকে আসেন সাথে মনযূর উল করীম স্যারও আসেন। বিল্ডিং এর প্ল্যান একেকটা একেক জায়গায় হওয়ায় আমার ভাল লাগছিল না তাই বলে ছিলাম "স্যার বিল্ডিংগুলো এক জায়গায় বা কাছাকাছি হলে ভাল হয় না"। স্যার ধমকের সুরে বলেছিলেন নজরুল, "অলস জীবন বন্ধ কর, হেটে হুটে খাও, কষ্ট করে খাও, কুক্ষিগত না হও, সারা ট্রেনিং সেন্টার হেটে বেড়াও, স্বপ্ন বাস্তবায়ন কর"। স্যারের কথা আজও মনে পরে তাঁর চিন্তা, চেতনা ও স্বপ্ন মৌচাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা আজ কত সুন্দর ও ব্যবহার উপযোগী হয়েছে এবং দৃশ্যমান হয়েছে যা কল্পনাতীত। মনযূর উল করীম স্কাউট আদর্শের প্রতীক। দেশের সেবায় এবং স্কাউটিং এর সেবায় তা প্রতীয়মান।

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা মানে "ভাল মানুষ হওয়া"। ভাল মানুষ হওয়া বা ভাল মানুষ পাওয়া খুবই কঠিন। বিশ্লেষকগণ বলেন- "ভাল মানুষ কোটিতে গুটিকয়েক" অর্থাৎ খুবই সামান্য যা সহজে খুঁজে পাওয়া যায়না। আমার বিশ্বাস মনযূর-উল করীম ভাল মানুষ হিসেবে বাংলাদেশে কোটিতে গুটিকয়েকের মধ্যে একজন। দেশের প্রথম সারির কর্মকর্তা হিসেবে এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর অবদান ও সৃষ্টি যা অবিস্মরণীয় এবং অনুস্মরণীয়। জনাব মনযূর-উল করীম মহোদয়ের স্কাউটিং এর ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে ধারাবাহিকতা রক্ষার নেতৃত্ব সৃষ্টি ও অনুসারী তৈরির দৃষ্টান্ত জনাব আবুল কালাম আজাদ। জনাব আবুল কালাম আজাদ তাঁর পূর্ণ পথ অনুসারী এবং স্কাউটিং উন্নয়নে ইতিহাস সৃষ্টিকারী। স্কাউট আন্দোলনে সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও অবকাঠামোর উন্নয়নসহ বয়স্ক নেতাদের অংশগ্রহণ আর একটি দৃষ্টান্ত। এখন শুধু প্রোগ্রাম উন্নয়নে "টেকসই স্কাউটিং" কার্যক্রম একান্তই জরুরী। যা বর্তমান স্কাউট কর্তৃপক্ষ অবশ্যই বিবেচনা করছেন।

মরহুম নূরুলিসলাম শামস, মরহুম মনযূর উল করীম, জনাব মুহ. ফজলুর রহমান, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খানকে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে দেখার এবং সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তাঁদের আচার, আচরণ ও নেতৃত্ব কত মধুর ও কত গ্রহণযোগ্য আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে তা দেখেছি এবং শিখেছি। যা বিভিন্ন ফোরামে উদাহরণ টেনে অন্যকেও শিখিয়েছি। এ ধরণের গুণী ব্যক্তিদের পদচারণায় স্কাউট অঙ্গণ আলোকিত হয়েছে এবং আলোকিত হবেই। বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী সচিব মরহুম আজিজুর রহমান, মরহুম আব্দুল ওয়াহাব, মরহুম মোফাখ্খার হোসেন, জনাব আবুল হোসেন শিকদার, জনাব মনযূর-উল করীম মহোদয়ের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং তাঁর কৃতকর্মের অবদান যেভাবে বলে গেছেন, গুণগান করে গেছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন যা স্কাউট পরিবারের ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে সুদৃঢ় করে রেখে গিয়েছেন। তাই বলতে চাই "ভাল মানুষ যাঁরা, মৃত্যুতে মরেনা তাঁরা", "ভাল মানুষ হতে হলে, ভাল মানুষের সঙ্গ লাগে", "ভাল মানুষ হলে, সকল দুঃখ যায় দূরে"।

সর্বশেষ আমি বলতে চাই- মৌচাক থেকে আমার কর্ম জীবন শুরু এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী সচিব হিসেবে কর্ম জীবন সমাপ্তিতে মনযূর উল করীম স্যারের দোয়া ও আর্শিবাদ আমার জীবনে বড় প্রাপ্তি। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের জন্য যে অবদান রেখে গেছেন তা সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক এবং তাঁর আদর্শ, নীতি ও নৈতিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতবাসী করুন এই প্রার্থনা করি।

লেখক: সাবেক নির্বাহী সচিব
বাংলাদেশ স্কাউটস

আমি তোমাদেরই লোক

–মোঃ দেলোয়ার হোসাইন

মনযূর উল করীম একটি নাম একটি প্রতিষ্ঠান একটি উজ্জল নক্ষত্র। স্কাউট অঙ্গণে তিনি অবিস্মরণীয় নেতা, বন্ধু, অভিভাবক। দেশের প্রশাসনিক অঙ্গণেও তার নামের সুখ্যাতি আকাশচুম্বী। কোন লেখা দিয়ে তাঁর জীবনকে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তিনি একজন সফল ও খ্যাতিসম্পন্ন কবিও বটে।

স্কাউটিংকে মানুষের কাছে নিয়ে যাবার জন্য তার ছিল একটি দরদী মন। যে মনে সব সময়ই স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ভাবনায় ব্রত ছিল। স্কাউটদের প্রোগ্রাম নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিলনা। একদিন স্যারের রুমে বসেছিলাম। আমাদের প্রিয় কানাইদা একটা ফাইল নিয়ে স্যারের কাছে গেলেন। স্যার ফাইল দেখলেন এবং তা ফেরৎ দিয়ে। বল্লেন "তোমরা প্রশাসনিক ফাইল বার বার নিয়ে আস কিন্তু বাচ্চাদের প্রোগ্রাম বিষয়ক ফাইলতো বেশী দেখিনা। আমি চাই বাচ্চাদের প্রোগ্রাম ও উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত ফাইল নিয়ে আসবে।" এখানেই স্যারের স্কাউটিং দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৯৮ সালের কথা। স্যার তখন শামস গ্রুপে কর্মরত। তাঁর কাছে রফিক ভাইসহ দেখা করতে গিয়েছিলাম। অনেক কথার এক ফাঁকে স্যার আমাকে কাব প্রকল্পে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন এবং বললেন যে, "তোমার মত একজনকে খুঁজছিলাম।" পরবর্তীতে স্যারের সুপারিশে কাবিং সম্প্রসারণ প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। মৌচাকে একটি জাম্বুরীতে অংশ নিয়েছিলাম। স্যার জাম্বুরী চিফ। মৌচাকের পুকুর পাড়ে এক বিকেলে স্যার বসে আছেন। তখনকার সময়ে স্যারদের কাছে কোন একজন স্কাউট দেখা করা কঠিন ছিল। একজন স্কাউট বেশ কিছু দূরে দাড়িয়ে ছিল। স্যার স্কাউট ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। স্যার তাঁর সাথে কথা বললেন। ছেলেটি বললো স্যার আমি অনেক দূর থেকে এ জাম্বুরীতে এসেছি। আপনার নাম অনেক শুনেছি, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও আপনাকে দেখেছি। আপনাকে কাছ থেকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমার স্কাউট লিডার সে ব্যবস্থা করতে পরেনি। তাই আমি নিজেই এসেছি যদি আপনার সাথে দেখা করতে পারি। আল্লাহ আমার আশা পূরণ করেছেন। স্যার তার মাথায় হাত বুলালেন, তার পরিবার ও লেখা-পড়ার খবর নিলেন। তাকে আশির্বাদ করলেন। তার সাথে ছলি তুললেন। পরের দিন কোন এক অনুষ্ঠানে তাকে পরিচয় করে দিয়েছিলেন।

২০০৫ সালের ডিসেম্বর। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম নির্বাহী সচিবের দায়িত্বে। একদিন ঠিক করলাম মনযূর উল করীম স্যারের বাসায় যাব। স্যার খুবই অসুস্থ। কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে। ভালভাবে চলতে ফিরতে পারেন না। আমি আর নজরুল ভাই স্যারের বাসায় গেলাম। আমরা যাবার কিছুক্ষণ পরে স্যার আমাদের কাছে আসলেন। হাত পা কাপছে। কথা বলার চেষ্টা করছেন। তার সেই কি আকুতি। স্যার আমাদের মাথায় হাত বুলালেন। স্যার কি বলতে চাচ্ছেন তা বুঝার জন্য স্যারের ছেলে আসলেন এবং স্যারের কথা শুনে বললেন যে, স্কাউটদের জন্য তার শুভেচ্ছা। এবং তার বইগুলো যেন সংরক্ষণ করা হয়। স্যার আমাদের নাস্তা খাওয়ালেন। স্যারের বাসা থেকে ফিরে আসলাম। স্যার আমাদের স্কাউটদের কথা বলতে ভুললেন না।

কবি ইমরান নূর আমাদের মাঝে নেই। তার ছায়া, তার আদর্শ তার চিরন্তনী বাণী আমাদের সকলের আদর্শ। স্যারের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

লেখক: জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

স্বর্ণালী অতীত স্কাউটিংয়ে চির ভাস্কর মনযূর উল করীম

- মোঃ তৌফিক আলী

মনযূর উল করীম যেমন স্বর্ণালী অতীত স্কাউটিংয়ে চির ভাস্কর তেমনই স্মৃতির আখরে জাগ্রত মহান স্কাউট ব্যক্তিত্ব।

তাঁর অনবদ্য নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতা স্কাউট সংগঠনকে দেশের সর্বস্তরে জনপ্রিয়তায় পৌঁছে দিয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটসকে বিশ্ব দরবারে সমুজ্জ্বল করেছে। তিনিই বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ পুরস্কার ব্রোঞ্জ উলফ পদক প্রাপ্ত সর্ব প্রথম বাংলাদেশী।

স্কাউটিংয়ে তাঁর অবদান তাঁকে অমর করেছে। মনে হয় তিনি মরেননি। আমাদের অন্তরালে রয়ে গেছেন। এখনও আমরা তাঁর অভাব অনুভব করি।

তিনি ছিলেন একদিকে সরকারের শীর্ষ স্থানীয় প্রশাসক অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবী শীর্ষ স্কাউট নেতা প্রধান জাতীয় কমিশনার। একদিকে শিশু-কিশোর যুবাদের নয়নমনি উদ্দীপনার প্রাণকেন্দ্র অন্যদিকে সৃজনশীল কবি আনায় হৃদয়স্পর্শী উচ্ছাস অকাতরে বিলিয়েছেন। যার টানে স্কাউট প্রেমীরা খুঁজে পেয়েছে ঠিকানা, গন্তব্যে পৌঁছাতে পেরেছেন অজস্র অনুজ। সরকারের প্রশাসনে যিনি এক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস সংগঠন এর ভিতকে করেছেন মজবুত। কথাগুলো খানিকটা এলোমেলো করে গ্রন্থনা করলেও এ কথা বললে অতুক্তি হবেনা যে, মনযূর উল করীম সত্তুরের শেষার্ধে এবং আশির দশকে বাংলাদেশ স্কাউটসকে তাঁর নেতৃত্বে বহুমাত্রিক রূপ দিয়েছেন। মরহুম নুরুলিসলাম শামস এর পরেই তিনিই হাল ধরে হলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের কারিগর ও দিকপাল। বাংলাদেশের স্কাউট সংখ্যাকে পৌছালেন দশ লক্ষে।

আমি ১৯৮১ সাল থেকে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করি। তাঁর প্রখর মেধা ও স্মরণ শক্তি অনুভব করেছি ২০১০ সাল পর্যন্ত। যখন যেখানে দেখা মিলেছে আমার নামটি ভুলেননি। শত ব্যস্ততার ভেতর যখন সামনা সামনি দেখতেন নাম ধরে বলতেন কি? কেমন আছ? কখনো শরীরে আলতো হাত বুলিয়ে বলতেন দেহ হ্রাস-বৃদ্ধির কথা। আজও সেই স্পর্শানুভব করি। এ কথা বলার উদ্দেশ্যই হলো তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলীর দিকগুলো তুলে ধরা। যত ছোটই হোকনা কেন তাকে স্মরণ করা, উজ্জীবিত করা। অনেকটা চারাগাছ নার্সিং করে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার মত। অন্যদিকে তাঁর মোহনীয় ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শিক বক্তব্য অন্তরে বীজ বপন করতে তড়িৎ সহায়তা করতো। স্কাউট ও স্কাউটারদের যা অনুপ্রাণিত করেছে অনেক দুঃসাহসিক অভিযান কাজ করতে। এমন একটি ছোট্ট উদাহরণ হলো জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাকে স্ট্রীম রেল ইঞ্জিনটি ঢাকা থেকে বহন করে আনা ক'জন রোভার স্কাউটদের কৃতিত্ব।

ছবিতে ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে রোভার স্কাউটদের একটি সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করছেন মরহুম মনযূর উল করীম। পুরস্কার গ্রহণ করেছেন লেখক

মনযূর উল করীম স্যার এবং হাবিবুল আলম বীর প্রতীক ভাইয়ের কথায় রোভার স্কাউটরা ওই দুঃসাহসিক কাজটি করেছেন। এ ঘটনা অনেকেরই জানা।

আবার তাঁর দুরদর্শিতা ও দার্শনিক সুলভ ধ্যান ধারণা তাঁর অনুজ স্কাউটারদের দৃষ্টিকে উন্মোচিত করেছে। তিনি বলতেন, "আমার ছেলেরা কেবল স্কাউটিং করবে, মেয়েরা কেন নয়"। তারই উদ্যোগ ও উদ্দিপনায় ১৯৯৪ সালে শুরু হল গার্ল–ইন-স্কাউটিং। যার সুফল এখন বাংলাদেশ স্কাউটস পাচ্ছে। মেয়েরা সম্পৃক্ত হয়ে স্কাউটকে সমৃদ্ধ করেছে। এখন দেশে গার্ল-ইন স্কাউট প্রবৃদ্ধির সংখ্যা ছেলেদের থেকে বেশি।

মনযূর উল করীম স্যার রোভার স্কাউটসের সমাজসেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিটি দল/ইউনিটকে একটি করে গ্রাম বেঁছে নিয়ে সেবামূলক কাজ করার আহবান জানিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে সেই আহবানে সাড়া দিয়ে ঢাকায় অদূরে "বাহাদুরপুর রোভারপল্লী" "দশচিড়া" "পূর্বগ্রাম" যশোরে কয়েকটি গ্রাম বেছে নিয়ে রোভার স্কাউটরা কাজ শুরু করেছিলো। আমি অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৮১ সালে গ্রাম খুঁজে আমার রোভার স্কাউট দলকে রূপগঞ্জের "পূর্বগ্রাম" নিয়ে যাই। তিনি আমাদের কাজ দেখে শুনে খুশি হলেন এবং সেই গ্রামে একটি সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করলেন। এখনও সেই গ্রামবাসী স্কাউটদের স্মরণ করে। সেখানে এপিআর স্কাউটসের একটি ফ্লিড ট্রিপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। গ্রামবাসী স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রচারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাঁস মুরগি গবাদি পশু পালনে জ্ঞানার্জন ও নিজ নিজ এলাকায় সুপেয় পানি এবং প্রথম বরহোল পায়খানা বিনা খরচে স্থাপনের সুযোগ পেল। মুক্ত স্কাউট দল গঠন হলো। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকে অনুমেয় যে, প্রধান জাতীয় কমিশনার হয়েও ইউনিট পর্যায়ের কোন কার্যক্রমকে গতিশীল ও উন্নয়নে সহায়তা দিতে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের সমাবেশগুলোতে প্রায়শঃ বলতেন, "তোমরা নিজকে গড়, অপরকে এবং সমাজকে গড়তে সহায়তা করো"।

সরকারি কার্মকাণ্ডে প্রয়োজনানুসারে স্কাউটদের সেবা সহায়তার ক্ষেত্রগুলো মনযূর উল করীম স্যার চিহ্নিত করে স্কাউট, রোভার স্কাউট ও স্কাউটারদের কাজে লাগিয়ে দিতেন। তাঁকে অনুসরণ করে অনুজ স্কাউট নেতৃবৃন্দ স্কাউটদের সেবা কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করেছেন।

তিনি দেশ বরেণ্য কবি সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃত। সাহিত্য রচনায় তিনি অনবদ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন যা চিরকাল স্কাউটদের মাঝে অনুপ্রেরণা যোগাবে। বিশেষ করে ছড়া ছন্দে সুরে তাঁর রচিত ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী ও মুট সংগীতগুলো এমনছিল যে মুক্তাঙ্গণে তাঁবুবাসকালীন জীবনে স্কাউটিংয়ের সাথে মনন মানস পটে একাকার হয়ে যেত। তাঁর রচিত সংগীতগুলো আমাদের জীবনকে ছন্দময় ও আলোকিত করে তুলতো। এ থেকে বুঝা যায় জনাব মনযূর উল করীম (কবি হিসেবে ছদ্ম নাম ইমরান নূর) আদ্যপ্রান্ত স্কাউট ছিলেন। তাঁর পেশাগত জীবন ও স্কাউটিং এর রং তুলীর আচঁড়ে এমন এক প্রোট্রেট যা শিক্ষার্থীর অন্তধানের পরও মোনালিসার হাসি। মনযূর উল করীম স্কাউটিং ভূবনে ক্ষণজন্মা হয়ে এলেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের স্কাউটিংকে চিত্রায়িত করলেন দেশ-বিদেশে যা আজও অম্লান। মরহুমের জীবনালেখ্য স্কাউট- স্কাউটারদের বেশি বেশি পাঠ ও অনুসরণ এবং অনুকরণীয় আর্দশ হতে পারে। আমি মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

লেখক: পি.আর.এস- এলটি
জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

শ্রদ্ধেয় মনযূর উল করীম স্যারকে যেমন দেখেছি

-মুক্তিযোদ্ধা এস.আর রাহুত

১৯৭৮ সালের ২২শে অক্টোবর থেকে ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তম এশিয়া প্যাসিফিক স্কাউট সমাজ উন্নয়ন সেমিনার। জয়দেবপুর ধান গবেষণা কেন্দ্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই সেমিনার উদ্বোধন করেন। জনাব মনযূর উল করীম স্যার অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। স্কাউটের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের কর্মকর্তা স্বল্পতা থাকায় অন্যান্য কার্যালয় থেকে যাদের ডেপুটেশনে নেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলাম আমি একজন। যথা সময়ে ঢাকা স্কাউট অফিসে উপস্থিত হয়েছিলাম। ৬৭/ক পুরানা পল্টন, টেলিফোন নং-২৮২৪১৫, ঢাকা-২ বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর পার্শ্বে স্কাউট সদর দপ্তর ছিল। জনাব হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক এবং জনাব আফজাল হোসেন আমাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন।

জনাব নূরুলিসলাম স্যার, জনাব এম বারী স্যার, জনাব মোহাম্মদ আবু হেনা স্যার, জনাব শামসুল আলম স্যার, সৈয়দ আহমেদ স্যার সকলেই জাতীয় কমিশনার। সার্বক্ষণিক কর্মকর্তাদের মধ্যে জনাব আব্দুল ওয়াহাব স্যার, জনাব এ.বি.এম. আযিয উর রহমান স্যার, জনাব মমতাজ উদ্দিন, জনাব কানাই লাল দাস, জনাব মোফাখখর হোসেন স্যার উক্ত সেমিনারে দায়িত্ব পালন করেন।

বিশ্ব স্কাউট সদর দপ্তর জেনেভা থেকে পরিচালক জনাব আব্দুলাহ-ই-ছার, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জনাব জে.পি. সিলভেস্টার, জনাব ভি.পি. ধাওয়ান, পাকিস্তান থেকে ইঞ্জিনিয়ার ফারুক আজিজ আফেন্দি, ইরান থেকে মি. মেহেদি, ভারত থেকে মি. কৌশিক, নেপাল থেকে মি. হেরম্ভ প্রসাদ কৈরালা, মি. মদন প্রসাদ অধিকারী, শ্রীলঙ্কা থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয় উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মনযূর উল করীম স্যার সরকারি কাজে যে কোন বিভাগ বা জেলা সদরে গেলে স্কাউট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করতেন। ১৯৮০ সাল থেকে প্রধান জাতীয় কমিশনারের দায়িত্ব পান। ১৯৮০-৮১ পঞ্চম এশিয়া প্যাসিফিক/দ্বিতীয় বাংলাদেশ স্কাউট জাম্বুরী জয়দেবপুরের মৌচাক জাতীয় স্কাউট

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মনযূর উল করীম স্যার জাম্বুরী চিফ, তিনি আমাকে স্টাফ অফিসারের দায়িত্ব দেন। যার কারণে আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি।

খুলনার একজন সিনিয়র শিক্ষক ও স্কাউট নেতাকে তার স্কুল থেকে তাকে বাদ দেওয়া হয়। এই সংবাদটি জানার পরে মনযূর উল করীম স্যার খুলনার তৎকালীন জেলা প্রশাসক কাজী লুৎফুল হক সাহেবকে বলে পূনরায় ঐ শিক্ষক মহোদয়কে শিক্ষকতার দায়িত্ব ফিরিয়ে দেন। ১৯৮৩ সালে ৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে নির্ধারিত সময়ে যোগদান না করায় আমার বেতন ভাতাদি বন্ধ করে দেওয়া হয়। জনাব মনযূর উল করীম স্যার তখন বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। বাংলাদেশ বিমান ভবনে তার সাথে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত জানালে স্যার একটি সাদা কাগজে আমার নাম, পদবী ও অফিসের ঠিকানা লিখে নিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সচিব জনাব মাহফুজুল ইসলাম স্যারের সাথে কথা বলে আমার বেতন ভাতাদি স্বাভাবিক করে দেন।

পরোপকারে তার তুলনা হয় না। স্যার তখন সড়ক ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব। যশোর থেকে বেনাপোল পর্যন্ত অকেজো রেল লাইন তুলে ফেলার কথা চলছিল, স্যার যশোর সার্কিট হাউজে এসে ঐ সময়কার জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুল কাদের মুন্সি মহোদয়কে সাথে নিয়ে সড়ক পথে বেনাপোল পর্যন্ত যান এবং স্থানীয় জনগনের সাথে কথা বলেন। বেনাপোল সিএন্ডএফ এর সভাপতি আলহাজ আব্দুল হক সাহেব স্যারকে অনুরোধ করেন যাতে রেল লাইনটি থেকে যায়। বর্তমানে খুলনা বেনাপোল প্রতিদিন ২টি ট্রেন যাতায়াত করছে এবং সপ্তাহে একদিন কোলকাতা-খুলনা-কোলকাতা ট্রেন চলছে। সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

১৯৯৭ সালের ২৪-৩০ শে অক্টোবর সিলেটের লাক্কাতুরা গলফ ক্লাব এরিয়ায় (চা বাগান) নবম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুটের মুট চিফ ছিলেন জনাব মনযূর উল করীম স্যার। মুট চিফের স্টাফ অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য আমাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ঐ সময় মেহেরপুর জেলা রোভারের বাসটি মানিকগঞ্জে উল্টে গিয়ে আমাদের ৪ জন রোভার মৃত্যুবরণ করেন। জনাব মনযূর উল করীম স্যার আমাদের বিষয়টি অতি দুঃখের সাথে জানান এবং সকলকে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে বলেন। স্কাউটিং এর যে সকল ইভেন্টে মনযূর উল করীম স্যার চিফের দায়িত্ব পালন করতেন সে সকল ইভেন্টে আমাকে স্টাফ অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হতো। জনাব হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক এবং জনাব আফজাল হোসেন স্যার এই দু জনই আমাকে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বুঝিয়ে দিতেন। স্কাউট প্রোগ্রামের বেশ কিছু আলোক চিত্র আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। যা দেখলে স্যারকে বার বার স্মরণে আসে। পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর আত্মা শান্তি পাক।

লেখক: লিডার ট্রেনার
বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল

স্মৃতির অনুস্মরণ: মনযূর উল করীম

-এডভোকেট মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম

সেদিনের বিকাল ছিল পড়ন্ত রোদের স্বর্ণালী আভায় ভরপুর। জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র জালাল স্টেডিয়াম সড়কস্থ হবিগঞ্জ মুক্ত স্কাউট প্রাঙ্গণে সমবেত শত স্কাউটের কল-কাকলিতে মুখরিত ছিল আমাদের এ মুক্ত আলয়। সমবেত স্কাউট, স্কাউটার, প্রশাসনের কর্মকর্তা, স্কাউট অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ, আমন্ত্রিত অতিথি ও সুধীজন সকলেরই অধীর আগ্রহ, এক মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য অপেক্ষা-যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে আগমন করবেন এক মহান স্কাউট ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের তদানীন্তন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব হুসাইন মুহম্মদ এরশাদের আর্থিক অনুদানে নির্মিত হবিগঞ্জ মুক্ত স্কাউট ভবন উদ্বোধনে আসবেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মনযূর উল করীম।

২৫ মে ১৯৮৮ খ্রী. ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ বুধবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে বাংলাদেশ স্কাউটস এর তদানীন্তন প্রধান জাতীয় কমিশনার ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মনযূর উল করীম হবিগঞ্জ মুক্ত স্কাউট ভবণ প্রাঙ্গণে আসেন। সমবেত স্কাউটদের স্যালুট, অভিবাদন ও ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত পরম শ্রদ্ধেয় মনযূর উল করীম স্যার সকলের উপস্থিতিতে লাল ফিতা কেটে হবিগঞ্জ মুক্ত স্কাউট ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জের তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী, হবিগঞ্জ মুক্ত স্কাউট এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল, বিশিষ্ঠ সমাজ সেবক ও তৎকালীন সভাপতি জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, বিশিষ্ঠ সাংবাদিক এডভোকেট মোহাম্মদ আমির হোসেন, মুক্ত স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব এস এম মোছাদ্দেক (জহির), সিনিয়র রোভার মেট দেওয়ান জুলফিকার হায়দার চৌধুরী শাহীন পিআরএস, রোভার মেট এম, এ কাইয়ুম চৌধুরী শাহীন প্রমুখ। পরে প্রধান অতিথি সমবেত স্কাউট ও উপস্থিত সুধীবৃন্দের অংশগ্রহণে স্কাউট ভবনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় মূল্যবান ভাষণ রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিশু কিশোর ও যুব-বয়সী ছেলে-মেয়েদের স্কাউটিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যায় স্থানীয় শিরিষতলায় (বর্তমান লন টেনিস মাঠ) জেলা স্কাউটস আয়োজিত মহা তাঁবুজলসায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। ১৯৭৭ সালের ৭ মার্চ হবিগঞ্জ মুক্ত স্কাউট গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ৪২ বছরের পথচলায় অসংখ্য কোমল-মতি, চঞ্চল, বুদ্ধিদীপ্ত স্কাউটের প্রাণের কল-ধ্বনিতে মুখরিত করেছে আমাদের প্রিয় মুক্ত আলয়। এ পর্যন্ত গ্রুপে ০১ জন প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট, ০৫ জন প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট ও ১ জন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। বাংলাদেশ স্কাউটস ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে মুক্ত দল বর্ষ উপলক্ষে হবিগঞ্জ মুক্ত স্কাউট গ্রুপকে দেশের সেরা অন্যতম মুক্ত স্কাউট ইউনিট এর মর্যাদা প্রদান করেছে। আমাদের সকলের প্রিয় মনযূর উল করীম স্যারের পদস্পর্শে আমাদের গৌরবময় ৪২ বছরের পথচলাকে আরো গৌরবান্বিত করেছে। আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি এই মহান স্কাউট ব্যক্তিত্বের প্রতি। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। রয়েছে তাঁর মহৎ কর্ম, স্কাউট আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে অনবদ্য অবদান। প্রতিটি স্কাউট হৃদয়ে রয়েছে তাঁর স্মৃতির অনুস্মরণ। আল্লাহর নিকট অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে প্রার্থণা করি তিনি যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করেন।

লেখক: সম্পাদক, হবিগঞ্জ মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও বাংলাদেশ স্কাউটস, হবিগঞ্জ জেলা রোভার।

মরহুম মনযূর উল করীম এর কবরে স্কাউটদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 63, Issue 05, May 2019

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Sarwar Mohammad Shahriar, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578